উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৮ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 25 October 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 155

উত্তরপ্রদেশে প্রার্থী দিল না কংগ্রেস

সাতের পাতায়

সুন্দর বোলিংয়ে উজ্জ্বল ভারত

এগারোর পাতায়

পিঙ্ক ভ্যানেই ‘মদ্যপ’ পুলিশ

ভাইরাল ভিডিও, সাসপেন্ড মহিলা এএসআই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে চালু করা হয়েছে পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান। অথচ সেই মোবাইল ভ্যানের ইনচার্জের বিরুদ্ধেই এবার মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করার অভিযোগ উঠল। বুধবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুলু বাধল চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠে। অভিযোগ, টলমল পায়ে এক মহিলাকে চুমু খেতেও এগিয়ে যান এএসআই তানিয়া রায়। ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওটির সত্যতা যাচাই না করলেও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ইতিমধ্যে ওই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করেছে।

ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, ‘ভিডিওটি আমরা পেয়েছি। গোটাটার তদন্ত চলছে। যদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হবে।’

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই রাতে অন্ধকারে মাঠে বসেছিল দুই কিশোর-কিশোরী। স্থানীয়দের কিছু একটা সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা পিঙ্ক ভ্যানে খবর দেন। খানিক বাদেই তানিয়া রায়ের নেতৃত্বে পিঙ্ক ভ্যান ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। গাড়ি থেকে নেমেই ওই কিশোর-কিশোরীকে লাঠি পেটা করেন এএসআই। এরপর খবর দেন অভিভাবকদের।

অভিভাবকরা আসার পরই পটপরিবর্তন ঘটে। অভিভাবকরা অভিযোগ করতে থাকেন, ওই এএসআই নিজেই মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। এমনকি এসংক্রান্ত একটি ভিডিও করেন কয়েকজন। স্থানীয়রা যখন অভিযোগ করছিলেন, তখন বেশ অস্বস্তিতেই দেখা গিয়েছে ওই এএসআইকে। কথা কাটাকাটির মাঝে হঠাৎই পুলিশকর্মী সামনে থাকা এক মহিলার ঘাড় ধরে টেনে চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে মুখে গন্ধ শোঁকাতে যান, যা দৃশ্যতই অশ্লীল বলে মানছেন পুলিশকর্তারা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। ওই এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দাস বলছেন, ‘ওঁর মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। এরপর চেপে ধরতেই উনি পালানোর চেষ্টা করেন।’

এদিকে, ওই এএসআইকেও পালটা হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন সংশ্লিষ্ট ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তাঁর কথায়, ‘যদি ওই মহিলা পুলিশকর্মী মদ্যপ অবস্থায় থাকেন, তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে ওই মহিলা এএসআইকেও কিন্তু হেনস্তা করা হয়েছে।’

বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটলেও বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

এরপর আটের পাতায়

এএসআইয়ের এমন কীর্তিতেই বিতর্কের ঝড়।

অস্বস্তি পুলিশের

- শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠে অন্ধকারে বসে থাকা কিশোর-কিশোরীকে সরাতে পুলিশকে ডাক
- পিঙ্ক ভ্যান গিয়ে হাজির, লাঠিপেটা করে অভিযুক্তদের সরান এএসআই
- অভিভাবকরা এসে বুঝতে পারেন, ওই পুলিশকর্মী নিজেই মদ্যপ অবস্থায়
- মুখের গন্ধ শোঁকাতে কার্যত চুমু খাওয়ার জোগাড় এক মহিলাকে

উত্তরের খোঁজে

তৃণমূল ভুগছে ‘আধাসেদ্ধ’ সিনড্রোমে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তিনি বলেছিলেন, শিলিগুড়ির জমি দুর্নীতির মাফিয়াদের ধরতে হবে। ধরতে হবে মানে ধরতেই হবে। একেবারে হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে এসব বলেছেন বলে কথা!

তারপর হে প্রিয় পাঠক, মাঝে ক’দিন এমন তোলপাড় হল যেন পৃথিবীর সেরা তিনটি পুলিশ ফোর্স একসঙ্গে নেমে পড়েছে গজলডোবা থেকে রাজগঞ্জ। তিস্তা থেকে মহানন্দা। ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, কানাডার আরসিএমপি, নেদারল্যান্ডসের রয়্যাল মারেসুসি। কত জমি যে নেতারা স্বনামে বেনামে দখল করে রেখেছেন, খবর বেরোতে লাগল একে একে। যত বড় নেতা, তাঁর তত বেশি জমি। বাগানবাড়ি। জঙ্গলে বাগানবাড়ি, চা বাগানে বাগানবাড়ি।

আমরা জনগণ আশ্বস্ত হলাম, এবার সত্যিই কিছু হবে। এই নেতাদের থোঁতামুখ ভোঁতা হল বলে!

হায়, হায়, কোথায় কী? সে ছিল জুন মাস। অক্টোবরে এসে আবার দেখলাম, দুনিয়াটা সত্যিই গোলাকার। বঙ্গপুলিশের হাত ধরিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম অবিকৃত প্রাচীন রাজপথেই। একজন, দুজনকে ধরা হল। তাঁরা মাসখানেক জেলে কাটিয়ে দোলযাত্রার রামকানাইয়ের মতো ঘরে ফিরে এসেছেন আগেই। সঙ্গে অনুরাগীদের সুমধুর কীর্তন-- ঘরে এল রামকানু, বাজাইয়া বেণু, চড়াইয়া ধেনু।

এরপর আটের পাতায়

তখনও ঝড় ওঠেনি। দিঘার নির্জন সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

জমি লিজের ভাবনা

দখলদারদের সরাতে ব্যর্থ প্রশাসন

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : যতটা গর্জেছিল প্রশাসন, ততটা বর্ষাল না। আরজি কর কাণ্ডে কার্যত ধামাচাপা পড়ে গেল রাজগঞ্জ ব্লকের জমি কেলেঙ্কারি। দেবাশিস প্রামাণিক, গৌতম গোস্বামী, মহম্মদ আহিদ (চুটকি)-এর মতো ছোটখাটো নেতাদের গ্রেপ্তার করেই হাত গুটিয়ে নিয়েছে পুলিশ। ফলে রাঘববোয়ালরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিব্যি। সূত্রের খবর, জমি কাণ্ডে এবার নরম নীতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সামনেই বিধানসভা ভোট থাকায় জমির কারবারি ও দখলদারদের খুব বেশি ঘাঁটাতে চাইছে না প্রশাসন। সেই কারণেই চলছে লিজ দেওয়ার চিন্তাভাবনা। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক কাউন্সিলার, শহরের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী দখল করা জমির লিজ নেওয়ার আবেদন করেছেন। তালিকায় রয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও রাজগঞ্জ এলাকার বেশ কয়েকজনের নামও।

লিজ দেওয়ার কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায় বলেছেন, ‘জমির লিজ বা পাট্টা চাওয়ার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। নিয়ম মোতাবেক আবেদন এলে প্রশাসন সেটা বিবেচনা করে দেখবে।’

গজলডোবায় রঞ্জন শীলশর্মার বিতর্কিত বাগানবাড়ি।

গজলডোবা হোক বা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির পোড়াঝার, একরের পর একর সরকারি জমি দখল করে তৈরি হয়েছে বসতি। গড়ে উঠেছে রিসর্ট, রেস্তোরাঁও। কেউ আবার বিঘার পর বিঘা জমি দখল করে ফেলে রেখেছেন। তালিকায় যেমন তৃণমূলের নেতা-জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন সাধারণ মানুষও। এঁদের অনেকেই দালাল মারফত অল্প দামে জমি কিনে এখন ফ্যাসাদে পড়েছেন। মাসকয়েক আগে জমি নিয়ে নাড়াঘাঁটা শুরু হতেই তাঁদের মাথায় বাজ পড়ার জোগাড়। ভূমি দপ্তরের এক কর্তা বলছেন, অনেকেই সচেতনতার অভাবে সরকারি জমি কিনে বসবাস করছেন।

এরপর আটের পাতায়

একনজরে

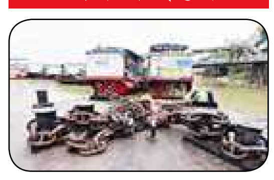

‘ডানা’য় কাঁটা

ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’র প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মুখ ভার দক্ষিণবঙ্গের আকাশের। রাত গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হয়েছে বৃষ্টির দাপট ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। সুন্দরবন থেকে শুরু করে বহু জায়গাতেই নদীবাঁধের দুর্বল জায়গা দিয়ে হুহু করে জল ঢুকতে শুরু করে। এদিন সন্ধ্যা নামার আগেই রাজ্য প্রশাসন ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করেছে। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও পুলিশকর্মীদের।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

আবার শহরে শুরু চাঁদার জুলুম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আগের ছবিটাই আবার ফিরছে।

শহরজুড়ে যানবাহন আটকে আদায় করা হচ্ছে কালীপুজোর চাঁদা। না দিয়ে নিস্তার নেই। কোথাও মিষ্টি ভাষায়, কোথাও আবার হুমকির সুরে পথ আটকাচ্ছে একদল দামাল তরুণ। শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়াম, কোর্ট মোড় সহ একাধিক জায়গায় গাড়ি আটকে চাঁদা আদায়ের দৃশ্য চোখে পড়েছে। যাত্রীবাহী গাড়ির পাশাপাশি মালবাহী গাড়ি থেকে ন্যূনতম ১০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। চাঁদার জুলুমে নাজেহাল চালকরা। শহরের বাইরে ফুলবাড়ি, গজলডোবা, জটিয়াকালি, মাটিগাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় চাঁদার জন্য জোরজুলুম শুরু হয়েছে।

এর আগে টিকিয়াপাড়ায় চাঁদা আদায়ের নামে দাদাগিরি দেখা গিয়েছিল। পুলিশের তরফে তখন আশ্বাস মিলেছিল, চাঁদার জোরজুলুম বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু কোথায় কী!

ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাছে গাড়ি আটকে চাঁদা আদায়। -সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার দেখা গেল, ইন্ডোর স্টেডিয়ামের একেবারে সামনে কয়েকজন তরুণ হাতে রসিদ নিয়ে চাঁদার জন্য একের পর এক গাড়ি থামাচ্ছে। লোহার রডবোঝাই করা একটি চারচাকার মালবাহী গাড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। স্টেডিয়ামের একেবারে গেটের সামনে সেই সময়ই কয়েকজন তরুণ গাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় গাড়ির চালকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। চালককে গাড়িটি রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে একপাশ করে দাঁড়াতে বলা হয়। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, গাড়ির ভেতর থেকে এক ব্যক্তি টাকা বের করে তরুণদের হাতে দিচ্ছেন। পরে গাড়ির চালক মহাদেব সামন্ত বললেন, ‘সব জায়গায় চাঁদা দিয়েই চলেছি। প্রতিদিন অন্তত এক হাজার টাকার বেশি চাঁদা দিতে হচ্ছে। মহরমের সময় থেকে শুরু হয়েছে। যা আয় হচ্ছে, তার পুরোটাই প্রায় চাঁদা দিতেই চলে যাচ্ছে।’

এনজেপি থেকে যাত্রীদের নিয়ে আইওসি রোড হয়ে আরেকটি গাড়ি পাহাড়ের দিকে রওনা দিচ্ছিল। গাড়ির চালক সূর্য ছেত্রীর কথায়, ‘১০০ টাকা চাঁদা চেয়েছিল। খুচরো ৮০ টাকা ছিল, সেটাই দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। পুলিশ টহল দিলে চাঁদার জুলুম অনেকটাই কম হবে।’

এরপর আটের পাতায়

কালীপুজোয় বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : কালো মাথার ভিড় যখন মণ্ডপমুখো, তখনই অঝোর ধারায় বৃষ্টি। পণ্ড করেছিল পঞ্চমীর আমেজ। আশঙ্কার কালো মেঘ জমাট বেঁধেছিল বাঙালির মনে। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলি ছিল মনোরম। বর্ষাসুর বধে মণ্ডপে মণ্ডপে ষষ্ঠী থেকে দশমী চক্কর কেটেছে উৎসবপ্রিয় উত্তরবঙ্গ। কিন্তু কালীপুজোয় কি এমন সুদিন মিলবে? আকাশের মতিগতিতে সম্ভাবনা কম।

আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে ৩০ অক্টোবর থেকে টানা তিন-চারদিন বিক্ষিপ্তভাবে হলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া দপ্তরের তরফে সতর্কতা জারি করা না হলেও, পার্বত্য এলাকায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই বৃষ্টি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে। অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে যদি তুষারকণা আছড়ে পড়ে, বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী সপ্তাহে। কোথায় কতটা বৃষ্টি হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা কমবে।'

মেঘ-রোদের খেলা চলছিল সকাল থেকে। দুপুরের পর সূর্য ঢাকা পড়ে যায় মেঘের আড়ালে। ডানার প্রভাব কি তাহলে উত্তরবঙ্গেও পড়ছে? এখানেও কি ভারী বৃষ্টি হতে পারে? আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়? এমন নানা প্রশ্ন লক্ষ্মীবারে ঘুরপাক খেয়েছে মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত। বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হলেও অমঙ্গলের বাণ আসেনি কোথাও। শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উত্তরের আকাশ থেকে যে মেঘ টেনে নিয়েছিল সাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি, গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে বৃহস্পতিবার রিটার্ন গিফট হিসেবে সেই মেঘ ফিরিয়ে দিয়েছে বঙ্গোপসাগর। তার ফলেই ফের আকাশে ঘনঘটা।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস যা, তাতে বৃষ্টির হাত ধরে আগামী সপ্তাহ থেকে তাপমাত্রার পতন বা কিছুটা হলেও শীতের কাঁপন ধরতে পারে। বর্ষা বিদায় নিতেই একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটছে সিকিম পাহাড়ে। যার প্রভাবে দু'দফায় তুষারপাত ঘটেছে উত্তর সিকিমের থাংগু এবং পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু ও নাথু লাতে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি পেয়েছে উত্তরবঙ্গ। বর্ষা বিদায়ের পর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার আগমন নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে শক্তিশালী ঝঞ্ঝার প্রভাবে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে, তার প্রমাণ মিলেছে বারবার। কালীপুজোর সময় এমনই দুটি ঝঞ্ঝা সিকিম পাহাড়ে ধাক্কা মারতে পারে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। পরিস্থিতি যা, তাতে কালীপুজোর আগের দিন ৩০ অক্টোবর বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি পাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ। এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। এই সময়কালে পার্বত্য এলাকার দু'একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও টানা দু'তিনদিন বৃষ্টি হলে পারদ পতন অনেকটাই ঘটবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। এই বৃষ্টির হাত ধরেই উত্তরবঙ্গে শীতের প্রকোপ শুরু হয়ে যাবে বলে ধারণা তাঁদের।

এদিকে ডানার সরাসরি প্রভাব না পড়লেও, পরোক্ষ প্রভাবে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। বুধবার যেখানে সমতলের জেলাগুলির তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সেখানে এদিন তা নেমে যায় ৩০-এর নীচে। যেমন বুধবার দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা যেখানে ছিল ২৩.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেখানে এদিন তা কমে যায় ১৭.৮-এ। জলপাইগুড়িতে ৩৪.২ থেকে কমে দাঁড়ায় ২৯.২-এ। কোচবিহার ৩৩.৭ থেকে ২৮.৬-এ। মালদা ৩৩.১ থেকে ২৭.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

কর্মখালি

B.Tech/Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (M-109693)

ডাইরেক্ট জয়েন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ফ্যাক্টরির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/-+ (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। (M) :- 8653710700. (C/113032)

Required M.R. for North Bengal Zone. Interest persons send their CV to : ceo.ubiquepharma@gmail.com, 8617501527. (C/113034)

চাকরি খুঁজছেন বা বদলাতে চাইছেন ? বিনামূল্যে চাকরির গাইডেন্স পেতে এখুনি মিসড কল দিন : 8900282360. (C/113033)

দিনহাটায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ওয়ার্ড এবং ও.টি-তে কাজের জন্য অভিজ্ঞ সিস্টার প্রয়োজন। M-9832063896/ 8509953345. (D/S)

জলপাইগুড়ি শহরে ঔষধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী সত্বর। যোগাযোগ - 9002248132. (C/112825)

বিক্রয়

৩ কাঠা ১ ধূর, গুড়িয়াহাটি, ১ নং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নিকট, FCI Godown-এর পাশে, কোচবিহার। M : 9832719808, দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/113214)

Flats for Sale

Newly constructed flats for sale in Siliguri, Millanpally 1428 sqft 3rd floor, Ashrampara 1620 sqft 3rd floor. Contact 9434810732.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

বাবার মৃত্যুরহস্য সামনে এল পূজারিণীর। সুবিনয়কে সে শাস্তি দিতে চাইলে মহারাজ বাধা দেয়। **উড়ান- ১ ঘণ্টার মহাপর্ব- রাত ৮টায় স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান- ১ ঘণ্টার মহাপর্ব, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শেষ বিচার, বিকেল ৪.৪০ স্বামীর ঘর, সন্ধ্যা ৭.৫০ হিরো, রাত ১১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শত্রুর মোকাবিলা, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ গয়নার বাক্স
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আমি দিদি নাম্বার ১, বিকেল ৩.০০ তবু ভালোবাসি, ৫.৫৫ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৮.৩০ শতরূপা, রাত ১১.২০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের আঁচল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সেই রাত

প্রেমের কাহিনী সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

আমি দিদি নাম্বার ১ দুপুর ১২টায় **জি বাংলা সিনেমায়**

চন্দু চ্যাম্পিয়ন রাত ৮টায় **জি সিনেমায়**

গরুমারায় বনবাংলো বন্ধ, ধাক্কা পর্যটনে

সংস্কার চলছে বনবাংলোগুলিতে। গরুমারায়।

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : ভরা পর্যটন মরশুমে গরুমারার সবকটি বনবাংলো বন্ধ রয়েছে। বর্ষার তিন মাস জঙ্গলের পাশাপাশি বনবাংলোগুলি বন্ধ ছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গল খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই বনবাংলোগুলো খোলার কথা ছিল। কিন্তু বাংলোগুলির সংস্কারের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সেগুলি এখনও বন্ধ রয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন বনবাংলোয় থাকার সুযোগ হারাচ্ছেন পর্যটকরা, তেমনই ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও। দ্রুত এই বনবাংলোগুলি খুলে দেওয়ার দাবি উঠছে।

এ বিষয়ে অবশ্য ইতিবাচক আশ্বাস মিলেছে উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির তরফে। তিনি বলেন, 'বনবাংলোগুলো সংস্কারের পাশাপাশি হলং বনবাংলোর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও মাথায় রাখা হয়েছে। ঢেলে সাজানো হচ্ছে বাংলোগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। শীঘ্রই এই সমস্ত বনবাংলোগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে বর্তমানে কালীপুর, রাইনো ক্যাম্প, হর্নবিল, মৌচুকি, গাছবাড়ি, মূর্তি ও পানঝোরা এই সাতটি বনবাংলো রয়েছে। সবকটিতেই থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে পর্যটকদের জন্য। তবে সেগুলি বন্ধ থাকায় পর্যটকরা ডুয়ার্সের প্রতি উৎসাহ হারাচ্ছেন। ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'এতদিন পর্যন্ত একসঙ্গে সমস্ত বনবাংলোগুলো কোনওদিনই বন্ধ ছিল না। অবিলম্বে সেগুলো খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।'

ডুয়ার্সে পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বনবাংলোগুলি। জঙ্গলে ঘোরার পাশাপাশি, পর্যটকেরা রাত্রিযাপনের জন্য এই বনবাংলোগুলিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রতিবছর পুজোর সময় এবং পুজোর পর এই সময়টিতে এই বনবাংলোগুলিতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় থাকে। ভিড় এতটাই বেশি থাকে যে অনেকে অনেক চেষ্টার পরও এই বনবাংলোগুলোতে থাকার সুযোগ পান না।

তবে এবছর তার বিপরীতই বলা চলে। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, বাইরের বহু পর্যটক, বেসরকারি হোটেল বা রিসর্টে থাকার পাশাপাশি বনবাংলোতে থাকার আবদার করেন। সেখানেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বনবাংলোর বুকিং না পেয়ে ডুয়ার্সে ঘোরার পরিকল্পনাই বাতিল করে দিচ্ছেন পর্যটকরা। ফলে পর্যটক কমছে। লোকসান হচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। ময়নাগুড়ির ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীল বলেন, 'পুজোর মুখে বনবাংলোর বুকিং না পেয়ে অনেক পর্যটক ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেননি। অবিলম্বে এই বনবাংলোগুলো যাতে খোলা হয় সেই দাবি জানাচ্ছি।'

৩০টি অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশনের উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের যে কোনও জায়গার বন্যা পরিস্থিতি নজরে থাকবে বা আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা নিয়ে চা বাগানগুলিকে পরামর্শ দেওয়া। আবহাওয়ার ওপর নজর রাখার জন্য এবার উত্তরবঙ্গজুড়ে আবহাওয়া দপ্তর অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসানোর উদ্যোগ নিল। প্রথম ধাপে নতুন করে ৩০টি অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্কুল-কলেজ এবং চা বাগানগুলিতে দশটি অটোমেটিক স্টেশন বসানো হয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানালেন, ধাপে ধাপে আরও স্টেশন বসানোর কাজ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে।

সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া বিভাগের অধীনে ৭০টি বৃষ্টি পরিমাপকের ম্যানুয়াল স্টেশন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মালবাজারের মতো জায়গাগুলির প্রাপ্য বৃষ্টিপাত দেখে বন্যা পরিস্থিতির আঁচ করা হয়। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে পূর্বাভাসে বন্যা পরিস্থিতির সম্ভাবনা না থাকলেও অনেক নীচু এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। যেমন জিতি, চামুর্চি, কুমলাই, নিউ ডুয়ার্সের মতো চা বাগানগুলি। সেই এলাকাগুলিতে অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসানো হলে বৃষ্টির ঠিকঠাক হিসেব পাওয়া যাবে। বুধবার কুমলাই চা বাগানে অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসানো হয়েছে। অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসেছে বানারহাট হাইস্কুল, ধূপগুড়ির বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুল, শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজ, মাল কলেজে।

বৃষ্টি এবং রোদ, দুটোই চা গাছের জন্য দরকার। কিন্তু সেগুলির জন্য ওই নির্দিষ্ট বাগানে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস পেতে হবে। সেটা জানতে চা বাগানগুলিতে অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান গোপীনাথ রাহা। চা বাগানগুলিতে ৩০টি অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর পরের ধাপে মালদার গৌড় থেকে কোচবিহারের বিভিন্ন স্কুল এবং পঞ্চায়েত অফিসে আরও ৩২টি ওয়েদার স্টেশন বসানো হবে।

নিলাম নোটিশ

যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে ৪১তম ব্যাটালিয়ন এসএসবি রানিডাঙ্গা, পিন-৭৩৪০১২, জেলা- দার্জিলিংয়ে, নিম্নোক্ত তারিখ ও সময়ে অব্যবহারযোগ্য স্টোর্সের নিষ্পত্তির জন্য প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে, স্থানঃ ৪১তম ব্যাটালিয়ন এসএসবি ক্যাম্প রানিডাঙ্গা, ডাকঘর, সুশ্রুতনগর, জেলা- দার্জিলিং (পঃবঃ), তারিখ ও সময়- ৫/১১/২০২৪ ১০.০০ ঘটিকা। সকল দরদাতা/আগ্রহী ব্যক্তিগণকে অতএব নিলামে নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী নিলামের নিয়ম অনুসারে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। নিয়ম ও শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ এসএসবি ওয়েবসাইট https://ssb.gov.in কন্ট্রোল রুম নং 9435756308-এতে পাওয়া যাবে।

তরফে কমান্ডান্ট
৪১তম ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সীমাবল
রানিডাঙ্গা

GOODRICKE GROUP LIMITED

"Camellia House", 14, Gurusaday Road, Kolkata 700 019

TENDER NOTICE 2024 FOR SALE OF LOGS

Sealed tenders are invited from reputed timber merchants for clearing and purchase of shade tree logs from Group Gardens viz. **Danguajhar, Leesh River, Meenglas, Aibheel, Chulsa, Jiti, Gandrapara, Lakhipara** and **Kumargram**, after obtaining requisite Government approvals. The terms and conditions can be downloaded from our website viz., **www.goodricke.com** or collected from the Group Gardens as listed above. Interested Timber merchants are advised to download / collect the Tender Document and to visit the concerned Garden after prior appointment with respective Garden Managers. Physical inspection and assessment of the standing trees in the specified area is to be done prior to submitting the tender. The tender should be addressed to concerned Garden Manager only and should be sent in sealed cover, super scribing the words **"Tender for Clearing and Purchase of Shade Trees / 2024"** to the concerned Garden.

Tenders, in due compliance to the terms and conditions, will be acceptable upto **3.00 p.m.** on **05.11.2024** by registered post, courier or by hand delivery at the respective gardens and will be opened at the **Advisor's Office, Aibheel TE** on **07.11.2024** at **10.00 a.m.** in presence of the registered timber merchants or their authorized representatives.

Dated : **25th October 2024**

গুডস শেডে একটি ক্যান্টিনের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনা

টেন্ডার সংখ্যা. সি-ক্যান্টিন-এনজেপি-গুডস-২৪-৪ তারিখঃ ২২-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুডস শেডে ৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে একটি ক্যান্টিনের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার হেতু লাইসেন্স আবন্টনের জন্যে টেন্ডার। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৪৩,০০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৫,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২২-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের প্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Principal Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

Expression of Interest (EOI) is invited for Mess Services for Boys Hostel of MJNMCH (College side) vide Memo No.: MJNMC/Prin/1861/2024, Dated: 23/10/2024. Details may be available from the following sites: **www.wbhealth.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
MJNMCH,
Coochbehar

Tender

'NIT No. 01/2024-2025'

Sealed Tender are hereby invited by the undersigned from bonafide, experienced, reputed & resourceful Contractor for the following works.
a) Name of the work: Construction of Broiler Rearing Shed by repair of Old Dalimpur Godown one Room, under W.B.C.A.D.C. Falakata Project, Dist- Alipurduar
b) Tender value of the work : Rs. 216167.00
c) Last date for downloading & submission : 18/11/2024.
For details visit the website: www.wbtenders.gov.in

Office-in-Charge
WBCADC, Falakata Project

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন-বাণিজ্যিক, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩০। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ :** সিনি. ডিসিএম/এসডিএএইচ। **নিলাম শুরু হবে (সকল লটের) :** ১২.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ১২.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল :** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ-এর মেয়াদ :** ৩০ মিনিট। **ক্রমানুযায়িক লট বন্ধের অন্তর্বর্তী সময় :** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি :** ১০ বার। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি :** স্বয়ংক্রিয়। **আরপি প্রদর্শিত হবে** - না, **আরপি-র চেয়ে কম দর অনুমোদিত** - হাঁ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচের পার্সেল স্পেস (একক কামরা) [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত -এর জন্য] এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস [এসইকিউ. নং. এবি/১-এর জন্য]। **এসইকিউ. নং., লট নং /বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা /দিন, লট বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নোক্ত মতো হবে : এএ/১, ১৩১৪৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ- আরডিপি-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৮, ১২.১১.২০২৪, সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। এএ/২, ১৩১৪৩-এসএলআর -আর১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১২.১১.২০২৪, সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে। এএ/৩, ১৩১৪৩-এসএলআর-এফ১ - এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১২.১১.২০২৪, সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে। এএ/৪, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১২.১১.২০২৪, দুপুর ১২টা। [illegible]

ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) : ০.২ [প্রতি ক্ষেত্রে]। **লট স্ট্যাটাস** : খসড়া তালিকাতে নতুন [প্রতি ক্ষেত্রে]। SDAH-210/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Now Showing at BISWADEEP

TEKKA

(Bengali)
*ing : Dev, Rukmini

Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

Observer details and visiting hours in connection with General/Bye Election-2024 to 06-Sitai (SC) AC

Sl. No.	Observer Name	Designation	Mobile No.	Visiting Hours	Venue
1	Mr. Surendra Kumar Meena	General Observer	9091502115	16:00 PM to 18:00 PM	Circuit House Conference Hall, Cooch Behar
2	Mr. Yogesh Kumar S Gupta	Police Observer	9134813105		
3	Mr. T. Dinesh	Expenditure Observer	8345989246		

Sd/- Returning Officer
06-Sitai (SC) AC, Cooch Behar

মাননীয় সাধারণ পর্যবেক্ষকের বিবরণ-১৪-মাদারিহাট (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্র

জেলা	ডি.ই.ও এর নাম	ডি.ই.ও এর মোবাইল নম্বর	পর্যবেক্ষক এর বিবরণ	হোয়াটসঅ্যাপ	মোবাইল নম্বর	ইমেইল আইডি	সাক্ষাৎকারের স্থান	সাক্ষাৎকারের সময়
আলিপুরদুয়ার	শ্রীমতী আর. বিমলা (আই.এ.এস)	৯০৪৬১৭৬৯০০	সাধারণ পর্যবেক্ষক, শ্রী প্রসন্ন ভেঙ্কটেশ ভি (আই.এ.এস)	৭৩১৯৫৯৬৮৯১	৭৩১৯৫৯৬৮৯১	observergenapd24byeelection@gmail.com	'জয়ন্তী স্যুট' সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার	১০.৩০ থেকে ১১.৩০ (সকাল)

যে কোনও নির্বাচনি অভিযোগের জন্য Cvigil অ্যাপ বা হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০ ব্যবহার করুন।

Memo No :- 29(2)dico/bye elc/apd
Date :- 24/10/2024

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন ব্যবসা নিয়ে সমস্যা। বন্ধুমহলে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। বৃষ : বাড়ি সংস্কারে নেমে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন কোনও কাজে যুক্ত হতে পারেন। মিথুন : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। ছেলের চাকরি পাওয়ার সংবাদে নিশ্চিন্ত হবেন। সিংহ : লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। রাজনীতি থেকে সমস্যা। কন্যা : বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও জটিল সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। তুলা : নিজের চেষ্টায় অফিসের জটিলতা দূর করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। বৃশ্চিক : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় সাফল্য। পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দে কাটবে। ধনু : অফিসে কোনও কারণে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। মকর : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় মানসিক স্বস্তি। কুম্ভ : রাজনীতির কোনও কর্তাব্যক্তির সহায়তা পেয়ে খুশি। কোমরের ব্যথায় কাবু হতে পারেন। মীন : সংসারে নতুন সদস্য আসায় আনন্দ। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আত্মীয় সমাগম।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৮ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৩ কার্তিক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪, ৮ কাতি, সংবৎ ৮ কার্তিক, বদি, ২১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।২। শুক্রবার, অষ্টমী প্রাতঃ ৬।৭। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ১২।২১। সাধ্যযোগ দিবা ১০।৪৩। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৬।৭ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।২২ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।২১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, প্রাতঃ ৬।৭ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৩২ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১১ গতে ৯। ৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, প্রাতঃ ৬।৭ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২। ২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২। ৩৮ মধ্যে ও ৩। ২৩ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১। ৪৭ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫। ৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নবান্নে রাতে নজরদারি মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : 'ডানা' ওডিশায় আছড়ে পড়লেও এর পরোক্ষ প্রভাব এই রাজ্যেও পড়বে, আশঙ্কা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই প্রশাসনকে সক্রিয় রাখতে নবান্নেই রাত জাগবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে শুক্রবার ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে তাঁর নেতৃত্বে গতি আসে।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে ওডিশার ভিতরকণিকা থেকে ধামরা পোর্টের মাঝামাঝি এলাকায় 'ডানা'র ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ক্ষয়ক্ষতি এইসময়েই বেশি হওয়ার আশঙ্কা। এদিন বিকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বলেন, 'ওডিশায় ল্যান্ডফল হবে বলে এই রাজ্যে কোনও ক্ষতি হবে না বলে অনেকে বলছেন। কিন্তু আমি বলছি, প্রভাব পড়বে। তাই আমাদেরও এখানে সাবধানে থাকতে হবে। সবচেয়ে দামি জীবন। তাই আমি ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী রাতে নবান্নে থাকব। আমি দু-একবার কন্ট্রোল রুমে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব। বাকি সময় আমার চেম্বারে বসে নজরদারি চালাব। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ঘর থেকেই কাজ করবেন। শুক্রবার সকালেই মুখ্যসচিব নবান্নে এসে জেলাগুলি থেকে রিপোর্ট নেবেন।'

এদিন রাত ৮টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী কন্ট্রোলরুমে যান। সেখানে অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি জেলার রিপোর্টগুলোও খতিয়ে দেখেন।

যদিও মমতার রাত জাগাকে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি মহিষাদলে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর রাত জাগা আসলে নাটক। একদল পেটোয়া সাংবাদিক আর তোষামুদেদের নিয়ে উনি নবান্নে থেকে দেখাতে চাইছেন, উনি কত জনদরদি। আরজি কর ক্ষত মেরামত করতে চাইছেন। এটা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাজ। খোঁজখবর বাড়িতে বসেও নেওয়া যায়। তার জন্য নবান্নে রাত জাগার দরকার হয় না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত রেখেছি। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ার পরই ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার কাজ শুরু হবে। জেলাগুলি থেকে প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট আমরা চেয়ে পাঠাচ্ছি।' এরপরই ডিভিসির ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'কয়েকদিন আগেই ডিভিসির অতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আবার বুধবার তারা ২৪ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলেই ওরা জল ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ ওরা জলাধারগুলি ড্রেজিং করছে না।' এদিন নবান্নের তরফে হেল্পলাইন নম্বরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। লালবাজারের ইউনিফায়েড কমান্ড সেন্টারে যোগাযোগ করা যাবে ৯৪৩২৬১০৪৫৫, ৯৪৩২৬১০৪৫৬ নম্বরে।

ত্রাণশিবিরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ

'ডানা'য় কাঁটা

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতায়।। *বৃহস্পতিবার কলকাতার বাবুঘাটের একটি দৃশ্য। ছবি : আবির চৌধুরী*

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মুখ ভার দক্ষিণবঙ্গের আকাশের। রাত গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হয়েছে বৃষ্টির দাপট ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। সুন্দরবন থেকে শুরু করে বহু জায়গাতেই নদীবাঁধের দুর্বল জায়গা দিয়ে হুহু করে জল ঢুকতে শুরু করে। এদিন সন্ধ্যা নামার আগেই রাজ্য প্রশাসন ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করেছে। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও পুলিশকর্মীদের। সমস্ত জায়গাতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ফেরি চলাচল।

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় এদিন রাত ৮টা থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল। হাওড়া শাখাতেও শুক্রবার ভোররাত থেকে বাতিল করা হয় বহু ট্রেন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে ওডিশার ভিতরকণিকা থেকে ধামরা পোর্টের মাঝামাঝি জায়গায় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা 'ডানা'-র। ওইসময় গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার হতে পারে।

ঝড়ে বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী থেকে জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাদের বিভিন্ন জেলায় পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। 'ডানা'-র যেখানে আছড়ে পড়ার কথা, সেই জায়গা থেকে দিঘার দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাই দিঘা সংলগ্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

বুধবার দুপুর থেকেই দিঘা, শংকরপুর, মন্দারমণি, তাজপুর, উদয়পুর প্রভৃতি জায়গার সমস্ত হোটেল থেকে পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলের লোকেরাই রয়েছেন সেখানে। একই অবস্থা বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা, রায়দিঘি প্রভৃতি এলাকাতেও। এই সমস্ত এলাকার নীচু জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। নাগাড়ে চলছে মাইকে প্রচার। বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে যাতে বিপর্যয় না ঘটে, তার জন্য আগেভাগেই বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা হয়েছে।

সাগরদ্বীপের কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকার অবস্থাও উদ্বেগজনক। সমুদ্রপাড় থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা ভেঙেছে এখানে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই এখানে ২ থেকে ৩ মিটার জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে। একই অবস্থা দিঘারও। এখানেও পাড় টপকে জল উপচে পড়ছে বাঁধের ওপরের রাস্তায়। 'ডানা' স্থলভাগের দিকে যত এগিয়ে এসেছে, ততই বেড়েছে তার দাপট। সঙ্গে বৃষ্টি। 'ডানা'র প্রভাবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে সকাল থেকেই যানবাহন চলাচল অত্যন্ত কম ছিল। বিশেষ করে কলকাতায় অন্যদিনের তুলনায় রাস্তাঘাট ছিল অনেকটাই ফাঁকা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ভোররাতে 'ডানা' আছড়ে পড়লেও তার প্রভাব থাকবে দীর্ঘক্ষণ। ফলে শুক্রবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

ত্রাণ লুঠের শঙ্কা শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : বিপর্যয়ের আগেই ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র জেরে ত্রাণ লুঠের আশঙ্কা করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের ওপর ভরসা না রেখে দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঝাঁপাতে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। যদিও নির্দেশের আগেই নিজের জেলায় এই কাজে নেমে পড়েছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই নির্দেশের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, 'এটা জনপ্রতিনিধিদের আবশ্যকীয় কাজ। নতুন করে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা সাধ্যমতো এর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছি। তবে এর মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ত্রাণ ও পুনর্বাসনে রাজ্যের ভূমিকাই প্রধান। যদিও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এই কাজে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে আমাদের সংশয় আছে।'

রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আসন্ন দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে বুধবারই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল সহ পূর্ব মেদিনীপুরের বেশকিছু এলাকায় ত্রাণশিবির খুলে ফেলেছেন তিনি। বুধবার রাতে নন্দীগ্রামে নিজের বিধানসভা এলাকায় ত্রাণশিবির পরিদর্শন করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু।

তাঁর অভিযোগ, 'সরকারি নির্দেশে উপকূলীয় এলাকা থেকে মানুষদের সরিয়ে নিয়ে এসে স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। কিন্তু সেখানে না আছে খাদ্য, না আছে পানীয়। মুখ্যমন্ত্রী তাকিয়ে আছেন আমপানের মতো মোদি কখন টাকা পাঠাবে, আর সেই টাকা লুঠ করবে তৃণমূল।' কাঁথি দক্ষিণের বিধায়ক অরূপ দাস এদিন রামনগর এলাকার শিবির পরিদর্শন করে বলেন, 'দিঘা থেকে খেজুরি মোট ১৬টি ত্রাণশিবির এখনও পর্যন্ত খোলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা পেলে ভালো, না হলে আমরা দলীয় উদ্যোগে মানুষকে ত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করব।' অভিযোগ ডানার মোকাবিলায় পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়া বাকি জেলায় দলীয় উদ্যোগ এখনও সেভাবে নেই। সেই অভিযোগের মোকাবিলা করতে এদিন উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে রাজ্যের ১৩ জেলার জন্য বিশেষ কল সেন্টার খোলা হয়েছে।

LIC — भारतीय जीवन बीमा निगम / LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
JALPAIGURI DIVISIONAL OFFICE
'Jeevan Prakash', Shantipara, Jalpaiguri, Pin-735101
Tel.: (03561) 255442, E-mail: os.jalpaiguri@licindia.com

Wanted Office Premises on Lease for LIC OF INDIA; Malda BO-II

LIC of India intends to hire office premises from the individual/firms on lease basis admeasuring **5,000 sq.ft. Carpet area (approximately ±5% variation in area is acceptable)** which are in ready to occupy condition preferably on Ground, First floor, 2nd floor or any other floor with lift facility for Branch Office – Malda - 2, Dist. - Malda. The preferred location of the premises shall be within a radius of 5 km. (approximately) from Railway Station/Bus Stand. For complete details and bid documents please log on to **www.licindia.in** and go to **"Tenders"** and click on the link **"Advertisement for Requirement of office premises at Malda for Malda Branch-II, Dist. Malda, West Bengal on lease basis"**. LIC of India reserves the right to accept or reject any or all offers in full/part without assigning any reasons whatsoever.

Divisional Manager (I/C)

আগেই হাজির কান্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : কাঁধে লাল গামছা। পরনে সাদা পাঞ্জাবি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও মনের জোর প্রবল। কথায় আছে, 'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'। এই বচন আবার সত্য প্রমাণিত করে ঝড়ের আগেই বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের মানুষের পাশে পৌঁছে গেলেন সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। হাঁটাচলার ক্ষমতা কমেছে তাঁর। সহযোদ্ধার হাতে ভর রেখেই সুন্দরবনের উপকূল এলাকার রায়দিঘিতে ঘুরলেন তিনি। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ করা হয়েছে খতিয়ে দেখলেন কান্তি। নদীবাঁধ এলাকাও পরিদর্শন করলেন এবং হ্যান্ডমাইক নিয়ে স্থানীয়দের সতর্কও করলেন।

রায়দিঘি নদীর কোলে তাঁর বাড়ি। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁর চেনা। কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় সেই অভ্যাস আছে তাঁর। আয়লা, আমফান, যশ, রেমালের মতো ঘূর্ণিঝড়ের মুখে সুন্দরবনের মানুষের পাশে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এবারও অন্যথা হয়নি। সকাল থেকেই চলছে হাওয়ার দাপট। ঝড় মোকাবিলায় কী পরিস্থিতি রয়েছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেন তিনি। সঙ্গে চার-পাঁচজন দলীয় নেতা। তাঁদের কাঁধে ভর করেই রায়দিঘির কুমোরপাড়া এলাকা ও মুনি, সুবর্ণক, নোয়াভাঙা নদীপাড়ের বাঁধ পরিদর্শন করেন কান্তি। বললেন, 'জোয়ারের সময় পুবের হাওয়া থাকলেই বাড়বে বিপদ। নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুবের হাওয়ার জন্যই সুন্দরবনে বিপদ আসে। সকাল থেকেই অনেকগুলি নদীর পাড়ে ঘুরেছি।' প্রতিবার দুর্যোগের সময় বাড়ির কাছের স্কুলে বহু মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন তিনি। কলকাতা থেকে ত্রাণসামগ্রীও আনান। এবারেও সেই ব্যবস্থা রয়েছে।

তিনি বললেন,' আমার বাড়ির কাছে স্কুলে সকাল থেকেই আশ্রয় নেওয়া শুরু হয়েছে। প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' কিছু এলাকায় নিজে যেতে না পারলেও প্রতি মুহূর্তের খবর রাখছেন বৃদ্ধ কান্তি। তাঁর মন্তব্য, 'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, সাগরদ্বীপ, ঘোড়ামারা, নামখানা, মৌসুনি দ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, ঠাকুরন নদীর ওখানে দুর্যোগের প্রভাব বেশি হতে পারে।'

LIC — भारतीय जीवन बीमा निगम / LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
OS Deptt. Jalpaiguri Divisional Office
Jeevan Prakash, Santipara, Jalpaiguri,
E-mail : os.jalpaiguri@licindia.com,
Tel. : (03561) 255442, PIN - 735101

TENDER NOTICE

Inviting Tender for Catering and Hostel Maintenance service at STC, Jalpaiguri Division

LIC of India, Jalpaiguri Divisional Office invites physical bids from eligible bidders for **Catering and Hostel Maintenance Service at STC, Jalpaiguri Division** under TWO-BID system. The last date of submission of bid **18.11.2024 up to 15.00 hrs.**

For further details please log on to **www.licindia.in/tenders** or contact OS Deptt. at above address during working hours.

LIC of India reserves the right to accept or reject any or all offers in full / part without assigning any reason whatsoever.

Note: Any addendum/corrigendum/ sale date extension in respect of above tender shall be issued on **website: https//www.licindia.in** only and no separate notification / corrigendum shall be issued in the press. Bidders are therefore requested to regularly visit our website to keep themselves updated.

Dated: 25.10.2024 **Divisional Manager (I/C)**

তদন্তে আরও নাম

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের নাম উঠে এল সিবিআইয়ের হাতে। আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত আশিস পান্ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ফলে ধর্ষণ এবং খুনেও আশিসের যোগসূত্র নিয়ে তদন্তকারীদের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। আশিসের ফোনের কলরেকর্ড ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখছেন সিবিআই আধিকারিকরা। সেখান থেকেই বেশ কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। খুন ও ধর্ষণে এদের কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা আপাতত খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

৯ অগাস্ট আরজি করের ঘটনার দিন তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে কথা হয়েছিল আশিসের। তাই তদন্তকারীদের অনুমান, ধর্ষণ ও খুনেও যোগ থাকতে পারে আশিসের। ওইদিন সন্দীপের সঙ্গে আশিসের ঠিক কী কথা হয়, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। সেইসঙ্গে উঠে আসা নামগুলির ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা এস কে আমেল হক - কে

11.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99H 24418 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যখন আমি শুনলাম ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। এটি একজন সাধারণ মানুষের কাছে খুবই সুন্দর সুযোগ তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য। আমি এই সুন্দর মুহূর্তটি উপভোগ করতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে হুমকি

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : দাবি মতো বেতন বৃদ্ধি না হলে জানুয়ারি মাস থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিল 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'। এই দাবি নিয়ে তারা বিকাশ ভবনে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতির

অভিযোগ, বর্তমানে স্কুলের পঠনপাঠন, পরীক্ষার খাতা দেখা বা স্কুল পরিচালনাই শুধু নয়, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজও করতে হচ্ছে প্রধান শিক্ষকদের। কিন্তু এই জন্য তাঁরা অতিরিক্ত কোনও অর্থ পাচ্ছেন না।

তাঁর বক্তব্য, কাজের এত চাপ থাকে যে, পুজোর ছুটিতেও তাঁরা কাজ করতে বাধ্য হন। এজন্য বহুবার বেতন বৃদ্ধির দাবি করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি।

প্রতিবাদে শিক্ষা দপ্তরে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দেন। এই বছরের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে জানুয়ারি থেকেই বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মৎস্য শিকার।। জলপাইগুড়ির করলা নদীতে ছবিটি তুলেছেন হরেকৃষ্ণ সাহা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেডিকেলে বসল সিসিটিভি ক্যামেরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। কিন্তু কোথায় কোথায় ক্যামেরা বসানো প্রয়োজন, কোথায় নিরাপত্তায় বেশি খামতি রয়েছে, সেসব বিবেচনা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, শুধু কলেজ ও হাসপাতালের চারিদিকের রাস্তায় নজরদারির জন্য ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। অথচ সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ওয়ার্ডগুলিতে। বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগের প্রচুর ফাঁকফোকর রয়েছে, যেখানে কোনও নজরদারির ব্যবস্থা নেই। সেই জায়গাগুলিতে ক্যামেরা বসানো প্রয়োজন।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, '২০২২ সালে এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য একটা ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে পাঠানো হয়েছিল। সেটার বরাদ্দ কিছুদিন আগে এসেছে। ফলে সেই সময়কার পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যামেরা বসছে। আবার আরজি করের ঘটনার পরে পাঁচ লক্ষ টাকা এসেছে। সেই টাকায় কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসছে। এর পরেও যে জায়গাগুলিতে আরও ক্যামেরা বসানো প্রয়োজন হবে সেইমতো আমরা প্রস্তাব পাঠাব। টাকা এলে ফের ক্যামেরা বসানো হবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে চিকিৎসকদের আন্দোলন বহুদিন ধরে চলছে। এর আগেও জুনিয়ার ডাক্তাররা নিরাপত্তার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন। সেই সময় নিরাপত্তা বাড়াতে বেশ কয়েকটি ড্রপগেট বসানো হয়। কিছু সিসিটিভি ক্যামেরাও বসেছিল। কিন্তু অবৈধ বাজার আজও রমরমিয়ে চলছে, বরং বাজারে ব্যবসায়ীদের পসার আরও বাড়ছে। মনোরোগ বিভাগের বাইরের ফাঁকা জায়গায় নতুন করে বাজার তৈরি হয়েছে। সেখানে কিছুদিন ধরে অলিখিত টোটোস্ট্যান্ডও তৈরি হয়েছে।

আরজি করের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসকরা আমরণ অনশন সহ ১০ অগাস্ট থেকে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। তার পরেই রাজ্যের অন্যান্য মেডিকেলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর হয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এখানে প্রায় ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। পাশাপাশি পাঁচটি হাইমাস্ট বসানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

তবে বৃহস্পতিবার দেখা গেল, মেডিকেলে ঢোকার মূল গেট থেকে শুরু করে পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে ডেন্টাল কলেজ পর্যন্ত রাস্তায় এক-একটি জায়গায় একাধিক ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আবার ২ নম্বর গেট দিয়ে মেডিকেলে ঢুকে ডান দিকে নার্সিং কলেজের রাস্তাতেও বেশ কয়েকটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ক্যামেরা বসেছে ময়নাতদন্ত বিভাগে যাওয়ার পুরোনো রাস্তাতেও। কিন্তু অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, সুপারস্পেশালিটি ব্লক সহ প্রতিটি ওয়ার্ডকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে। হাসপাতাল প্রশাসনের কেউ কেউ বলছেন, পুলিশ ফাঁড়ির সামনের রাস্তায় তো পুলিশেরই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। সেই রাস্তায় ফের ক্যামেরা বসিয়ে লোক দেখানোর প্রয়োজন কী? বরং ওয়ার্ডগুলিকে কেন্দ্র করে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা প্রয়োজন। কেননা আরজি করের ঘটনাও কিন্তু ওয়ার্ডের ভিতরেই হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১০৪ একর জায়গা নিয়ে তৈরি। এখানে প্রচুর জায়গা রয়েছে যেগুলি দিয়ে চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীরা যাতায়াত করেন, অথচ কোনও নজরদারি নেই।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বসানো হয়েছে সিসিটিভি। - সূত্রধর

বাদ আসল জায়গা

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রায় ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে সিসিটিভি বসানো হচ্ছে
- মেডিকেলের মূল গেট থেকে পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে ডেন্টাল কলেজ পর্যন্ত একাধিক ক্যামেরা বসেছে
- অভিযোগ, প্রতিটি ওয়ার্ডকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার পরিকল্পনা হয়নি

দপ্তর হস্তান্তরের লক্ষ্যে কমিটি গঠন জিটিএ'র

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : চুক্তি অনুযায়ী রাজ্যের ৫৯টি দপ্তর পুরোপুরিভাবে নিজেদের জিম্মায় নিতে নতুন কমিটি গড়ল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। জিটিএ'র শাসক এবং বিরোধী সভাসদদের নিয়ে ওই কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই কমিটির মাধ্যমেই দপ্তর হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে।

বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের ভানু ভবনে জিটিএ'র সভা হয়। যেখানে বিরোধী সভাসদরাও ছিলেন। পাহাড়ের চা বাগান সমস্যা, তিস্তা বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। জিটিএ'র সীমিত ক্ষমতা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে মূল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আলোচনা থেকে সেই বিষয়টি উঠে আসে। এরপর দপ্তর হস্তান্তরের দাবি জোরালো হয়। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখেন। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

> দপ্তরগুলি হস্তান্তর না হওয়ায় আদতে কোনও ক্ষমতা থাকছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তর সমস্যা রয়েছে। জিটিএ-কে দপ্তরগুলি হস্তান্তর করা হলে কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে।
>
> -অজয় এডওয়ার্ড

বিরোধী দল হামরো পার্টির সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড বলেন, 'প্রয়োজনে কমিটির তরফে কলকাতায় গিয়ে ক্যাম্প করে দপ্তরগুলি হস্তান্তরের জন্যে আওয়াজ তোলা হবে।'

পাহাড়ের চা বাগান সমস্যা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু ওই দপ্তর জিটিএ-কে হস্তান্তর করার কথা থাকলেও তা হয়নি। জিটিএ'র চেয়ারম্যান অঞ্জুল চৌহান বলেন, 'রাজ্য সরকার আমাদের টাকা দেয়। কিছু খাতে টাকা কম দিচ্ছে। সেই বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে। রাজ্য যাতে বকেয়া টাকা দেয়, সেই প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

সংঘর্ষের পর বাউরিগছ গ্রামে পুলিশি টহল। বৃহস্পতিবার।

দু'পক্ষের সংঘর্ষে জখম ১০

ইমাম নিয়োগ ঘিরে ঝামেলা

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ অক্টোবর : চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাউরিগছ এলাকায় বৃহস্পতিবার ইমাম নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। এমনকি গুলি চলেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় উভয়পক্ষের কয়েকজন জখম হয়েছেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উত্তেজনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছান চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এই মসজিদে নতুন ইমাম নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিন সকালে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়, পরে সংঘর্ষ বাধে। এমনকি পরস্পরের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে দুই পক্ষের বিরুদ্ধে। লাঠি দিয়ে মারধর এবং পাথর ছোড়ার ফলে উভয়পক্ষের ১০ জন জখম হন। সাতজনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদের এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা চলে।

এলাকার বাসিন্দা তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান এদিন গ্রামে গিয়ে দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' এদিকে গুলি চলেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেছে পুলিশ। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'পক্ষের তরফে চোপড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় টহলদারি চলছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনও খবর নেই।

সংঘর্ষের ব্যাপারে ইমামের বিপক্ষে থাকা রহমান আলি বলেন, 'এদিন ইমামের পক্ষের লোকজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমাদের পাঁচজন জখম হন। আমি নিজেও পাথরের আঘাতে জখম হই।' অন্যদিকে যাঁকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত, সেই ইমাম আইনুদ্দিনের দাবি, 'তেমন কোনও ব্যাপার নয়। পুরোনো বিবাদ ঘিরেই সংঘর্ষ হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কয়েকবছর ধরে মামলা চলছে। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। রাজি না হওয়ায় এদিন পরিকল্পিতভাবে আমার পরিবারের লোকজনের ওপর হামলা চালানো হয়।' তিনি জানান, ঘটনায় তাঁদের পাঁচজন জখম হয়েছেন।

চা পর্ষদে দরবার ক্ষুদ্র চাষিদের

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে এবার চায়ের উৎপাদন অনেকটাই কম। তার উপর ভারতীয় চা পর্ষদ এবছর কাঁচা চা পাতা তোলার সময়সীমা ১৫ দিন এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করেছে। পাশাপাশি রয়েছে নেপালের কাঁচা চা পাতার অনুপ্রবেশ। সব মিলিয়ে সমস্যার মুখোমুখি উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। পরিস্থিতি জানিয়ে এবং বেশ কিছু প্রস্তাব নিয়ে বৃহস্পতিবার চা পর্ষদের উত্তরবঙ্গের ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ক্ষুদ্র চা চাষিরা এদিন নিজেদের দাবি তুলে ধরেন। চা পর্ষদের ডেপুটি ডিরেক্টর সুবীর হাজরা দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

পাতা তোলার মেয়াদ বাড়ানোর দাবি

উত্তরবঙ্গে ৫০ হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। এবার আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে এখানে চায়ের উৎপাদন ভীষণভাবে মার খেয়েছে। ফার্স্ট ফ্লাশের চা বিশ্বের বাজারে সবচেয়ে বেশি দাম পায়। অথচ তীব্র রোদ আর গরমে চা গাছের পাতা ঝলসে যাওয়ায় এবার এই চায়ের উৎপাদন সেভাবে করা সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে এবার পাহাড়, সমতলে চায়ের উৎপাদন অনেকটাই কম হয়েছে। চাষিদের বক্তব্য, প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত গাছ থেকে পাতা তুলে চা তৈরি করে রপ্তানি করা যায়। কিন্তু এবার চা পর্ষদ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সেই সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এর পিছনে কী যুক্তি রয়েছে, সেটাও চা পর্ষদ খোলাসা করেনি।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রজত রায়কার্জি বলেন, 'এমনিতেই উৎপাদন কম, তার ওপর আচমকা চা পর্ষদ পাতা তোলার সময় ১৫ দিন কমিয়ে দিয়েছে। আমরা চা পর্ষদকে বলেছি, সময়সীমা অন্যবারের মতো এবারও ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হোক।'

তাঁর কথায়, 'নেপাল থেকে প্রতিদিন চোরাপথে কাঁচা চা পাতা শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় ঢুকছে। সেই চা এখানকার চা পাতার সঙ্গে মিলে কারখানায় যাচ্ছে। নেপালের বেশিরভাগ চা কোনও নিয়ম মেনে উৎপাদিত হয় না। ফলে এটা ভারতীয় চায়ের মানকে নষ্ট করছে। এসব বন্ধ করতে চা পর্ষদের নজরদারি প্রয়োজন।' সেই সঙ্গে চা গাছে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ করতে চা পর্ষদের তরফে আরও সচেতনতা শিবির করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

হাতিয়াডাঙ্গায় নির্মীয়মাণ রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। - সংবাদচিত্র

রাস্তার মান নিয়ে ক্ষোভ হাতিয়াডাঙ্গায়

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : সপ্তাহখানেক আগে শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কার। কাজ শেষের আগেই উঠতে শুরু করেছে রাস্তার পিচের চাদর। সেই কারণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিক্ষোভ দেখালেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দারা। সংস্কার হওয়া রাস্তার একাংশ খুঁড়ে এদিন প্রতিবাদ জানান অনেকে। তবে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্ণধার শুভঙ্কর দত্ত'র বক্তব্য, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাস্তার কিছুটা জায়গায় পিচের ঢালাই হয়। বুধবার রাতে ওই রাস্তায় ইটবোঝাই লরি ঢুকে যায়। পর্যাপ্ত বিরাম না পাওয়ায় রাস্তার কিছুটা অংশে ক্ষতি হয়েছে। দ্রুত তা মেরামত করে দেওয়া হবে।'

পথশ্রী প্রকল্পে ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে হরেন মোড় পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো মিটার দীর্ঘ একটি রাস্তার সংস্কার চলছে। কাজের তত্ত্বাবধানে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদ কি তাহলে কাজের দেখভাল করছে না, ঘটনার পর এই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এদিন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায় বলেন, 'আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। শিডিউল অনুযায়ী কাজ হচ্ছে।'

দীর্ঘদিন থেকে হাতিয়াডাঙ্গার ওই রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে ধুঁকছিল। কয়েকমাস আগে পথশ্রীর মাধ্যমে তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। মাঝে বৃষ্টি ও দুর্গাপুজোর জন্য কাজ শুরু হতে দেরি হয়। সপ্তাহখানেক আগে সংস্কার শুরু হয়েছে। আর তারপরই নিম্নমানের কাজের অভিযোগে সরব হয়েছেন বাসিন্দাদের একাংশ। অন্যদিকে ঠিকাদার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বাকি থাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার কাজ কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করা হবে।

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ পুলিশের

কাটমানি ফেরত কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রধান

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ অক্টোবর : কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাটমানি ও তোলাবাজি নিয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট জমা পড়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেরার আব্দুল হকের স্ত্রী তথা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নুরি বেগম এবং তাঁর পরিজন সহ তোলাবাজির মামলায় অভিযুক্ত। পাশাপাশি তদন্ত চলছে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

এদিকে, পুলিশের রিপোর্টে নুরির অভিযুক্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ইসলামপুরের বিডিও দ্বীপান্বিতা বর্মন। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, গণস্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগের ভিত্তিতে নুরি সহ তাঁর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা রুজু হয়েছে। এমতাবস্থায় নুরির বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখাবে, নাকি গড়িমসি করবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'তদন্তে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া কার্যত কঠিন।'

> আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। আমি মাথানত করব না। লড়াই চালিয়ে যাব। কাটমানি ফেরত বা তোলাবাজি কাণ্ডে আমি যুক্ত নই। আমি শুধুমাত্র অফিসে ছিলাম। কে বা কারা সেদিন টাকা ফিরিয়েছে আমার জানা নেই।
>
> -নুরি বেগম *প্রধান কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত*

বৃহস্পতিবার বিডিও বলেন, 'আমি পুলিশের কাছে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছিলাম। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়েছি। প্রধান এবং তাঁর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে বলে পুলিশ উল্লেখ করেছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়েছে। আলাদা করে কেউ এফআইআর করেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঘাটনার ওপর নজর রেখেছি।' প্রধানের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবেন? দ্বীপান্বিতার জবাব, 'পুলিশ তদন্ত করছে। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে পুলিশ যা পদক্ষেপ নেওয়ার নেবে।'

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পুলিশি নিরাপত্তায় প্রায় ২০০ জনকে ২১ লক্ষ টাকার কাটমানি ফেরানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সময় তুমুল হইচই পড়ে যায়। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েন প্রশাসনের কর্তারা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ব্লক প্রশাসন নুরির কাছে জবাবদিহি চায়। যার উত্তর নুরি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

এরপর পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব চায় প্রশাসন। উল্লেখ্য, 'পুলিশের কথায় কাটমানি ফেরানোর দিন পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলাম' বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন নুরি। পরে পুলিশ সুপার সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন। ইসলামপুর তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব দুর্নীতির অভিযোগে এসব ঘটনার আগেই নুরিকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল। দুর্গাপুজোর পর কাটমানি ফেরতের দাবিতে নুরির বাড়ি ঘেরাও করে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিল।

হাসপাতালে কুকুরের 'রাজত্ব'

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ অক্টোবর : ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য। মূল গেট থেকে শুরু করে গোটা হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৫টি কুকুরের 'রাজত্ব' চলছে। সন্ধ্যার পর উৎপাত বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রোগী এবং পরিজনদের। বেশ কয়েক মাস ধরে কুকুরের কারণে অতিষ্ঠ রোগীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও একই অভিযোগ করেছেন।

এদিকে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য রুখতে কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে চিন্তিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ফাঁসিদেওয়ার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শাহিনুর ইসলাম সমস্যার কথা স্বীকার করে বললেন, 'আমাকেও কুকুর তাড়া করেছিল। কী করা যায় তা নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলেছি।'

জানা যাচ্ছে, অনেক সময় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢুকে যাচ্ছে কুকুর। মূল গেট দিয়ে কেউ ঢুকতে গেলেই পিছুধাওয়া করে তারা। এমনকি মাঝেমধ্যে আক্রমণাত্মক হয়ে কামড়াতে আসে বলে জানিয়েছেন রোগীরা।

ফাঁসিদেওয়া

অত্যাচার এখানেই শেষ নয়। পার্কিংয়ে রাখা বাইকের সিট ছিঁড়ে দেয় কুকুরের দল। হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় খাবারের লোভে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এদের।

এই সমস্ত কুকুরের নির্বীজকরণ হয়নি বলেও দাবি অনেকের। এমনকি ভ্যাকসিনেশন পর্যন্ত হয়নি বলেও জানা গিয়েছে। এদের কামড়ে যদি জলাতঙ্ক হয়, তার দায় কে নেবে, প্রশ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের। পাশাপাশি তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে হাসপাতাল চত্বর থেকে কুকুরগুলিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। সেইসঙ্গে ভ্যাকসিনেশনের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

বুধবার রাতে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে এক রোগীর আত্মীয় রমেশ সিংহ নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন, 'বাইক নিয়ে ২ নম্বর গেট দিয়ে বেরোনোর সময় একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ধাওয়া করেছিল। একজন ব্যক্তি তাড়িয়ে না দিলে হয়তো কামড়েই দিত!'

স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'রাতেরবেলায় গেট পেরিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে ভয় পান রোগীরা। হাসপাতালের সামনে রাজ্য সড়কে পথযাত্রীদের দিকে তেড়ে যায় কুকুর। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে।' সকলেই চাইছেন কুকুরগুলিকে অন্যত্র পাঠানো হোক। না হলে, যে কোনও সময় বিপত্তি ঘটতে পারে।

সংবাবার জেল হেপাজত

নকশালবাড়ি, ২৪ অক্টোবর : মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত সৎবাবাকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমায় তোলে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। বুধবার নির্যাতিতার দিদার করা অভিযোগের ভিত্তিতে সৎবাবাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এদিন বিচারক অভিযুক্তের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে পাঠায় পুলিশ।

মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটলেও মায়ের কোনও পাত্তা নেই। যা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে। নাবালিকার কাকিমা এদিন বলেন, 'মা এখনও দিল্লিতে। তাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া দেয়নি। বুধবার ট্রেনে উঠেছিল। এখনও এসে পৌঁছায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'মেয়েকে তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের।'

সাধারণ সভা

খড়িবাড়ি, ২৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি-ফাঁসিদেওয়া শাখার ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা হল বৃহস্পতিবার। খড়িবাড়ির দুর্গা প্যালেসে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ। ছিলেন কৃষি আধিকারিকরাও। তাঁরা কৃষি উপকরণ এবং সার কেনাবেচা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সংগঠনের সভাপতি শুভাশিস বন্দোপাধ্যায় জানান, সাধারণ সভা থেকে ২৫ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে যথাক্রমে মানিক সিং, মোহন দাস এবং অপূর্বকৃষ্ণ রায়কে।

গাঁজা সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে একটি চারচাকার গাড়ি। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় পুলিশ। ধৃতের নাম আইনুল মিয়াঁ, সে কোচবিহারের বাসিন্দা।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, কোচবিহারের দেওয়ানহাট থেকে ওই চারচাকার গাড়িতে প্রায় ৩৭ কেজি গাঁজা নিয়ে রওনা হয়েছিল বিহারে পাচারের উদ্দেশে। বুধবার গোপন সূত্রে সেই খবর পায় পুলিশ। এরপর ফুলবাড়ি এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল উর্দিধারীরা। গভীর রাতে গাড়ি আসতেই আটক করে পুলিশ।

শিলিগুড়ির ছেলের বিজ্ঞাপনী ছবিতে মৌসুমী

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : তরুণ মজুমদারের বাংলা ছবি 'বালিকাবধূ' থেকে যাত্রা শুরু। তারপর একের পর বাংলা ছবিতে দাপটের সঙ্গে অভিনয়। আরব সাগরের তীরে বলিউডে পা দিয়ে মনজিল, বেনাম, অনুরাগের মতো হিট ছবিতে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন বঙ্গকন্যা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। তবে এতদিনের অভিনয় জীবনে একবারের জন্যেও বিজ্ঞাপনের ছবিতে কাজ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। অবশেষে ২০২৪ সালে এসে তিনি বিজ্ঞাপনের ছবিতে 'হ্যাঁ' বলেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তাঁর প্রথম বিজ্ঞাপনের ছবিটি পরিচালনা করছেন 'বিজয়ার পরে' খ্যাত অভিজিৎ শ্রীদাস। মৌসুমীর সঙ্গে প্রথমবার কাজ করে অভিভূত শিলিগুড়ি-তনয় অভিজিৎ।

পুজোটা এবার বিষাদময় ছিল অভিজিতের কাছে। দুই বাংলার অস্থির পরিস্থিতি তাঁকে বিচলিত করেছিল। তবে 'বিজয়ার পরে' যেন নতুন উদ্যম পেয়েছিলেন তিনি। মুম্বই থেকে ছবির কাজ শেষ করে সম্প্রতি ফিরেছেন। শোনালেন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা। 'যে মানুষটা এতদিনের অভিনয়ে জীবন পার করে এসে প্রথমবার বিজ্ঞাপনের ছবিতে কাজ করলেন, তার পরিচালক হিসেবে নিজেকে দেখতে পারাটাই অত্যন্ত গর্বের', বলছিলেন অভিজিৎ।

এই ছবিতে মৌসুমীর পাশাপাশি অভিনয় করেছেন বলিউডের বর্তমান প্রজন্মের পরিচিত মুখ সোনাক্ষী সিনহা। অভিজিতের কথায়, 'প্রথমে ভেবেছিলাম দুই প্রজন্মের দুই বলিষ্ঠ অভিনেত্রীর সঙ্গে এক ফ্লোরে কাজ করাটা সহজ হবে না। কিন্তু সোনাক্ষীর পেশাদারিত্ব এবং মৌসুমীদি'র প্রাণচ্ছল উপস্থিতি একটা কমফোর্ট জোন তৈরি করে দিয়েছিল। তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।'

সোনাক্ষীর পেশাদারিত্বে মুগ্ধ অভিজিৎ

বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে খোশমেজাজে সোনাক্ষী, মৌসুমী এবং অভিজিৎ।

অভিজিতের 'বিজয়ার পরে' প্রশংসা কুড়িয়েছে বাংলা তথা ভারতের নানা প্রান্তে। এমনকি দেশের বাইরেও। এখনও পর্যন্ত ১৬টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, মমতা শংকর অভিনীত এই ছবি। সম্প্রতি আটলান্টায় দর্শকের মন জয় করে 'বিজয়ার পরে' পাড়ি দিচ্ছে ভিয়েতনামের অন্যতম সম্মানীয় 'হ্যানোই' চলচ্চিত্র উৎসবে।

তাঁর ছবির নাম- বিজয়ার পরে। কাকতালীয়ভাবেই এবছর বিজয়ার পরেরদিন মুম্বইতে কিংবদন্তী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে বসে আড্ডা দিয়েছিলেন মৌসুমীর সঙ্গে। বিজ্ঞাপনের ছবিটি তাঁকে অন্য ধরনের শিক্ষা দিয়েছে বলে জানালেন অভিজিৎ। তাঁর কথায়, 'মৌসুমীদি'র মধ্যে সেই পুরোনো ঘরানার ডিসিপ্লিন এখনও রয়ে গিয়েছে। বারবার স্ক্রিপ্ট পড়ে তারপর শট দিতে আসা থেকেই তা বুঝেছিলাম।'

বিজ্ঞাপনের ছবি হলেও বলিউডে পা রেখে একটা জিনিস অনুভব করেছেন অভিজিৎ। বললেন, 'এখানে প্রত্যেক শিল্পীর পেশাদারিত্ব অন্য পর্যায়ের। আর তেমনই সম্মান দিতে জানে সবাই।' বাংলা ইন্ডাস্ট্রির মতো 'গিল্ড শাসন' ওখানে একেবারেই পাননি। তবে বাংলা ভাষায় আজীবন ছবি বানিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতে কি বলিউডে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি বানানোর ইচ্ছে আছে? অভিজিৎ হেসে বললেন, 'আপাতত যা করছি, তা থেকেই শিখছি। এভাবেই শিখতে শিখতে একদিন হয়তো হিন্দি ছবি বানিয়ে ফেলব।'

চোপড়ার একই বুথে দু'বার সম্মেলন

চোপড়া, ২৪ অক্টোবর : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সম্মেলন ঘিরে দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে। এলাকার সুভাষনগর বুথে পালটা সম্মেলন ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। অঞ্চল কমিটির সিদ্ধান্তে বুথ সম্মেলন হয়েছে ২০ অক্টোবর। তারপরেও বৃহস্পতিবার সম্মেলনের ডাক দেয় দলের আরেকটি অংশ। চারদিনের মাথায় ফের একই কর্মসূচি শাসকদলের অন্দরে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

জল্পনা বাড়িয়েছে এদিনের সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তু। বুথ সভাপতি পদে নামের প্রস্তাব দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। কেন ফের একই কর্মসূচি? আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম মহাদেব হালদারের যুক্তি, তিনি ওই বুথের সভাপতি ছিলেন। এদিকে, সম্প্রতি আয়োজিত সম্মেলনে অনেক কর্মীকে ডাকা

তৃণমূল কংগ্রেসে কোন্দলের ছায়া

হয়নি। বাদ গিয়েছেন তিনিও। তাছাড়া নতুন বুথ সভাপতি হিসেবে যাঁর নামে প্রস্তাব গিয়েছে, সেটা স্থানীয় মানুষ মানতে পারছেন না।

এদিন অবশ্য দলের অঞ্চল নেতৃত্বের কাউকে দেখা যায়নি। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ফের আয়োজন প্রসঙ্গে অঞ্চল সভাপতি তনয় কুণ্ডু বলেন, 'বৈঠকের কথা শুনেছি। বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কেউ এ ধরনের কাজ করলে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চোপড়া ব্লকজুড়ে ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলন শেষে অধিকাংশ জায়গায় সভাপতি পদের জন্য চার-পাঁচজনের নামের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে। তবে বুথ সভাপতির দায়িত্ব ঘিরে কোন্দলের আশঙ্কায় এখনই কোথাও পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করা হচ্ছে না বলে মনে করছেন একাংশ নেতা-কর্মী। যদিও জোড়াফুল শিবিরের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের দাবি, 'অনেক বুথে এক অথবা দুজনের নামে প্রস্তাব এসেছে। দ্বন্দ্বের কোনও বিষয় নেই। পরবর্তীতে অঞ্চল সম্মেলনে একসঙ্গে বুথ সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে।'

জখম দুই

খড়িবাড়ি, ২৪ অক্টোবর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারল একটি চার চাকার ছোট গাড়ি। পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন কোয়ার্টার মোড়ে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর ঘটনায় জখম দুই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে যাত্রী নিয়ে এনজেপির দিকে যাচ্ছিল ছোট গাড়িটি। কোয়ার্টার মোড় এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা মারে। গাড়িতে থাকা চালক সহ এক মহিলা জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। তারা ঘটনাস্থলে যানজট নিয়ন্ত্রণ করে।

মহিলা উদ্ধার

চোপড়া, ২৪ অক্টোবর : সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হওয়া বন্ধুর সঙ্গে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া মহিলাকে উদ্ধার করল পুলিশ। চোপড়া থানার একটি দল বাঁকুড়া থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার চোপড়ায় নিয়ে আসে। তবে এই ঘটনায় গ্রেপ্তারের কোনও খবর নেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মাস আগে চোপড়া থানায় এক মহিলার নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযুক্ত তরুণ উত্তরপ্রদেশে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন। সম্প্রতি কাজ হারিয়ে তিনি ওই মহিলাকে নিয়ে বাঁকুড়ায় নিজের বাড়িতে এসে ওঠেন। এখবর পেয়ে পুলিশ বাঁকুড়া থেকে চোপড়ার ওই মহিলাকে উদ্ধার করেছে।

গ্রেপ্তার চালক

খড়িবাড়ি, ২৪ অক্টোবর : পাচারের আগেই উদ্ধার হল ২৬টি গোরু। বৃহস্পতিবার ভোরে খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমানার বাঞ্ছাভিটা এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি ট্রাক আটক করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে গোরুগুলি উদ্ধার হয়। ট্রাকচালকের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। ধৃতের নাম মহম্মদ ইউনিস, সে বিহারের কাটিহার জেলার বাসিন্দা।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ২৪ অক্টোবর : ইসলামপুরে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি যুব মোর্চা। এদিন মোট ছয় দফা দাবি জানিয়েছে মোর্চা। সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ চক্রবর্তী জানান, দাবি পূরণ না হলে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন।

কাঠ কুড়োনোর অছিলায় কাটা হচ্ছে গাছ

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ অক্টোবর : বনাঞ্চল থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে গাছ। অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না বন দপ্তর। জানা যাচ্ছে, জ্বালানির জন্য ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদবক্স সংলগ্ন বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এমনটা চললেও কারও হেলদোল নেই।

ঝমকলালজোত এলাকা থেকে মহম্মদবক্স পর্যন্ত বিস্তৃত এই বনাঞ্চল। এর আগেও সেখান থেকে গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছিল। পরে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসতেই এলাকার মানুষদের সচেতন করা হয়। এরপর বেশ কিছুদিন কাঠ চুরি বন্ধ ছিল।

ইদানীং ফের কাঠ কুড়োনোর অছিলায় গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিনিয়ত এমনটা চলতে থাকলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন পাশের গ্রাম টাওয়াজোতের বাসিন্দা ফিরোজ আলম সহ অনেকেই।

যদিও এ প্রসঙ্গে ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেছেন, 'ওই এলাকার কিছুটা অংশ বাগডোগরা রেঞ্জের অন্তর্গত। কারা গাছ কাটছে, বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে যাচাই করে দেখবেন।' তারপরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ফিরোজ বলেন, 'অনেকে দুপুরে ক্যানালের পাশে থাকা গাছ কেটে নিয়ে যায়। আবার অনেকে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে গাছ কাটে।' আরেক বাসিন্দা অনন্ত দাস বলেন, 'প্রশাসনের তরফে বিষয়টি দেখা উচিত। না হলে আর একটাও গাছ থাকবে না।'

জলাশয়ে দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ অক্টোবর : জলাশয় থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। বড়পথু থেকে আনুমানিক ৪৫ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, এদিন স্থানীয় এক ব্যক্তি মাঠে যাওয়ার সময় দুর্গন্ধ পান। এরপর খুঁজতে গিয়ে জলাশয়ে জমে থাকা কচুরিপানার আড়ালে দেহটি ভেসে থাকতে দেখেন তিনি। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। মৃতের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

মিষ্টিমুখ।। গৌতম দেবের সঙ্গে পাপিয়া ঘোষ। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে। বৃহস্পতিবার।

'আমিও সপ্তাহে একদিন করে এখানে আসব

শিলিগুড়ির দায়িত্বে কি উদয়ন, জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : শিলিগুড়িকে ঘিরে এত উন্নয়নের কাজ হলেও এখানে কেন তৃণমূল কংগ্রেস জিততে পারছে না তা নিয়ে এখানকার নেতৃত্বের ভাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেছেন, 'মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি, ভোট দিয়েছে আমাদের মতো নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। গাফিলতি আমাদের। আমরা হয়তো মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। সামনেই বিধানসভা ভোট। এখন থেকেই সেই ভোটকে পাখির চোখ করে ঘর গোছাতে হবে। রোজ পার্টি অফিসে বসতে হবে। প্রয়োজনে আমিও সপ্তাহে একদিন করে এখানে আসব।' তবে কি দল উদয়নের ওপরেই শিলিগুড়ির দায়িত্ব দিয়েছে? এই জল্পনাই এখন শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। উদয়নের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তিনি বলেছেন, '২০১১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে আমরা শিলিগুড়ি সহ সংলগ্ন এলাকায় কয়েক হাজার কোটি টাকার কাজ করেছি। তার পরেও এখানে আমরা কেন ভোট পাচ্ছি না? এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।'

দলীয় সূত্রের খবর এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভার ভরাডুবি নিয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ নাম না করে শহরের নেতাদের একাংশকে দুষেছেন। তিনি বলেছেন, 'হাত ধরে চলার বদলে কেউ কেউ পা ধরে টান মারার চেষ্টা করেছেন। দলের কর্মীরা ভোটে ১০০ শতাংশ দিয়ে কাজ করলেও নেতাদের কেউ কেউ তা করেননি। যার জেরে লোকসভায় ফল আমাদের পক্ষে আসেনি।'

গত পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদের ভোটে বিরোধীদের কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে তৃণমূল। সেদিক থেকে লোকসভা ভোটে দার্জিলিং আসনের সমতলে তৃণমূল ভালো ফল করবে এমনটা শীর্ষ নেতৃত্বের আশা ছিল। কিন্তু তৃণমূলকে অনেক পিছনে ফেলে বিজেপি এবারও প্রচুর ব্যবধানে শিলিগুড়ি সহ মহকুমার তিনটি বিধানসভা থেকে লিড নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূলের শিলিগুড়ি টাউন-১ কমিটির তরফে বর্ধমান রোডের ঋষি ভবনে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উদয়ন। সেখানে তিনি বলেন, '২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। লোকসভা ভোটের ফলে আমরা শিলিগুড়িতে পিছিয়ে রয়েছি। কিন্তু এখানে এমন ফলাফল কেন হচ্ছে? আমরা যদি মনে করি যে শিলিগুড়ির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিচ্ছেন না সেটা ভুল হবে। আসলে এখানে আমরা হয়তো মানুষের কাছে যেতে পারিনি। তাঁদের বুঝতে পারিনি। তাই এখনও সময় আছে, হাতে হাত ধরে সবাই মানুষের দরজায় দরজায় যেতে হবে। নতুবা আবার আমাদের খালি হাতে ফিরতে হবে।'

বিজয়া সম্মিলনিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'লোকসভা ভোটের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বিধানসভার প্রস্তুতিতে নামতে হবে। ২০১১ সালের পর আমরা আর শিলিগুড়ি বিধানসভায় জিততে পারিনি। এবার একজোট হয়ে আমাদের লড়তে হবে।'

মধ্যরাতে রড নিয়ে তাড়া

দুই ধৃতের জেল হেপাজত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : 'দোষ' শুধু রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির চালক আর তাঁর বন্ধুকে একটু সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করা। সেই অনুরোধকে কেন্দ্র করে বুধবার গভীর রাতে তুলকালাম কাণ্ড পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের রামচন্দ্র কলোনিতে। ঘটনার পর পুলিশ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম প্রভাকর ছেত্রী ও রাকেশ রাই। প্রভাকর পাসোয়ান বস্তির বাসিন্দা। রাকেশের বাড়ি লিম্বু বস্তিতে। দুজনকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

কী ঘটে বুধবার রাতে? অভিযোগকারী ভরতপ্রসাদ গুপ্তার দাবি, বুধবার রাতে তিনি স্কুটারে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়িতে ঢোকার গলিতে রীতিমতো রাস্তা আটকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অভিযুক্ত দুই তরুণ ফোনে কথা বলছিলেন। ভরতের অভিযোগ, 'ওদের গাড়িটা রাস্তা থেকে সরিয়ে দাঁড় করাতে বললে পালটা আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে।'

ধৃতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রামচন্দ্র কলোনি এবং প্রকাশনগরের বাসিন্দারা ভক্তিনগর থানায় এসেছিলেন। গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপিও দেন।

চূড়ান্ত নাটক

- রাস্তা থেকে গাড়ি সরাতে বলায় প্রথমে গালিগালাজ
- পরে যাওয়ার সময় পেছন থেকে স্কুটার টানেন ধৃতরা
- ঝামেলা থামাতে আসা দম্পতিকে গালি, বাড়ি অবধি রড নিয়ে তাড়া
- স্থানীয় তিন তরুণ ধরতে গেলে রড দিয়ে মারার চেষ্টা
- পরে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

দুইপক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুনে স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ শা এবং তাঁর স্ত্রী পিংকি শা বেরিয়ে আসেন। তাঁরা বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করলে তাঁদের উদ্দেশ্য করে দুই তরুণ গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। এরপর গাড়ি কিছুটা সরানোর পর ভরত স্কুটার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ওই দুজন পেছন দিকে টেনে ধরেছিলেন। সন্তোষ আর পিংকি ছাড়াতে এলে রড হাতে নিয়ে অভিযুক্তরা তাড়া করেন তাঁদের। এমনকি বাড়িতে ঢুকে গেলেও বাইরে ওরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় বাড়তে শুরু করে। পরে স্থানীয় তিন তরুণ ধরতে গেলে তাঁদেরও রড দিয়ে মারার চেষ্টা করেন রাকেশ আর প্রভাকর। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে থাকায় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। শেষপর্যন্ত ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে এদিন সকালে রামচন্দ্র কলোনি এবং প্রকাশনগরের বাসিন্দারা ভক্তিনগর থানায় এসেছিলেন। তাঁরা একটি গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি দেন। স্থানীয় রাজুপ্রসাদ গুপ্তার কথায়, 'বুধবার রাতের ঘটনায় আমরা প্রত্যেকে আশঙ্কিত। ওদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, এধরনের মানুষ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ওরা প্রত্যেকে নেশাগ্রস্ত ছিল। গারদের ওপারে থাকাটা প্রয়োজন।

অনিয়মিত গ্রন্থাগারিক, ফাঁপরে পাঠকরা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ অক্টোবর : মাঝেমধ্যে বন্ধ থাকছে গ্রন্থাগার। উদয়ন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের বিরুদ্ধে কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে ফাঁসিদেওয়ায়। গত বছর প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ভবনটি সংস্কার হয়। পড়ুয়া এবং বাকি সমস্ত বইপ্রেমীর স্বার্থে প্রশাসন এত টাকা খরচ করলেও লাভ হচ্ছে না, দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ, বেশিরভাগ সময় বই নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা।

গ্রন্থাগারের সভাপতি তাপসী দেবনাথের অভিযোগ, 'আমরা বহুবার বলেছি, তবু কোনও কথা তিনি শোনেন না। নতুন গ্রন্থাগারিক এলে সমস্যা মিটবে।' সম্পাদক আইনুল হকের বক্তব্য, 'সবাই বিষয়টি জানেন। বহুবার বলার পরও ওই ব্যক্তির হেলদোল নেই। কিছু বললে অজুহাত দেখান।'

সোম এবং বৃহস্পতিবার উদয়ন সংঘের গ্রন্থাগার দুপুর ১২টা থেকে

উদয়ন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার নিয়ে উদ্বিগ্ন বইপ্রেমীরা। ফাঁসিদেওয়ায়।

৭টা পর্যন্ত খোলা থাকার কথা। দীর্ঘদিন ধরে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও সবটা অস্বীকার করেছেন গ্রন্থাগারিক অংশুমান চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, 'নিয়মিত গ্রন্থাগার খোলা থাকে।' অথচ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, দু'দিনের জায়গায় কোনও সপ্তাহে একদিন খোলা হয়। কোনও সপ্তাহে আবার একদিনও না। প্রায় ৪ বছর ধরে এমন অবস্থা। যদিও অংশুমানের সাফাই, 'আমি সপ্তাহে ৪ দিন অন্য গ্রন্থাগারে ডিউটি করি। ফাঁসিদেওয়ার গ্রন্থাগারে কেউ এসে ঘুরে গিয়েছেন, এমন কখনও হয়নি।'

এই গ্রন্থাগারের ওপর ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল, ফাঁসিদেওয়া বালিকা বিদ্যালয় ও ফাঁসিদেওয়া গভর্নমেন্ট স্পনসরড আশ্রম টাইপ হাইস্কুল ছাড়াও একাধিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা নির্ভরশীল। তাদের দাবি, দ্রুত সমস্যা মেটানো হোক। ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এক পড়ুয়ার অভিজ্ঞতা, 'সব বই কিনতে পারি না। রেফারেন্স বই সেখান থেকে আনতে যেতাম। অথচ বারবার গিয়ে ঘুরে আসতে হয়। তাই গ্রন্থাগারে যাওয়া বাদ দিয়েছি।' ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী শম্ভু দেবনাথ বললেন, 'আগে বই পড়তে যেতাম প্রায়ই। এখন অবশ্য কখন খোলে, তার ঠিক নেই। তাই আর যাওয়া না।'

পাঠকরা এর আগে রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রীকে সমস্যার কথা জানাতে চিঠি লিখেছিলেন। খরচের হিসেবে গরমিল নিয়ে অভিযুক্তকে শোকজ করা হয় একবার। তারপরেও সমস্যা রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরে। এ প্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া, 'আমি ওই গ্রন্থাগার খোলার সময়ের ব্যাপারে কিছু জানি না।' খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানোর আশ্বাস দেন তিনি।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক হওয়ার জল্পনা

চাকরি ছাড়তে চিঠি দিলীপের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার তাগিদে সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম নেতা তথা দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং। সম্প্রতি ইলা পালচৌধুরী হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক দিলীপ সিং স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে চিঠি দিয়ে তাঁর দীর্ঘ চাকরিজীবন থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। দিলীপ বলছেন, 'এটা এমন কোনও বড় ঘটনা নয়। এর আগে অনিল সাহা, জীবেশ সরকাররা চাকরি ছেড়ে সর্বক্ষণের রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। আমিও চাই সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করতে। তাই চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিয়েছি।'

স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ সিং বলছেন, 'আমরা চিঠি পেয়েছি। আগামী পরিচালন কমিটির বৈঠকে বিষয়টি তোলা হবে। এরপর সেখানে যা সিদ্ধান্ত হবে, সেইমতো তা ডিআই অফিসকে জানাব।'

এখনও প্রায় বছর দুয়েক চাকরি রয়েছে দিলীপের। অথচ এর আগেই চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় তাঁর আর্থিক ক্ষতি হলেও দিলীপের আফসোস নেই। যদিও দলের একটা অংশ বলছে অন্য কথা। জানুয়ারিতে দলের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন রয়েছে। আর এই সম্মেলন থেকেই আগামী তিন বছরের জন্য জেলা সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হবে। সেই পদে এবার সমনের পরিবর্তে জায়গা পেতে পারেন দিলীপ। সেই ছক কষেই চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার ছিলেন দিলীপ। পাশাপাশি তিনি বিগত তিনটি বিধানসভা ভোটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনবারই অবশ্য বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। প্রথম দুইবার তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেবের কাছে ও গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হেরে যান দিলীপ। তবে ভোট তেমন না পেলেও ভালো বক্তা ও জনসংযোগের কারণে সংযোজিত এলাকায় খানিক পরিচিতি রয়েছে দিলীপের।

জোর চর্চা

- আর কিছুদিন পরই সিপিএমের জেলা সম্পাদক বদলের কথা
- সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে পার্টির হোলটাইমার হতে চাইছেন দিলীপ সিং
- প্রাক্তন কাউন্সিলার দিলীপের আরও প্রায় দু'বছর চাকরি ছিল
- দলের অন্দরে জল্পনা, দিলীপকে জেলা সম্পাদক করতে পারে দল
- বর্তমান সম্পাদক সমন পাঠক জায়গা পেতে পারেন শ্রমিক সংগঠনে

এতদিন স্কুল সামলে পার্টি করতে কিছুটা সমস্যা হওয়ায় এবার চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে পুরোদমে দলের হয়ে কাজ করতে চাইছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনেকেই বলছেন, দিলীপের ছেলে ও মেয়ে দুজনেই এখন প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর পক্ষে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সুবিধাজনক।

তবে সিপিএমের অঙ্ক অন্যরকম বলে মনে করছেন অনেকে। আগামী ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন। জেলা সম্মেলন থেকেই মূলত নতুন জেলা সম্পাদক ঠিক করা হয়। এর আগে জীবেশ সরকারের জায়গায় প্রাক্তন সাংসদ সমন পাঠককে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বয়সে নবীন হওয়ায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর দল চালাতে একটু সমস্যা হচ্ছিল বলে মনে করছেন সিপিএমের একাংশ। তবে, চা বাগানের বিষয়টি তিনি ভালো বোঝার কারণে সাম্প্রতিক বোনাস ইস্যুতে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সেই কারণে ফের তাঁকে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়ার জল্পনা চলছে। সেইক্ষেত্রে দিলীপকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। যদিও বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞেস করতে দিলীপ হেসে উড়িয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'আমি দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবেই থাকতে চাই।'

সমনের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া অবশ্য জানা যায়নি।

'ডানা'র প্রভাব শিলিগুড়িতে। আকাশ দেখে প্রতিমা ঢাকছেন আশঙ্কিত মৃৎশিল্পীরা। বৃহস্পতিবার। - শান্তনু ভট্টাচার্য

শ্রমিকের পাশে

গোয়ালপোখর, ২৪ অক্টোবর : অসুস্থ পরিযায়ী শ্রমিককে ফেরাতে সাহায্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। গোয়ালপোখর থানার পোড়াভিটা এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর রহমান হরিয়ানায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সেখানেই কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসার চেষ্টা করেও ফল ভালো হয়নি।

অসুস্থ শরীর নিয়ে হাবিবুর কীভাবে বাড়িতে ফিরবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছিল পরিবারের। শেষমেশ মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয় তাঁর পরিবার। তারপরেই হাবিবুরকে ফিরিয়ে আনতে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করেন রব্বানি। বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরেই মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান হাবিবুর।

অধরা শুটআউটের মূল চক্রী

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি মৃত নেতার স্ত্রীর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ অক্টোবর : মাদারিপুরে খুন হওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাপি রায়ের স্ত্রী তথা ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লিপি বিশ্বাস আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন লিপি। তাঁর কথায়, 'পুলিশ চাইলে কী না পারে। কই কিছু তো হল না। আমরা রাস্তায় নামলে কী হবে, তা সময় হলে দেখতে পাবেন।'

জুলাই মাসে শুটআউটের পর বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদের মধ্যে মুক্তারাম রাহি নামে এক শুটারকে বিহার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আরও দুজন শুটার এবং মাস্টারমাইন্ডকে পুলিশ এখনও ধরতে পারেনি। এদিকে, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের (সিট) নেতৃত্বে থাকা ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন। পুলিশ সুপার জবি থমাসের যুক্তি, ৯০ দিনের মধ্যে শুটআউট কাণ্ডের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে। এসপির দাবি, পুরোনো শত্রুতা খুনের মোটিভ। তবে মাস্টারমাইন্ড কে বা কারা, সেব্যাপারে পুলিশ সুপার মুখ খুলতে চাননি। পুরোনো শত্রুতার কথা বললেও তার নেপথ্য গল্প কিংবা শত্রুটি কে, সেই নিয়ে পুলিশ মুখ খোলেনি।

চলতি বছর ১৩ জুলাই ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের একটি ধাবায় শুটআউট হয়। সেসময় ঘটনাস্থলে এলাকার আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতা ছিলেন। দুষ্কৃতীরা ২৪ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। বাপির শরীর থেকে উদ্ধার হয় আটটি বুলেট। মৃত নেতার স্ত্রী সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেন। সিআইডি তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছিলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী।

লিপি বলছেন, 'পুলিশ তো কিছু করতে পারল না। বাকি দুজন শুটার এখনও পলাতক। আমার স্বামীকে যে বা যারা খুন করিয়েছে, তারা অধরা। চার মাস কাটতে চললেও ঘটনার কিনারা হয়নি। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে

মাদারিপুর

আরও একবার কথা বলব। দোষীরা গ্রেপ্তার না হলে জোরদার আন্দোলন ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই।'

এ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপারের প্রতিক্রিয়া, 'বিহারে একাধিক অভিযান চালিয়েছি আমরা। মামলার অগ্রগতি হয়েছে। মাস্টারমাইন্ড পর্যন্ত চিহ্নিত করা গিয়েছে। তারা পলাতক। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে আমাদের।' মাস্টারমাইন্ড কে বা কারা? এসপির উত্তর, 'তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেব। সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ে বলা সম্ভব নয়।'

শুক্রবার, ৮ কার্তিক ১৪৩১, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৫ সংখ্যা

স্বশাসনের আদ্যশ্রাদ্ধ

মেডিকেল কলেজের কাউন্সিলের এক্তিয়ারটি 'চ্যালেঞ্জড' হয়ে গেল রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে। হাইকোর্টের নির্দেশ সেই চ্যালেঞ্জকে কার্যত সমর্থন জোগাল। প্রসঙ্গটি আসে আরজি কর মেডিকেল কলেজের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। থ্রেট কালচারের পান্ডা বেশ কয়েকজন মেডিকেল পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করেছিল ওই কাউন্সিল। তার আগে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সিদ্ধান্তকে পালটা থ্রেট কালচার বলে অভিযুক্ত করলেন।

এই অভিযোগের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসলে মেডিকেল কলেজ কাউন্সিলের এক্তিয়ার বা অধিকারকে নস্যাৎ করেছেন। মেডিকেল কলেজ যে যে আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, তাতে এই ধরনের কাউন্সিলগুলির স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই ক্ষমতাকে মানতেই চাইলেন না। বরং রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া সাসপেনশনের বাস্তবায়ন করে কলেজ কাউন্সিল অন্যায় করেছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। এ ব্যাপারে আরজি করের অধ্যক্ষ ও জুনিয়ার ডাক্তারদের যুক্তি শুনতেই চাননি।

তারপর আরজি করের ওই কাউন্সিলের সাসপেনশনের ওপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সেই যুক্তিটি কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব বুঝে আরজি কর কর্তৃপক্ষও আদালতে পিছু হটেছে। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেননি, সরকারের কাছে সাসপেনশনের সুপারিশ করেছেন মাত্র। সেই অধিকার তাদের নেই বলেও আদালতে কার্যত মুচলেকা দিয়েছে আরজি কর মেডিকেলের কাউন্সিল।

ফলে মেডিকেল কলেজের স্বশাসন নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। ভবিষ্যতে মাথা তুলে স্বাধীনভাবে মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে যাবে। সমস্যাটা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা। জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পর টাস্ক ফোর্স গড়ে দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে পোক্ত করে দেওয়া হল। চিকিৎসা পরিকাঠামো, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা, তাঁদের ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পেয়ে গেল টাস্ক ফোর্স।

অথচ ভারতের আইনে এসব কাজ করার জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল আছে। রাজ্য স্তরেও মেডিকেল কাউন্সিল আছে। কলেজ স্তরে কাউন্সিল সেই নিয়মের অধীনে নিজস্ব গতিতে চলার অন্যতম পরিকাঠামো। টাস্ক ফোর্স সেই নিয়মকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিল। অথচ এমন টাস্ক ফোর্স গঠনের আইনি বৈধতা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু সেটাই করে দিয়ে মেডিকেল কলেজ প্রশাসনের স্বাধীন সত্তাকে কেড়ে নেওয়া হল।

আইনে তৈরি মেডিকেল কাউন্সিলকে পর্যন্ত ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে টাস্ক ফোর্স। শুধু মেডিকেল নয়, সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রের স্বশাসনকে লাটে তুলে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। বামফ্রন্ট জমানায় এর সূত্রপাত ঘটে ব্যাপকভাবে। কিন্তু চরমে ওঠে তৃণমূল রাজত্বে। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সদম্ভে উচ্চারণ করেছিলেন, বেতন যেহেতু সরকার জোগায়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে তাঁদের নাক গলানোয় অন্যায় নেই।

অনেক সময় তৃণমূল সরকার সেই কাজ করেছে ছাত্র বিক্ষোভকে ব্যবহার করে। যেমন এরকমই এক আন্দোলনের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অভিজিৎ চক্রবর্তীকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল রাজ্য সরকার। উপাচার্য সব ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নাও করে থাকতে পারেন। কিন্তু ওইভাবে কার্যত বলপ্রয়োগ অপসারণ বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের হস্তক্ষেপের শামিল। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন মোকাবিলায় টাস্ক ফোর্সের গঠন অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করল।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে প্রায় সবসময় রাজ্যের শাসকদলের প্রভাব থাকে। কিন্তু ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল এখনও এই টাস্ক ফোর্সের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। বিষয়টি জটিল হয়ে গিয়েছে হাইকোর্টের অবস্থানে। ফলে মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র প্রশাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল।

অমৃতধারা

ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

মণ্ডপে আলোকিত বাহনরা বনে আতঙ্কিত

দুর্গার সিংহ, কালীর শিয়াল, বিশ্বকর্মার হাতি, লক্ষ্মীর প্যাঁচা, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূররা কেমন আছে আজকাল?

বিমল দেবনাথ

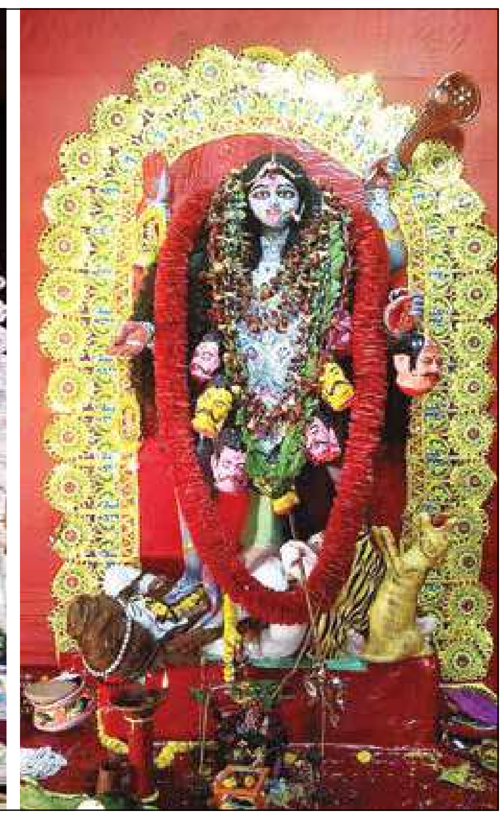

এক সময় মানুষের প্রধান বাহন ছিল পা। পায়ের জোরে হোমো ইরেকটাসরা সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেছিল। সেজন্যে তাদের সময় লেগেছিল লক্ষ লক্ষ বছর। এখনকার হোমো স্যাপিয়েন্সের অত সময় নেই। তাই চাই নানা বাহন। জানি না স্বর্গ কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা কোন ছায়াপথে আছে। মানুষ বিজ্ঞান ব্যবহার করে চাঁদে পা রেখেছে। মঙ্গলকে চমকাচ্ছে। সূর্যের নাড়িভুঁড়ির ছবি তুলছে। কিন্তু স্বর্গের খোঁজ পায়নি। দেবী দেবতাদের সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না। না-তেই মানুষ ন্যুব্জ। মনে মনে ভেবে নেয় শক্তির অজানা উৎসকে। এখনও অপারেশন টেবিলে ডাক্তারবাবু, রকেট লঞ্চ অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী ইষ্টদেবতা স্মরণ করেন। আসলে ব্যাখ্যাহীন বিষয়গুলোকে নিয়ে মন খেলা করে। নানা ভগবান বা শক্তির কল্পরূপ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু অদৃশ্য উৎস হতে শক্তি মানুষের কাছে আসে কীভাবে? তাই দেবতাদেরও বাহন চাই। বাহন যে দেবতার প্রতিভূ, মর্ত্যে ধরা যায় ছোঁয়া যায়। উলটে বলা যায় বাহন ধরে দেবতার সন্ধান মেলে। ঘটনাটা এমনও হতে পারে, যে সকল পার্থিব জিনিস মানুষের যাপনে দরকার হত, তার প্রতীকী কিছু সামগ্রী দেবতা বা দেবতার বাহন রূপে পুজো করে সেগুলোর সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। যেমন দুর্গাপুজোর কলাবৌ কিন্তু নয়টা উদ্ভিদের সমাহার। এই উদ্ভিদগুলো জীবনযাপনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। নবপত্রিকা বা কলাবৌ পুজো আসলে ধরিত্রীপুজো। ঠিক এইভাবে দেবতাদের বাহনও।

প্রথমে বলি দেবতা বিশ্বকর্মার কথা। তাঁর বাহন হাতি। বিশ্বকর্মা হলেন কর্মযোগী। অগুনতি হাতে দিন রাত কাজ করতে পারেন। হাতিও তাই। বাস্তুতন্ত্রে হাতির গুরুত্ব অপরিসীম। হাতি বনের প্রভু। নিজের নখে বনের মাটি চাষ করে নানা ধরনের বীজ একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বয়ে নিয়ে যায়। প্রাকৃতিকভাবে নানা গাছের প্রজননে সাহায্য করে এবং বনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বন থাকলে মাটি ও জল থাকে। পৃথিবী থাকে সুজলা সুফলা।

জ্ঞানের দেবী মাতা সরস্বতী। তাঁর আশীর্বাদেই তো কয়েক কলম লেখা। পুরাণে মাতা সরস্বতীর দুটো রূপ। এক নদী, দুই দেবী। তবে দেবীর বাহন হাঁস কিন্তু বাস্তব। দেবীর মতো হাঁসও জ্ঞানের প্রতীক। দুধ ও জলকে আলাদাভাবে চিনতে পারে। জল, স্থল ও আকাশে বিচরণ করতে পারে। জলে থাকলেও ভেজে না। হাঁস বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, জলের শুদ্ধতা প্রমাণ করে। জলের পোকামাকড়, আগাছা খেয়ে জলকে জীবাণুমুক্ত করে ও পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

ধনদেবী লক্ষ্মী। তাঁর বাহন প্যাঁচা। আশ্চর্যের বিষয় ধনদেবীর বাহক হল কর্কশ ডাকের, দিবান্ধ, হিংস্র পাখি প্যাঁচা। হালকা চালে ভাবলে মনে হয় মা লক্ষ্মীর বাহন নির্বাচন রুচিসম্মত হয়নি। গভীরভাবে ভাবলে লক্ষ্মীর সঙ্গে প্যাঁচার যোগসূত্র পাওয়া যায়। রাতে শস্যনাশক দুরন্ত ইঁদুরকুলকে শিকার করে শস্য রক্ষা করে। সাপ খেয়েও সর্পকুল নিয়ন্ত্রণে রাখে। বাস্তুতন্ত্রে প্যাঁচার ভূমিকা কম নয়। সে সমাজবন্ধু।

গণেশ দেবতা। তাঁর বাহন ইঁদুর। ভাবতে একটা ধাক্কা লাগে। কিন্তু সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন হিসাবে ইঁদুর সঠিক। মানুষের আটটি পাশ (বন্ধন) হল- ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, বৈগুণ্য। এই অষ্টপাশে আবদ্ধ থাকলে মানুষের সিদ্ধি লাভ হয় না। ইঁদুর পাশ বা জাল কাটাতে দক্ষ। মনে পড়ে সিংহ মূষিকের গল্প। সিংহ জালে পড়লে তার

বন সন্নিহিত গ্রাম কিংবা শহরে শব্দ দৈত্যের তাড়নায় প্যাঁচা ওড়া ভুলে যায়, ইঁদুরেরা গর্তে ঢুকে থাকে। মানুষের একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি বা জ্বলন্ত সিগারেট জঙ্গলে যে আগুন ধরায় তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ময়ূরের ডিম। শুধু কি ডিম? পোড়ে আরও কত কী! জলাভূমি ভরাট করে, বর্জ্য ফেলে নদীর জল দূষিত করে নষ্ট হচ্ছে হাঁসের আবাসস্থল।

অগাধ শক্তি দিয়ে জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে না। কিন্তু যখন ইঁদুর তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে জাল কেটে দিল সিংহ মুক্ত হল। মোক্ষলাভে অষ্টপাশ কাটার প্রতীক হল ইঁদুর।

দেবতা কার্তিক। তাঁর বাহন ময়ূর। কার্তিক হলেন সৌন্দর্য ও বীর্যের দেবতা। ময়ূরের সৌন্দর্য নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বীর্য? ময়ূর ও কুক্কুট একই গোত্রের। কুক্কুট অর্থ মোরগ। পুরাণে কার্তিকের শক্তি কৌমারী কে 'ময়ূর-কুক্কুটবৃতে'... বলে স্তুতি করা হয়েছে। মোরগের লড়াই দেখলে বোঝা যায় তাদের বীর্য। লড়াইয়ের মোরগদের বাম পায়ে লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট ধারালো ছুরি। স্থানীয়রা ছুরিগুলোকে বলে 'কাত'। সশস্ত্র দুই মোরগ লড়াই করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। যুদ্ধের ময়দান ছাড়ে না। মোরগ ও ময়ূর একই গোত্র গ্যালিফর্মস-এর পাখি। তাই ময়ূরের সাহস নিয়ে সন্দেহ করা ঠিক নয়। বনেজঙ্গলে ময়ূরের লড়াই আর ক'জনে দেখতে পায়। হাটেবাজারে মোরগের লড়াই দেখে বুঝে নিতে হবে কার্তিকের বাহনের সাহস। ময়ূর সাপ, ব্যাং, পোকামাকড় খেয়ে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে সমাজবন্ধুর মতো।

দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক। তাঁর বাহন শক্তিশালী সিংহ। কোথাও কোথাও বাঘকেও দেখা যায় দেবীর বাহন হিসাবে। তারা বাঘকে ডওন (Dawon) বলে। আসলে শক্তি দেবীর বাহন রাখা হয় শক্তিশালী ও ভয়ানক জীবকে। সিংহ কেশরের জন্য দেখতে রাজার মতো। শক্তিও অপরিসীম। সে হিসাবে সিংহ শক্তি দেবীর বাহন হিসাবে যথার্থ। অন্যদিকে, বাঘকে বাস্তুতন্ত্রের শীর্ষে রাখা হয়েছে। বাঘ স্বভাবে রাজা ও শক্তিতে ভয়ানক। তাই বাঘকে দুর্গা দেবীর বাহন হিসাবে পুজো করাও সঠিক। তবে এককালে বাংলাতে সিংহ পাওয়া গেলেও এখন আর পাওয়া যায় না। ডুয়ার্সে বাঘ মাঝে মাঝে ক্যামেরায় দেখা যায়, সব সময় চোখে দেখা যায় না।

উত্তরবঙ্গে বাঘকে মা ভান্ডানির বাহন হিসাবেও পুজো করা হয়। মা ভান্ডানি দেবী দুর্গার আর এক রূপ। কথিত আছে যে বিজয়া দশমীর পর মা দুর্গা কৈলাসে যাবার পথে উত্তরবঙ্গে ভান্ডানি রূপে পূজিত হন।

অপার শক্তিশালী দেবদেবীদের বাহকরা পুজোর মরশুমে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আলোকিত থাকলেও বনেজঙ্গলে থাকে আতঙ্কিত। বন সন্নিহিত গ্রাম কিংবা শহরে শব্দ দৈত্যের তাড়নায় প্যাঁচা ওড়া ভুলে যায়, ইঁদুরেরা গর্তে ঢুকে থাকে। মানুষের একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি বা জ্বলন্ত সিগারেট জঙ্গলে যে আগুন ধরায় তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ময়ূরের ডিম। শুধু কি ডিম? পোড়ে আরও কত কী! পুকুর বা জলাভূমি ভরাট করে এবং বর্জ্য ফেলে নদীর জল দূষিত করে নষ্ট করা হচ্ছে হাঁস বা জলের পাখিদের আবাসস্থল। ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির। দুই বনের মধ্যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, চওড়া রাস্তা, রেল যেন হাতিদের দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া। সে বেড়া কেটে বনের জীবদের যাতায়াতের পথ 'করিডর' গঠনের আলোচনা চলছে চার দশক ধরে। লাভ হয়নি এখনও মা ভান্ডানির আশীর্বাদ। গঠন হয়নি সেই 'করিডর'। মানুষের চাপে ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে বনের গুণগত মান। বনের ভেতরে হা-ঘাসে হাতিগুলো এক বন থেকে অন্য বনে যেতে রক্তাক্ত হচ্ছে উন্নয়নের আঘাতে। বাড়ছে দ্বন্দ্ব। মরছে মানুষ ও হাতি। মণ্ডপে 'ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি, ...' বলে মন্ত্র উচ্চারণ করলেই বেঁচে থাকা যাবে না। বেঁচে থাকতে হলে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এই আবাসস্থল যে মানুষেরও...।

লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৮১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো।

১৯৩৩

সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ইউনূসের ঝুড়িতে জমা হচ্ছে অরাজকতা, অপারগতা, অজ্ঞতা, অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ইত্যাদি। এখন যাকে তাকে তিনি পদত্যাগ করাতে চাইছেন। ভাবছেন হাতেগোনা কিছু পেয়ারের লোক নিয়ে তিনি এই 'গ্রামীণ বাংলাদেশ'টি পরিচালনা করবেন।

-তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরপুরে একটি স্টলে দুজন বাইক আরোহী আসে। তাদের একজন কাছেই দাঁড়ানো আর একজনের মুখে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে তাকে বাইকে তুলে পালাতে যায়। লোকজন তাদের ধরে ফেললে জানা যায়, এটা পুরোটাই রিল বানানোর নাটক। চারজন পুলিশ হেপাজতে।

ভাইরাল/২

বৃষ্টিতে বেঙ্গালুরুর ইলেক্ট্রনিক সিটি ফ্লাইওভারে প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। ঘণ্টা তিনেক গাড়িগুলোর নড়াচড়া বন্ধ ছিল। সময় নষ্ট না করে হাজার হাজার মানুষ গাড়ি ছেড়ে হাঁটতে শুরু করে। মুহূর্তে ভিডিও ভাইরাল। ক্ষুব্ধ টেকসিটির বাসিন্দারা।

জনমন

জনমত

বাংলা বানানের করুণ দশা

বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার সম্মান পেল। মান বাড়ল বাঙালির। গর্বে গদগদ। মাতৃভাষা বলে কথা! কাগজে-কলমে বাংলা ভাষার মর্যাদা বেড়ে গেল বলে আমরা যতটা বিগলিত, ঠিক ততটাই উদাসীন ভাষার প্রতি যত্নশীল পরিচর্যায়। এখন তো হাইব্রিড বাংলা ভাষার রমরমা বাজার। 'কিন্তু' না বলে 'বাট,' 'কারণ' এখন 'কেন কি'-এরকম অজস্র শব্দ দৈনন্দিনতার সঙ্গে ওতপ্রোত। লিখতে শুরু করলে জায়গা কম পড়ে যাবে।

এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। সেটা হল ভুল উচ্চারণ আর ভুল বানান। প্রচলিত দু'চারটে ভুল উচ্চারণ : 'বানান' হল 'বানাম,' 'অমাবস্যা' হল 'আমাবস্যা,' 'সম্মান' তো 'সন্‌মান' হয়ে কবেই মান খুইয়ে বসে আছে। আর ভুল বানান? সমাজমাধ্যম হল ভুল বানানের স্বর্গরাজ্য। 'ছাত্র' সেখানে 'ছাত্র,' 'সংঘ' হল 'সঙ্গ,' 'দুর্গা' 'দূর্গা' হয়ে অবোধ সন্তানদের পুজো নিচ্ছেন, 'নবমী' হয়ে গেল 'নোবোমি' এবং 'শান্তি-শৃঙ্খলা' শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে 'সান্তি-শ্রীংখলা!' এছাড়া ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান? ওসব অচল। এতসব দেখে-শুনে লজ্জা নিজেই লজ্জিত! আমরা কিন্তু নির্বিকার!

প্রশ্ন আসে স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের কাছেই অহরহ লাঞ্ছিত হচ্ছে যে ভাষা, কাগজে-কলমে সেই ভাষা উচ্চ মর্যাদা পেলেও, তার দৈন্যদশা কি কোনও দিন ঘুচবে?

তাপসী দে
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

অবহেলিত মাস্টারদার মূর্তি

শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনস্থ মহানন্দা জোড়া সেতুর উপর অবস্থিত মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। মূর্তির আশপাশে রয়েছে মাঝারি ধরনের গাছ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ও অবহেলায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দেওয়া মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তিটি আজ গাছগাছালিতে প্রায় দেখাই যায় না। মূর্তির পাদদেশে নামের ফলকটিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলকের চারদিকে আগাছায় ভর্তি। রাত হলেই নেশাখোরদের আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছে দেশের আদর্শ মাস্টারদার মূর্তির পাদদেশ।

অথচ এই দৃশ্য কিন্তু শহরের এককোণে পড়ে থাকা কোনও স্থানের নয়, শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এই জোড়া সেতুর উপর দিয়ে দিনরাত শতশত যানবাহন ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত চলে। মূর্তির এই অবস্থা দেখে দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রশ্ন, স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূল্যায়নে প্রশাসন সচেষ্ট নয় কেন? উক্ত ব্যাপারে আমি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যিশুতোষ সেন, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কবিতার তিন মাইলফলকের পুণ্যশ্লোক

নিঃশব্দে চলে গেল উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তের প্রয়াণ দিবস। সাত বছরেই আড়ালে যাওয়া তাঁর প্রাপ্য নয়।

মাধবী দাস

উত্তরবঙ্গের কাব্যচর্চার ইতিহাসে যেসব বিশিষ্ট নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত অন্যতম। অথচ একরকম নিঃশব্দে কেটে গেল তাঁর আরেকটি মৃত্যুদিন। ২০১৭ সালের ১৫ অক্টোবর দীর্ঘ রোগভোগের পর ডুয়ার্সের মায়া ত্যাগ করে, না-ফেরার দেশে চলে যান তিনি। মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বাংলাভাষার কবি হিসেবে যথেষ্ট সম্মান ও স্বীকৃতির সঙ্গে তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করে। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্যসংস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোগে পালিত হয়েছে স্মরণসভা। তাঁর নামে দেওয়া হয়েছে স্মৃতি পুরস্কার। সেইসব সভায় উপস্থিত অতিথিদের বলতে শোনা গেছে –'পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত হারিয়ে যাবার নন।'

নিষ্ঠাবান কবিতার পাঠকমাত্রই একথা স্বীকার করবেন যে- পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত বাংলা কবিতায় তিনটি মাইলফলক গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন। প্রথমত, বাংলা কবিতায় লাইভ-স্টাডি। দ্বিতীয়ত, বাংলা কবিতায় মিস্টিসিজমের প্রবর্তন ও তৃতীয়ত, দীর্ঘ কবিতায় স্যুরিয়ালিজম।

কবিকে বলা হত ডুয়ার্সের পাখি। পাখির মতো লুকিয়ে লুকিয়ে খুঁটে বেড়িয়েছিলেন ডুয়ার্সের হাসি-কান্না-সৌন্দর্য আর রোমাঞ্চ। তিস্তা- তোর্ষা- সংকোশ নদীসংলগ্ন জনপদে মেচ-রাভা-ওরাওঁ- মুন্ডা আর টোটো সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে নেপালি বস্তিতে, ভুটান পাহাড়ে কেটেছে তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়। জারুল, শাল-পিয়ালের সারি, ঘাসফড়িং আর নামগোত্রহীন সরলবর্গীয় কিছু গাছ, বনকুল, খয়েরের শান্ত পটভূমিতে সোনালি শিশিরসিক্ত ঘাসের বুকে শুয়ে শুয়ে পয়ারে পয়ারে লিখে গিয়েছেন নিজস্ব অনুভূতি! রেখে গিয়েছেন 'কুয়াশার বাগান এ লিটল মিস্ট্রি, 'চাঁদের সংগীত', 'ভাতফুল', 'সাদা নার্সিংহোম', 'মধুনিশি', 'বুড়ো উট বুনো উটে'র মতো একাধিক কাব্যগ্রন্থ ও ছড়ানো ছিটানো বহু গদ্য।

বাংলাদেশের রংপুরে জন্ম হলেও আজীবন কেটেছে ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়িতে। এই ভবঘুরে কবিসন্ন্যাসী সংসারে থেকেও কবিতার জন্য সব স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছিলেন। উত্তরের আরেক ক্ষণজন্মা কবি সুজিত অধিকারীর একটি পংক্তি টেনে বলতে হয়, কবির মৃত্যুর পর ফুলের জন্ম সবসময় যে হয় না; তা যেন বারবার মনে করিয়ে দেয় এইসময় বাংলা কবিতা যাপনে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের এতটা নীরবতা।

প্রশ্ন জাগে, তবে কি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে স্থান না পাওয়া কবি কিংবা তথাকথিত পুরস্কার না পাওয়া কবি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবেন? বাজারে না কেটে পোকায় কাটবে তাঁদের সৃষ্টি? বিশেষ করে উত্তরে বসে যাঁরা কাব্যচর্চা করছেন তাঁদের কি দায়বদ্ধতা নেই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কবি বেণু দত্তরায়, নিত্য মালাকার, পুণ্যশ্লোকের মতো বলিষ্ঠ কলমদের অবিস্মরণীয় রাখা?

প্রতিষ্ঠান- সংঘ-পুরস্কার -পদক আর নিজের সৃষ্টিকর্মই কবি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। নিজের সৃষ্টির পাশাপাশি পূর্বসূরিদের সৃষ্টিগুলো তুলে ধরাও একজন সৎ পরিশ্রমী কবির কাছে প্রত্যাশিত। বর্তমানকালের কবিদের এরূপ নিষ্ঠা থাকলেই হয়তো বাংলা কবিতা টিকে থাকবে স্বরূপে ও স্বমহিমায়। কেননা সমগ্র অতীত, বর্তমান কালের উপর দাঁড়িয়ে ভাবীকালের দিকে এগিয়ে যায় সময়। সাহিত্য যেহেতু সময় ও সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং কবিতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রাখতে অতীতকে মুছে ফেললে চলবে না।

এই কথা মাথায় রেখেই সহৃদয় পাঠকদের কণ্ঠে উচ্চারিত হোক পুণ্যশ্লোকের দুটো পংক্তি – 'চাঁদ লুফে নিল মেঘের কাঠুরে/ বুকে বেঁধে দিল ভীষণ মৃত্যু'।

(লেখক সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭০

পাশাপাশি : ১। মিলেমিশে একাকার ৩। আকারে ছোট ৫। নিম্নমানের বা খারাপ জিনিস ৬। শিথিল বা খোলা ৮। কোনও একটি বিষয়ে একাগ্রচিত্ত ১০। যা ফাটলে শব্দ হয়, শব্দবাজি ১২। উপদ্রবকারী বা উচ্ছৃঙ্খল ১৪। নৌকার মতো দেখতে তাঁতের যে যন্ত্রে সুতো ভরা থাকে ১৫। টকটকে লাল ১৬। টপকে বা ডিঙিয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। ঐকমত্য বা সহমত, অভিন্ন মত ২। পত্রিকার পুজো সংখ্যা ৪। মন্দিরের বেতনভুক পূজারি ৭। পিলসুজ ৯। কালো রঙের ফল ১০। দুখি, বিরস বদন বা শুকনো মুখ ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ৩। যে অকারণে খোশামোদ করতে পছন্দ করে।

সমাধান ■ ৩৯৬৯

পাশাপাশি : ১। বাইশ ৩। কোটনামি ৪। তলবি ৫। দাবিদার ৭। রফা ১০। দস্তা ১২। মিনমিন ১৪। কৌরব ১৫। ছাড়াছাড়ি ১৬। নামতা।

উপর-নীচ : ১। বাহুডোর ২। শতক ৩। কোবিদার ৬। দায়াদ ৮। ফাল্গুন ৯। পানকৌড়ি ১১। স্তাবকতা ১৩। দাবনা।

বিন্দুবিসর্গ

বিতর্কে ন্যায়ের দেবী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : ন্যায়ের দেবীর নতুন মূর্তি ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধল সুপ্রিম কোর্টের অন্দরেই। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এই পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। সংগঠনের সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা এই নতুন মূর্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, 'আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা অবমূল্যায়নের শামিল। বিচারব্যবস্থায় আদালত ও বারের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও বারকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।'

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ন্যায়ের দেবীর নতুন মূর্তির উন্মোচন করেন। তাতে মূর্তির চোখ থেকে কালো কাপড়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। হাতে তরবারির বদলে রাখা সংবিধান। লেডি জাস্টিসের পোশাকেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সীমান্ত চুক্তি নিয়ে বার্তা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) সীমান্ত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক করে তুলতে মতৈক্যে পৌঁছেছে ভারত-চিন। ২৪ ঘণ্টার আগে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠকে সীমান্তে শান্তিই দুই দেশের অগ্রাধিকার বলে জানানো হয়েছে। বিষয়টির উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেছেন, মতৈক্য নিয়ে যে চুক্তি হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে উভয়কেই। সব বিতর্ক মেটাতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিবর্তিত বিশ্বে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আশু সংস্কারে জোর দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। একইসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতকে পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার ওপর। রাশিয়ার কাজানে ষোড়শ ব্রিকস সম্মেলনের ভাষণে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, ন্যায়সংগত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

ভাষণে তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই বার্তা, এটা যুদ্ধের যুগ নয়। কূটনীতি ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। বৃহস্পতিবার জয়শংকর রাশিয়ার কাজান থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরেছেন।

জয়শংকরের কথা, স্থায়ী উন্নয়ন অর্জনে বিশ্ব উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়ছে। কীভাবে একটি ন্যায়সংগত বিশ্ব গড়া যেতে পারে, এই প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য, বিশ্বে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে সেগুলিকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করা দরকার।

আজ থেকে সংঘের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে আরএসএসের বার্ষিক অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল বৈঠক। মথুরায় ওই বৈঠক চলবে শনিবার পর্যন্ত। তাতে দলিত, জম্মু ও কাশ্মীরের সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোট, ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রদর্শিত শোগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা। মোট ৩৯৩ জন আরএসএস নেতা ওই বৈঠকে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। সংঘের প্রচারের দায়িত্বে থাকা সুনীল আম্বেকার বলেন, 'সমাজকে কীভাবে একসঙ্গে থাকতে হবে তা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে। এর আগে বিজয়া দশমীর বক্তৃতায় সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত যে সমস্ত কথা বলেছিলেন সেই ব্যাপারেও মথুরার সভায় আলোচনা করা হবে। ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মগুলিতে যা যা দেখানো হয় তার কী নেতিবাচক প্রভাব শিশুমনে পড়ে সেই ব্যাপারেও কথা হবে।' দলিতদের কাছে পৌঁছোতে কী কী পদক্ষেপ করা হবে সেই ব্যাপারে সংঘের বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা। সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কী রণকৌশল নেওয়া হবে তাও উঠে আসবে আলোচনায়।

দেহ উদ্ধার

লখনউ, ২৪ অক্টোবর : অযোধ্যার অতিরিক্ত জেলা শাসক (আইনশৃঙ্খলা) সুরজিৎ সিংয়ের দেহ বৃহস্পতিবার সরকারি আবাসন থেকে উদ্ধার হল। তিনি সুরসারি লাইন সিভিল কলোনিতে থাকতেন। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে। অযোধ্যার পুলিশ সুপার রাজকরণ নায়ার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

'ডানা'র প্রভাব। বালেশ্বরের সৈকতে ধ্বংসের চিহ্ন। সাক্ষী একটি কুকুর। বৃহস্পতিবার। —এএফপি

ভারতের সঙ্গে সংঘাত ও অপশাসনের জের

ভোটে হারের শঙ্কায় ট্রুডোর ইস্তফা দাবি

অটোয়া, ২৪ অক্টোবর : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর। ভারতের সঙ্গে সংঘাতই কাল হল তাঁর। একদিকে ট্রুডো সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ সংগঠনকে নিয়ে। অন্যদিকে ঘরেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন তিনি। ফলে টানা চারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বেনজির সুযোগ তিনি পাবেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় তৈরি হয়েছে।

বুধবার ট্রুডোর ইস্তফার দাবি জানিয়ে তাঁকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁর দল লিবারাল পার্টি অফ কানাডার ২০ জন সাংসদ। ২৮ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে ইস্তফার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এই খবর দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, সম্প্রতি লিবারাল পার্টির শীর্ষস্থানীয় ২০ জন সাংসদ হুমকি দিয়ে ট্রুডোর উদ্দেশে বলেন, 'নিজে থেকে সরে না গেলে সংসদে বিদ্রোহের মুখে পড়তে হবে আপনাকে।'

বুধবার দলের প্রায় ২০ জন সাংসদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় ট্রুডোর। ককাস বৈঠকের অঙ্গ ওই বৈঠক চলাকালীন তাঁর পদত্যাগের দাবি সম্বলিত এবং ২৪ জন সাংসদের সই করা একটি নথি পেশ করা হয়। সেখানেই ট্রুডোকে পদত্যাগের 'চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি' দেন ওই সাংসদরা। একইসঙ্গে আগামী নির্বাচনের আগেই দলীয় প্রধানের পদ ছাড়তেও বলা হয় প্রধানমন্ত্রীকে। তবে 'চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি' দেওয়া ওই ২০ জন সাংসদের কেউই ট্রুডোর মন্ত্রীসভার সদস্য নন।

এ বিষয়ে ট্রুডো-মন্ত্রীসভার সদস্য মার্ক মিলার বলেন, 'দলীয় সাংসদদের অসন্তোষকে আমরা অসম্মান করি না। অসন্তোষের কারণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনাও স্বাগত। দলের কাছে বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্কের অবনতির কারণে। ট্রুডো গত বছর দেশের সংসদে দাবি করেছিলেন, ভারত সরকারের হাতে খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। তবে ভারত এই অভিযোগ 'ভিত্তিহীন' ও 'প্ররোচনামূলক' বলে অভিহিত করে এবং কানাডার বিরুদ্ধে ভারতবিরোধী চরমপন্থী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ জানায়।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় কূটনীতিক তথা কানাডায় ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার সঞ্জয় বর্মা ট্রুডো সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, তাঁকে খালিস্তানপন্থী হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যা মামলায় 'ব্যক্তি বিশেষ' হিসাবে ঘোষণা করাটা ট্রুডো সরকারের 'পিছন থেকে ছুরি মারা' ছাড়া কিছু নয়। তাঁর কথায়, 'এটা অত্যন্ত হীন আচরণ হয়েছে।' বর্মার আরও অভিযোগ, কানাডা খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে।

ট্রুডোর পাল থেকে হাওয়া সরে যাওয়ার পিছনে সে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলিও রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

একনজরে

- বৈঠকে দলের ২৪ জন সাংসদের সই করা নথি পেশ করে একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলের প্রধানের পদ থেকে ট্রুডোর ইস্তফার দাবি
- ট্রুডোকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলেছেন কানাডার রক্ষণশীল দলের নেতা পিয়েরে পোইলিভ্রে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজের দল নিয়ে এত ব্যস্ত যে, দেশের অর্থনীতি ও অভিবাসন নীতি তাঁর কাছে গৌণ
- শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ভারতের সঙ্গে বিরোধেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন ট্রুডো

'ঘড়ি' অজিতের, ধাক্কা শারদের

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৪ অক্টোবর : মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের আগে ধাক্কা খেল শারদ পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি)। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এনসিপির নির্বাচনি প্রতীক 'ঘড়ি' অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর হাতেই থাকবে। তবে এই ব্যাপারে শীর্ষ আদালত যে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সেই কথাও অজিত গোষ্ঠীকে জানিয়ে দিতে হবে। বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বলেছে, 'যদি আমাদের নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে মনে হয় তাহলে আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগে মামলা দায়ের করব।'

এদিকে মহাবিকাশ আঘাড়ির (এমভিএ) আসনবণ্টন ঘিরে শরিকদের মধ্যে কোনও মতভেদ নেই বলে দাবি করেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) অরবিন্দ সাওয়ান্ত। তিনি এদিন বলেন, 'কোনও জোটে যখন অনেকগুলি শরিক দল থাকে তখন তাতে মতভেদ হতেই পারে। কারণ, প্রত্যেকটি শরিক দলই নিজেদের জন্য সেরাটা আদায় করে নিতে চায়। এটা নিছক মতান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।' এদিন ওয়ার্লি আসনে মনোনয়ন জমা দেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে।

এদিকে এমভিএ-র আসনজট কাটতেই প্রার্থী দেওয়া নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং বিজেপির মধ্যে। বিজেপি যে ৯৯টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে কল্যাণ পূর্ব, থানে, আইরোলি এবং মুরবাদ আসন রয়েছে। কিন্তু ওই চারটি আসনে প্রার্থী দিতে চায় শিন্ডে সেনা। তাছাড়া কল্যাণ পূর্ব আসনে বিজেপি যাঁকে প্রার্থী করেছে সেই সুলভা গায়কোয়াড়ের স্বামী গণপত গায়কোয়াড় শিন্ডেগোষ্ঠীর নেতা মহেশ গায়কোয়াডকে থানার ভিতরে গুলি চালিয়েছিলেন। সেই অভিযোগে বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছেন তিনি।

মস্কোয় কিমের ৩০০০ সেনা

ওয়াশিংটন, ২৪ অক্টোবর : আড়াই বছরেরও বেশি চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এবার উত্তেজনার পারদ বাড়াল উত্তর কোরিয়ার বিপুল সেনা-উপস্থিতি। পিয়ংইয়ং সরকারের প্রায় তিন হাজার সেনা রয়েছে পুতিনের দেশে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউসের দাবি, রুশ ফৌজের শক্তি বাড়াতে মস্কোয় সেনা পাঠিয়েছেন কিম জং উন। আপাতদৃষ্টিতে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে, এই ধারণা তুলে ধরা হলেও, আসল উদ্দেশ্য মার্কিন হাতিয়ারে বলিয়ান ইউক্রেনকে পালটা মার দেওয়া। আমেরিকার দাবি উড়িয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এটা সংবাদমাধ্যমের অপপ্রচার।

উত্তরপ্রদেশে প্রার্থী দিল না কংগ্রেস

লখনউ, ২৪ অক্টোবর : হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটে হারের ধাক্কায় যথেষ্ট ব্যাকফুটে কংগ্রেস। তাই মহারাষ্ট্রের পর এবার উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচনেও ইন্ডিয়া শরিকদের চাপের সামনে মাথা নত করল হাত শিবির। উত্তরপ্রদেশের ৯টি বিধানসভা আসনে ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন হবে। ওই ৯টি আসনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে বুধবার গভীর রাতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের কথাবার্তা হয়। সূত্রের খবর, ওই আলোচনায় রাহুল জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের ৯টি আসনের একটিতেও প্রার্থী দেবে না কংগ্রেস। ওই আসনগুলিতে সাইকেল নির্বাচনি প্রতীকে লড়াই করবেন ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা। সাইকেল সপার নির্বাচনি প্রতীক। তাঁর

ওই ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতা অবিনাশ পান্ডে ঘোষণা করেন, তাঁরা উপনির্বাচনে সপাকে সমর্থন করবেন।

এর আগে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছিল, ফুলপুর মীরাপুর আসন দুটি না পেলে উপনির্বাচনে প্রার্থী দেবে না তারা। কিন্তু সপা তাদের গাজিয়াবাদ এবং খায়ের আসন দুটি ছাড়তে সম্মত হয়। যেহেতু ওই দুটি আসন বিজেপির শক্ত ঘাঁটি তাই কংগ্রেস সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ দেখায়নি। বুধবার ওয়েনাড থেকে ফিরে অখিলেশের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল। তারপরই অখিলেশ ঘোষণা করেন, 'কংগ্রেস ও সপা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে। আসন্ন উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট জয়ের নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে।' এদিকে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি।

খাড়গেকে অপমান, মানতে নারাজ হাত

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : ওয়েনাডে বুধবার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার মনোনয়ন পর্বে দলের সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করল বিজেপি। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস। বিষয়টিকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে দাবি করেছে তারা। গেরুয়া শিবিরের তরফে একটি ভিডিও ক্লিপিংস সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে, কালপেট্টায় প্রিয়াংকার মনোনয়ন দাখিলের সময় খাড়গেকে রিটার্নিং অফিসারের ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সহ একাধিক বিজেপি নেতা ওই ভাইরাল ভিডিও শেয়ার করেছেন। কংগ্রেসকে দলিতবিরোধী বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

তবে কংগ্রেস দাবি করেছে, ওয়েনাডে মনোনয়ন পেশের আগে একটি রোড শো এবং জনসভা করেছিলেন প্রিয়াংকা। পরে রিটার্নিং অফিসারের কাছে স্বামী রবার্ট ভদরা ও পুত্র রেহানকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান তিনি। প্রিয়াংকা জানান, কংগ্রেস সভাপতি, তাঁর মা এবং দাদা সভায় রয়েছেন। শীঘ্রই চলে আসবেন। তাঁরা চলে এলেই স্বামী ও পুত্র বেরিয়ে যাবেন। দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে প্রিয়াংকা প্রথম দফার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এর কিছুক্ষণ পরে সোনিয়া গান্ধি কালেক্টরেট অফিসে পৌঁছোন। খানিকটা পরেই পৌঁছোন খাড়গে এবং কেসি বেণুগোপাল। কিন্তু রিটার্নিং অফিসার সেইসময় মনোনয়ন পত্র খতিয়ে দেখছিলেন বলে তাঁদের ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেই প্রক্রিয়া শেষ হতেই রবার্ট ভদরা ও তাঁর ছেলে বেরিয়ে যান। দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় প্রিয়াংকার সঙ্গেই ছিলেন খাড়গে।

জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে মোদির কাছে ওমর

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। গত সপ্তাহে সদ্যগঠিত জম্মু ও কাশ্মীর মন্ত্রীসভায় কাশ্মীর সংক্রান্ত যে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল সেটিও মোদির হাতে তুলে দিয়েছেন ওমর। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই ছিল ওমরের প্রথম নয়াদিল্লি সফর।

মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গেও দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আদতে সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও ভূস্বর্গকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান ওমর। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। তবে কবে নাগাদ সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে সেই ব্যাপারে নিশ্চয়তা ওমরকে দেননি শা। সূত্রের খবর, সৌজন্যের পরিবেশে শা-ওমর বৈঠক হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের নবনির্বাচিত সরকারকে কেন্দ্রের তরফে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাসও দিয়েছেন শা।

জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটিকে উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা আগেই অনুমোদন দিয়েছেন। ওই প্রস্তাবে সাফ বলা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের অভিন্ন পরিচয় এবং মানুষের সাংবিধানিক অধিকারগুলি রক্ষা করাই নবনির্বাচিত সরকারের নীতি।

এদিকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম এদিন বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ একজন মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁদের সুরক্ষা দেখার জন্য একটি সরকারকেও নির্বাচিত করা হয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কর্তৃত্বই নেই। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। বুধবার উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু তাতে ওমর আবদুল্লা ছিলেন না। সেই প্রসঙ্গ তুলে চিদম্বরম বলেন, 'নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। ওঁকে আদৌ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কি না তাও জানা নেই আমার। বর্তমান আইন অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উপরাজ্যপালের এক্তিয়ারে রয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ওমরের। নয়াদিল্লিতে।

সেবি প্রধান গরহাজির পিএসি-তে বিতণ্ডা

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : সেবি প্রধানের না আসা নিয়ে বিজেপি বনাম কংগ্রেসের মধ্যে বিতণ্ডা বাধল সংসদের পিএসি বা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে। হিন্ডেনবার্গ কাণ্ডে সাফাই চেয়ে বৃহস্পতিবার সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচকে তলব করেছিল পিএসি। কিন্তু তিনি না আসায় বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল। পিএসি চেয়ারম্যানের এহেন পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে বিজেপি। তাঁর আচরণ অসংসদীয় বলে তোপ দেগে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দ্বারস্থ হয়েছেন পিএসি-র বিজেপি এবং এনডিএ সদস্যরা। পিএসি চেয়ারম্যান একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলে তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির।

বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার পারফরমেন্সের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সেবি প্রধানকে বৃহস্পতিবার তলব করেছিল পিএসি। কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেওয়ার পর বেণুগোপাল সাংবাদিকদের বলেন, 'আজ সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আমাদের সেবি চেয়ারপার্সন এবং অন্য সদস্যদের তরফে জানানো হয়, ব্যক্তিগত জরুরি কাজের জন্য তিনি দিল্লি আসতে পারবেন না। যেহেতু একজন মহিলা ওই অনুরোধ করেছেন, তাই কমিটি বৈঠকের দিন পিছিয়ে দিয়েছে।'

কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যে খুশি হতে পারেনি বিজেপি। দলের সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'বেণুগোপাল একতরফাভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। পিএসিতে বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলির একাধিক সদস্য স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করবেন।' পিএসিতে বিজেপির অপর সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'বেণুগোপালের আচরণ অসাংবিধানিক। অস্তিত্বহীন কিছু ইস্যুকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্মানহানি করানোর চেষ্টা চলছে।'

পিছিয়ে গেল বৈঠক

বিমানে নাগাড়ে হুমকি নিয়ে উদ্বেগ মোদির

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : গত কয়েকদিন ধরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বিমানে একের পর এক বোমা-হুমকির প্রেক্ষিতে উদ্বেগপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমানে লাগাতার বোমা-হুমকির প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সরকারের সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে যৌথ সমন্বয়ের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার এই ধরনের বোমা-হুমকি ও ভুয়ো বার্তাকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া, ভিস্তারা, স্পাইসজেট, অ্যালায়েন্স এয়ার এবং আকাসা এয়ার-এর কমপক্ষে ৯৫টি বিমান একই ধরনের হুমকি পেয়েছে। এর জেরে গত ১০ দিনে আড়াইশোরও বেশি বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বোমা-হুমকি পাওয়া বিমানগুলির মধ্যে ২৫টি আকাসা এয়ার এবং এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং ভিস্তারা-র প্রতিটির ২০টি করে এবং স্পাইসজেট ও অ্যালায়েন্স এয়ার-এর ৫টি করে বিমান রয়েছে।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হুমকি বার্তার উৎস শনাক্ত করতে সরকার সক্ষম হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিমান পরিবহণমন্ত্রক।

অন্ধ্র-বিহারকে প্যাকেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : বিরোধ শাসিত রাজ্যগুলি যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব তখন ফের এনডিএ শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করল মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার বৈঠকে বৃহস্পতিবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প এবং একটি মহাকাশ খাতের উদ্যোগকে অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রীসভায় যে দুটি রেল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে তার মূল্য ৬,৭৯৮ কোটি টাকা। প্রথম প্রকল্পটি বিহারের নারকটিয়াগঞ্জ এবং মুজফফরপুরের মধ্যে ২৫৬ কিমি দীর্ঘ রেললাইন ডাবলিং-এর। এই রুটের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি নেপালের সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হবে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি একটি নতুন রেললাইন নির্মাণের, যা তেলেঙ্গানার ইয়েররুপলেম এবং অন্ধ্রের নম্বুরের মধ্যে বিস্তৃত হবে এবং অমরাবতীর মধ্য দিয়ে যাবে।

এর পাশাপাশি মহাকাশ খাতে কাজ করা স্টার্টআপগুলির উন্নতির জন্য 'ইন স্পেস' প্রকল্পের আওতায় জন্য ১,০০০ কোটি টাকার একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কার পর বিজেপির দুই শরিক চন্দ্রবাবু নাইডু এবং নীতীশ কুমারের মূল দাবিই ছিল অন্ধ্র এবং বিহারের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ। সেই কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও বিশেষ দাবিদাওয়া জানাননি শরিকরা। সেটা একপ্রকার বাধ্য হয়েই প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে মেনে নিয়েছিলেন নির্মলা সীতারামন। অর্থমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন অন্ধ্রের নতুন রাজধানী অমরাবতীর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাড়তি ১৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হবে।

মামলা থেকে মুক্তি জিয়ার

ঢাকা, ২৪ অক্টোবর : হত্যা ও দুর্নীতির মামলা থেকে মুক্তি পেলেন বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়া। বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেনার হ্যান্ডলিংয়ের কাজ একটি সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল খালেদার বিরুদ্ধে।

২০০৭ সালে খালেদা সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা করেছিল। অপরদিকে ২০১৫ সালে বিএনপি-র অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি চলাকালীন পেট্রোল বোমা হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৪২ জনের। তাতে খালেদা সহ চারজনের নামে মামলা হয়েছিল। সেই মামলাগুলি এদিন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

কেনিয়া থেকে চিতা আনছে ভারত

নাইরোবি, ২৪ অক্টোবর : নামিবিয়াকে ছেড়ে এবার পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়া থেকে ভারত চিতা আমদানি করবে।

ভারতের পরিবেশমন্ত্রক ও জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের (এনটিসিএ) চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বর্তমানে কেনিয়ায় রয়েছে। সেখানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কিত একটি সমঝোতা চুক্তি (মউ) চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে খবর। সবকিছু ঠিকঠাক চললে কেনিয়া থেকে বছরে ৮ থেকে ১৪টি চিতা আনার ব্যাপারে মউ স্বাক্ষরিত হতে পারে।

চলতি বছরের মে মাসে কেনিয়ার ছয় সদস্যের একটি দল দিল্লি এবং মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যান ও গান্ধি সাগর অভয়ারণ্য পরিদর্শন করে। এরপরই চিতা আমদানি নিয়ে দু'দেশের মধ্যে মউ স্বাক্ষরের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ভারতে এক সময় প্রচুর সংখ্যায় চিতা থাকলেও নির্মমভাবে শিকারের কারণে পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতে আবার নতুন করে চিতার বংশবৃদ্ধির জন্য ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে নামিবিয়া থেকে দু-দফায় ২০টি চিতা আনা হয়েছিল। তার মধ্যে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে শাবক সহ কমপক্ষে ১১টি চিতার। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারার জন্যই চিতাগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই কারণেই নামিবিয়ার বদলে এবার বিকল্প হিসাবে কেনিয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। কেনিয়ার চিতাবাঘ ভারতের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।

টয়ট্রেন বন্ধ, তবু ‘রেকর্ড’ আয়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গিয়েও একশো কোটি ছোঁয়া হল না। পাহাড়-সমতলের মধ্যে টয়ট্রেন চললে অনায়াসেই এই লক্ষ্যপূরণ হয়ে যেত, আক্ষেপ রেলকর্তাদের। বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে প্রতি বছরই স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে বাড়তি অর্থ রোজগার করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু ৭৪টি স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে ৯৪.১৩ কোটি টাকা বাড়তি রোজগার, ভাবতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট জোনের রেলকর্তারা। রেলের প্রতি আস্থা থাকায় দিনদিন যে যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে, তা এই রোজগারের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট, বক্তব্য তাঁদের। বাড়তি রোজগারের টাকা এই অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে জানাচ্ছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

উৎসবের সময় গড়াচ্ছে না পাহাড়-সমতলের মধ্যে টয়ট্রেনের চাকা। টয়ট্রেনের চলাচল সীমাবদ্ধ রয়েছে পাহাড়ের পাকদণ্ডির মধ্যে। প্রতি বছরই ভিড়ে ঠাসা থাকে সমতল-পাহাড়ের মধ্যে চলা টয়ট্রনে। যাত্রী ভিড় সামাল দিতে বাড়তি স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় রেললাইন বসে যাওয়ায় বাড়তি ট্রেন তো দূরের কথা, শিডিউলে থাকা টয়ট্রেনই চালানো সম্ভব হয়নি। বাড়তি ট্রেন চালানো সম্ভব হলে বাড়তি রোজগার একশো কোটি টাকা ছুঁয়ে যেত বলে মনে করছেন রেলকর্তাদের একটা বড় অংশ। এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘মহালয়া থেকে কালীপুজো, টানা একমাস স্পেশাল ট্রেন চললে আয়টা আরও হত। সেক্ষেত্রে একশো কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলা যেত না, কে বলতে পারে।’

নির্ধারিত অপারেশনাল বেঞ্চমার্কের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে যাত্রীদের চাহিদা এবং সহযোগিতায়। বাড়তি যে রোজগার হয়েছে তা পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

\- কপিঞ্জলকিশোর শর্মা
মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

এদিকে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নতুন করে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে খেলনা গাড়ির চলাচল শুরু করতে চাইছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমারের উপস্থিতিতে এনজেপিতে শুক্রবার একটি বৈঠক রয়েছে। এই বৈঠকটিতে ডিএইচআরের পরিকাঠামো এবং টয়ট্রেন চলাচলের বিষয়টি আলোচনা হতে পারে বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের হিসেব বলছে, চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৭৪টি স্পেশালের ৬৭৩টি ট্রিপে বাড়তি আয় হয়েছে ৯৪.১৩ কোটি টাকা। ৮,৮৩৭টি বার্থে পরিষেবা পেয়েছেন প্রায় ৯.৮ লক্ষ যাত্রী। স্পেশাল ট্রেনের চাকা এখনও গড়াচ্ছে। অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার আগে স্পেশালের সংখ্যা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে রোজগার আরও বাড়বে বলে আশাবাদী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, ‘নির্ধারিত অপারেশনাল বেঞ্চমার্কের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে যাত্রীদের চাহিদা এবং সহযোগিতায়। বাড়তি যে রোজগার হয়েছে তা পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।’

যত্নের হাতে মায়ের মুখ। কোচবিহার শহরের কুমোরটুলিতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

লেডিজ স্পেশাল বাস চালু নিয়ে সংশয়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : মহিলাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মাসখানেক আগে লেডিজ স্পেশাল বাস চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্তারা। কিন্তু দু’বার তারিখ বদল হলেও এই বাস চালু করতে পারলেন না তাঁরা। আদৌ এই বাস চলবে কি না, তা নিয়েও সন্দিহান অনেকেই। কারণ ইতিমধ্যেই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন প্রশ্ন তুলেছে যে, এই বাস চালানোর মত কোনও পরিকাঠামোই সংগঠনের নেই। পরিকাঠামো না থাকলেও কেন কর্তৃপক্ষ এধরনের ঘোষণা করল তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছেন না কেউই।

এবিষয়ে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স ইউনিয়ন ও তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপেশ দাস বলেন, ‘বাস চালু নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে তারপর এই বাস চালু হোক।’ তবে বারবার তারিখ বদলে এই বাস আদৌ চলবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে মিটিং করে দুর্গাপুজোর আগে স্পেশাল বাস চালানোর কথা জানানো হয়। কিন্তু কালীপুজোতেও চালু হচ্ছে না এই ‘লেডিজ স্পেশাল বাস’।

তবে রাসমেলার আগেই এই বাস পরিষেবা চালু করার কথা জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ায় এখনই এই পরিষেবা চালু হচ্ছে না। আগামী ১৪ নভেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটে এই পরিষেবা চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। রাসমেলার আগে এই পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

জানা গিয়েছে, আপাতত দুটি বাস কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটে চালানো হবে। পরবর্তীতে কোচবিহার-দিনহাটা এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রুটেও এই বাস চালানো হবে। লেডিজ স্পেশাল বাস চালুর জন্য মোটামুটিভাবে নয় থেকে দশজন মহিলা কনডাক্টরের নাম বাছাই করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-দিনহাটা এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রুটে লেডিজ স্পেশাল বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পরিবহণ সংস্থা। পরবর্তীতে কালীপুজোর মধ্যে এই বাস চালানোর কথা ছিল তাদের। এবার নির্বাচন ঘোষণা হওয়ায় কালীপুজোর আগেও এই পরিষেবা চালু করতে পারবে না তারা। রাসমেলার আগে এই পরিষেবা আদৌ কি চালু করা সম্ভব? তা নিয়েও চিন্তিত সকলে।

পর্যবেক্ষক বিভ্রাট সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে কমিশন

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : উপনির্বাচনের মুখে পর্যবেক্ষকদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে কমিশন। রাজ্যের আসন্ন ৬টি বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য মোট ১৫ জন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেক পর্যবেক্ষকই এখনও এসে পৌঁছোতে পারেননি রাজ্যে। যদিও কমিশনের দাবি, দু-একদিনের মধ্যেই সবাই পৌঁছে যাবেন নিজ নিজ কেন্দ্রে। সূত্রের খবর, এদিন কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে উপ নির্বাচন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মার কাছেও বিষয়টি জানিয়েছে সিইও দপ্তর। এদিন দিল্লিতে সুবিধা ২.০ নামে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন করেন মুখ্য নির্বাচনি কমিশনার রাজীব কুমার। এই অ্যাপের মাধ্যমে উপনির্বাচনের প্রচারের অনুমতি পেতে প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলির সুবিধা হবে বলে দাবি করেছে কমিশন।

১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি বিধানসভায় উপনির্বাচন। সেই উপনির্বাচনের জন্য ১৫ জন পর্যবেক্ষক আসার কথা রাজ্যে। এর মধ্যে তিন পুলিশ পর্যবেক্ষক ও ৬ জন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক ও নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ক এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার। সূত্রের খবর, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বিধানসভার এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোননি। এক সাধারণ পর্যবেক্ষক ও এক পুলিশ পর্যবেক্ষকের রাজ্যে পৌঁছোনো নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একইভাবে এই রাজ্য থেকে কেরলের উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আইপিএস কর্তাকে নিয়েও একইরকম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আগামী ২৫ তারিখ উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা শেষ হবে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রচার।

এই পর্যায়ে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বেশ কয়েকজন পর্যবেক্ষকের অনুপস্থিতিতেই কার্যত তা করতে হচ্ছে কমিশনকে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ডাকে এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাব। পরিস্থিতির কথা তাঁকেও জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক।

জয়গাঁর বাসিন্দাদের সঙ্গে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

জয়গাঁর শোকে আরজি করের সুর

জয়গাঁ, ২৪ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার প্রতিবাদের সুরে কোথাও যেন মিলে গেল আরজি করের তরুণী চিকিৎসক ও জয়গাঁর সেই মেয়েটি। এদিন জয়গাঁর মৃতা নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছে যান জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর প্রতিনিধিরা। শিলিগুড়ি ও কলকাতা মিলিয়ে তিনজন চিকিৎসক এসেছিলেন নির্যাতিতার বাড়িতে। তাঁরা এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দেন। এই চিকিৎসকরা আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচির অন্যতম মুখ ছিলেন।

চিকিৎসকদের সেই দলে ছিলেন প্রলয় বসু, পবিত্র গোস্বামী ও পার্থসারথি সরকার। বেলা ১২টা নাগাদ আসেন নির্যাতিতার বাড়িতে। পাড়ায় তাঁরা ঢুকতেই তাঁদের দেখে এগিয়ে আসেন এলাকাবাসীরা। মৃতা নির্যাতিতার বাড়িতে স্থানীয়রাই নিয়ে যান সেই চিকিৎসকদের। চিকিৎসকরা প্রথমে দেখা করেন নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে। কিন্তু পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে স্পষ্ট কথা বলতে পারেন না। মেয়েটির মায়ের সঙ্গে ডাক্তাররা কথা বলতে গেলে ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি। সদ্য মেয়ে হারানোর যন্ত্রণা এখনও লেগে রয়েছে তাঁর চোখেমুখে। না খেতে পারছেন, না ঘুমোতে পারছেন। বেশভূষারও ঠিক নেই। মায়ের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলেন। তাঁর কাছ থেকে শোনেন সব কথা। সেই সঙ্গে সেই পরিবারটির দৈন্যদশাও দেখেন তাঁরা।

ডাঃ প্রলয় কথা বলেন এলাকাবাসীর সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তিনি জানতে পারেন অভিযুক্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এই বাড়ির সঙ্গে মুল অভিযুক্তর চেনা পরিচয় ঠিক কবে থেকে ছিল, সেই বিষয়ে জানতে চান।

এই প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পবিত্র বলেন, ‘একটা শিশুর সঙ্গে যদি এই ঘটনা ঘটে, তাহলে কেউ সুরক্ষিত নয়। যদি দৃষ্টান্তজনক শাস্তি না হয়, তাহলে এমন ঘটনা আবারও ঘটতে পারে।’ আর এমন ঘটনা রুখতে এলাকার মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদের ভাষা কড়া করতে হবে। বলেন পবিত্র। তিনি আরও বলেন, ‘মহিলারা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলেই সুবিচার মেলে। আন্দোলন থামিয়ে দিলে চলবে না। আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ জানাব। প্রশাসনকে জানাচ্ছি তদন্তে কোনও প্রকারের গড়িমসি যেন না হয়।’

কথাবার্তার পরে দোষীদের শাস্তির স্লোগান তুলে এলাকায় মিছিল বের করেন চিকিৎসকেরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নির্যাতিতার পাড়ার অন্য মহিলারা। সকলের কণ্ঠেই শোনা যায় এক আওয়াজ, ‘দোষীদের ফাঁসি চাই।’

এদিকে সেই দোষীদের ফাঁসির দাবিতেই এদিন বিকেলে নির্যাতিতার বাড়ির সামনে থেকে একটি মোমবাতি মিছিল বের হয়। যেখানে মোমবাতি হাতে হাজির হয়েছিলেন জয়গাঁর বিভিন্ন প্রান্তের হাজারখানেক বাসিন্দা। নির্যাতিতার মাও হাঁটেন সেই মোমবাতি মিছিলে।

দীপাবলিতে রিলায়েন্সের ফেস্টিভাল

নিউজ ব্যুরো

২৪ অক্টোবর : এই দীপাবলিতে রিলায়েন্স ডিজিটালের ‘ফেস্টিভাল অফ ইলেক্ট্রনিক্স’ সেল কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্সের ব্লকবাস্টার ডিল ভারতীয়দের মাতিয়ে রাখবে। গ্রাহকরা ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে করা কেনাকাটার ওপরে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্টের সুবিধা পাবেন। এই অফারটি দেশজুড়ে সমস্ত রিলায়েন্স ডিজিটাল বা মাই জিও স্টোরে মিলবে। সেই সঙ্গে reliancedigital.in-এও পাওয়া যাবে। এছাড়া, স্টোরে গেলে ২২৫০০ টাকা পর্যন্ত সুবিধা এবং ফিন্যান্স বিকল্প পাবেন গ্রাহকরা।

পিঙ্ক ভ্যানেই ‘মদ্যপ’ পুলিশ

প্রথম পাতার পর

সেখানে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয়রা যখন ঘিরে ধরে এএসআইকে প্রশ্ন করছেন, ‘আপনি মদ খেয়ে রয়েছেন’ তখন বাকি পুলিশকর্মীরাও তার কোনও প্রতিবাদ করছেন না। মিনিট খানেকের বিবাদের পরই কোনওমতে গাড়িতে উঠে সেখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টাও করেন পুলিশকর্মী। কমিশনারেট সূত্রে খবর, ওই এএসআইয়ের বিরুদ্ধে এর আগেও অভব্য আচরণের অভিযোগে তদন্ত হয়েছিল। তখন তিনি প্রধাননগর থানায় কর্মরত ছিলেন। সেবার অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন বিভাগীয় তদন্ত চলেছিল। বর্তমানে পুলিশ লাইনে থাকলেও রোটেশনের ভিত্তিতে পিঙ্কভ্যানের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু তাতেই নতুন করে মুখ পুড়ল পুলিশের।

জমি লিজের ভাবনা

প্রথম পাতার পর

ভূমি সংস্কার আইনে গরিব মানুষ জমির পাট্টার আবেদন করতেই পারে।

গজলডোবায় সরকারি জমিতে বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ তাঁর বাগানবাড়িতে নজর ফেলতেই প্রশাসনের কর্তারা সেখানে গিয়ে ‘বুড়ি ছোঁয়া’ দিয়ে এসেছিলেন। সেই রঞ্জনই সরকারের কাছে জমির লিজের জন্য আবেদন করেছেন বলে খবর।

রঞ্জনের যুক্তি, ‘আমি জমি দখল করে রাখিনি, সরকারও সেরকম কিছু জানায়নি। যা বলার সংবাদমাধ্যম বলেছে। আমার আওতায় যে জমি ছিল, সেই বিষয়ে মামলা হয়েছে। আদালত দুটি জমির ক্ষেত্রে আমার এবং আমার মেয়ের পক্ষে রায় দিয়েছে। সরকারও বিষয়টি মেনে নিয়েছে।’

ফুলবাড়ির এক ব্যবসায়ীও একইভাবে লিজের জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর মন্তব্য, ‘নিয়ম মেনে লিজের আবেদন করেছি। সরকারকে নির্ধারিত মূল্য দিয়েই জমিটি কাজে লাগাতে চাইছি।’

ফুলবাড়ি সংলগ্ন একটি জায়গায় সরকারি জমি দখল করে রীতিমতো বসতি ও বাজার বানিয়ে ফেলেছেন তৃণমূলের এক নেতা। তাঁর জমি কারবারের কথা সকলে জানলেও পুলিশ তাঁর টিকিটি ছোঁয়নি। ওই নেতার বিরুদ্ধে পোড়াঝারেও জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এমনই অভিযোগ ছিল ডাবগ্রামের এক নেত্রীর বিরুদ্ধে। কিন্তু অজ্ঞাত কোনও কারণে পুলিশ মাত্র তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে ক্ষান্ত হয়েছিল। তার মধ্যে দেবাশিস ও গৌতম দুজনই প্রমাণের অভাবে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু বাকি যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের কী হবে সেই প্রশ্ন উঠছে।

তৃণমূলের ব্লক স্তরের এক নেতার কথায়, ‘অনেকেই জমির কারবার করে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গিয়েছে। সরকার যদি এখন লিজে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে ওই দু’নম্বরি নেতাদের কারবারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।’

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন ১) রাকেশ সিং বলছেন, ‘জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচুর নথি জোগাড় করতে হয়। সেই মতো ধারাবাহিক তদন্ত চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত শেষ হয়নি।’

উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ২৪ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’র জেরে কলকাতা-বাগডোগরা রুটের তিনটি উড়ান বাতিল করা হল। এর মধ্যে দুটি ইন্ডিগো ও একটি এয়ার ইন্ডিয়ার। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে ইন্ডিগোর একটি বিমান বাগডোগরায় অবতরণ করার কথা ছিল। ৬টা ৫০ মিনিটে বাগডোগরা থেকে ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল সেটির। কিন্তু ডানার জেরে ওই উড়ান বাতিল করা হয়। এছাড়া শুক্রবার ইন্ডিগোর আরেকটি কলকাতা-বাগডোগরা বিমান বাতিল করা হয়েছে। বাতিলের তালিকায় রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার অপর একটি উড়ানও।

চাঁদার জুলুম

প্রথম পাতার পর

কোর্ট মোড়ের কাছেও একইভাবে চাঁদার জন্য গাড়ি দাঁড় করানো হচ্ছে। টাউন স্টেশন পাইকারি সবজি বাজার থেকে তিন চাকার গাড়িতে পেঁয়াজবোঝাই করে ফুলবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন রতন বিশ্বাস। তাঁর কাছ থেকেও ৫০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। রতনের কথায়, ‘যে রুট দিয়ে যাতায়াত করি, সেখানে যারাই চাঁদা নিচ্ছে সেগুলির রসিদ নিয়ে রাখছি। যাতে দ্বিতীয়বার চাঁদা নিতে না পারে। কিন্তু নিত্যনতুন অনেকে পুজোর কথা বলে চাঁদা চেয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। চাঁদা দিতে না চাইলেই ঝামেলা পাকাচ্ছে।’

চাঁদার জুলুমের বিষয়টি আবারও খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন ১) রাকেশ সিং।

৩ ব্যাংকে হানা সিবিআইয়ের

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির আর্থিক তছরুপ কাণ্ডে ফের শহরে এসেছে সিবিআইয়ের দল। বৃহস্পতিবার দিনভর শহরের তিনটি ব্যাংকে হানা দিলেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সিবিআই চাইছে ঘটনায় প্রকৃত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত প্রমাণ তৈরি করে আদালতে পেশ করতে। তাই অভিযুক্তদের ধরপাকড়ে মেপে পা ফেলছেন গোয়েন্দারা।

জোড়-বিজোড়

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : যানজট নিরসনে এবার পাহাড়পথে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে গাড়ি চলাচল। এক্ষেত্রে মেনে চলা হবে জোড়-বিজোড় নীতি। রোজকার যানজট থেকে সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে এমন সিদ্ধান্ত সিকিমের পরিবহণ দপ্তরের। গ্যাংটক শহরের মেফেয়ার-এর গেট থেকে জিআইসিআই (জিরো পয়েন্ট) পর্যন্ত জাতীয় সড়কে এই নয়া নিয়ম কার্যকর হচ্ছে শনিবার থেকে।

বৃহস্পতিবার পরিবহণ দপ্তরের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা এবং সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত নিয়মটি কার্যকর থাকবে। তবে ছাড় দেওয়া হয়েছে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়িগুলিকে। জানা গিয়েছে, যে গাড়ির নম্বরের শেষ সংখ্যা বিজোড়, সেগুলো চলাচল করবে বিজোড় সংখ্যার তারিখে। যথারীতি জোড় সংখ্যার গাড়িগুলি ওই পথে চলবে জোড় সংখ্যার তারিখে। পরবর্তী নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকছে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

বাড়িতে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : আগুনে পুড়ল বাড়ি। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে পুঠিয়ার ভোটাখানা গ্রামের মালবস্তিতে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনটি গবাদিপশুরও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে মুসেব আলমের (৫০) বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। বিষয়টি লক্ষ করে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ছটরগাছ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এছাড়া ছটরগাছ ফাঁড়ির ওসি রাজু কুমারও ঘটনাস্থলে আসেন। আগুনে ঘরের বিভিন্ন সামগ্রী পুড়েছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনটি গবাদিপশুর। পুঠিয়া ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী তারা কুমারী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতির পরিমাণ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে ত্রাণ বিলির আশ্বাস দিয়েছেন। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

স্টপের সময় বৃদ্ধির দাবি

জলপাইগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : জলপাইগুড়ির ট্রেন পরিষেবা উন্নতির জন্য জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দার্জিলিং মেলের পাশাপাশি হলদিবাড়ি–কলকাতা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের স্টপের সময়সীমা দু’মিনিট বাড়ানোর দাবি উঠল। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক অভ্র বসু এই দাবিতে কাটিহারের এনএফ রেলওয়ে সিনিয়ার ডিসিএমকে চিঠি দিয়েছেন।

জেলার খেলা

বিদায় শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল খো খো-য় কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল শিলিগুড়ির অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের দল। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে বৃহস্পতিবার রাতে তারা ১০-১১ পয়েন্টে হেরে যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে। এর আগে শিলিগুড়ি এক ইনিংস ও ১২ পয়েন্টে বীরভূমের বিরুদ্ধে জয় পায়। তবে শিলিগুড়ির সংগীতা বর্মন ও রিয়া সিংহ অনূর্ধ্ব-১৪ বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে বলে শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন।

তৃণমূল ভুগছে ‘আধাসেদ্ধ’ সিনড্রোমে

প্রথম পাতার পর

মমতার জমানার সাম্প্রতিক ট্রেডমার্ক হয়ে উঠেছে এটাই। কিছুদিন একটা ব্যাপারে হইচই চলে। চলে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গানের মতো ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর চিৎকার। তারপর আবার একেবারে চারদিক স্তব্ধ। এক স্মরণীয় কবির ভাষায়, ‘ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।’ অন্য বিশ্ববরেণ্য কবির লেখায়, ‘হাপুস হুপুস শব্দ, চারদিক নিঃস্তব্ধ, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।’

আচমকা কারণহীন আটকে যাওয়ার মধ্যে যে সুতীব্র হিউমার, তা সুকুমার রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলেও প্রকাশ করতে পারবেন কি না সন্দেহ। এমন হিউমার লেগে বিরোধী দলগুলোর কাজকর্মেও। রাজ্যের শাসকদল কিছু করব, কিছু করব বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। বিরোধীরাও ঠিক এক ভঙ্গিতে আচমকা প্রতিবাদ থামিয়ে দেয়। এইভাবে আমরা দেখি, সৈকত চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস প্রামাণিক, স্বপন সাহা, অলোক চক্রবর্তীর মতো ধিকৃত চরিত্ররা প্রবলপরাক্রমে ফিরে আসেন ক্ষমতায়। নেতাদের বেআইনি বাগানবাড়িগুলো থেকে যায়। অঙ্ক শুরু হয়, কীভাবে এঁদের বেআইনি জমিগুলোতে আইনের স্টাম্প মারা যায়। জনতাও চুপ, বিরোধীরাও চুপ।

বহুদিন ধরে শুনি, ফাটাপুকুরের বিএলআরও অফিস বেআইনি কাজকর্মের আখড়া। মালবাজারে বাজার হল অসততার। শিলিগুড়ি বা মালদায় আইন ভেঙে নির্মাণ হয়েই চলেছে। বালাসন-সংকোশের বালি চুরি চলছে। সব শুনেই যাই। কিছু লাভ হয় না। সৈকত বা স্বপনের তেমন শাস্তিই হয় না।

এইভাবে সব সমস্যাই থেকে যায় হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ দশায়। শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, শিল্প বলুন। টালিগঞ্জের বিনোদন বলুন, ময়দানের সমস্যা বলুন। সব অর্ধসেদ্ধ, অর্ধসত্য হয়ে পড়ে থাকে।

মমতার আপাতত প্রধানতম সমস্যা, যে চাটুকারের দল তাঁকে ঘিরে রেখেছে, তারা আসল সত্যিটা তাঁর কানে পৌঁছে দিচ্ছে না। ভুল তথ্য যাচ্ছে এবং অর্থহীন হয়ে উঠছে মমতার আন্তরিকতা। এবং মমতার সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, বিরোধী পার্টিগুলোর নেতারাও আরও অযোগ্য। রাজ্যে সংগঠন বলে কিছু নেই। মুখেন মারিতং জগৎ। সিপিএমের কিছু লেখক-অভিনেত্রী ফেসবুকে ও ক্যামেরায় হঠাৎ প্রাত্যহিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। যেন ডাক্তারদের আন্দোলন আর কলকাতার রাতদখল দিয়েই নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়া যায়! বিজেপি আরও সরেস। সাম্প্রদায়িকতার সানাইয়ের মাঝে সেখানেও তৃণমূলের মতো অসৎ ও আদর্শহীনদের ভিড়। তৃণমূলে কলকে না পেয়ে বিজেপির হুঁকো ধরেছেন। সেখানেও ভাইদের ওপর দাদাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। অধিকাংশ শহরেই দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি-সিপিএম লাগাতার সরব নয়। দুর্জনেরা যুক্তি দেন, স্থানীয় স্তরেই সেটিং তলে তলে। কংগ্রেস দিগভ্রান্ত।

তাই এখনই বলা যায়, কাশফুলহীন হেমন্তের উপনির্বাচনেও ঘাসফুল বেশি আসন জিতবে।

২০২৬?

এত নাগরিক আন্দোলনের পরেও মমতা এখনও জনপ্রিয়তার বিচারে অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। দলটায় বাম জমানার শেষদিকের মতো পচন ধরলেও মমতা এক নম্বর ভোট ক্যাচার। তিনি যদি সত্যিই ক্ষমতা ধরে রাখতে চান, তাঁর উচিত পুরোনো ফর্মে ফেরা। অন্যদের ওপর ভরসা না করে নিজের চোখে সব দেখা। প্রথমদিকে তিনি যেমন মাঝে মাঝেই হাসপাতালে হাজির হতেন কাউকে কিছু না বলে, এই জিনিসটা বন্ধ হয়ে গেল কেন?

ওই ভাবে সব শহরে আচমকা হানা দিলেই মমতা বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন। নইলে তাঁর গুণধর ভাইয়েরা পার্টিটাকে সিপিএমের মতো জনহীন করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। চারদিকে শুধু লোক দেখানোর ব্যাপার। কলকাতায় ববি হাকিম, শিলিগুড়িতে গৌতম দেব, মালদায় কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, কোচবিহারে উদয়ন গুহ, বালুরঘাটে বিপ্লব মিত্র...।

উদয়ন বলতে গিয়ে মনে পড়ল, মমতা উত্তরবঙ্গে যে কয়েকজনকে মন্ত্রী করেছেন, তাঁদের কাজের কথা ভাবুন তো! কী কাজ তাঁরা করেছেন? কেউ অকর্মণ্য, কেউ অসৎ। মমতা যদি পুরোনো মমতার মতো নিজে নিঃশব্দে রাস্তায় নামেন, তাহলে এই রোগ কিছুটা সারবে। পুরোটা নয়। কেননা যাঁরা অকাজের, তাঁদের কাজ না করতে করতে কর্মদক্ষতায় মরচে পড়ে গিয়েছে। যাঁরা অসৎ, তাঁদের রোজগার বন্ধ করবেন কী অভ্যাসে? এবং তাঁরাও বুঝে গিয়েছেন, মানুষ আসলে ক্ষমাশীল।

এই তো ক’দিন আগে বোলপুরে গিয়ে দেখে এলাম, শহরজুড়ে অসংখ্য তোরণ। মমতা-অভিষেকের সঙ্গে সেই সব তোরণে সহাস্য অনুব্রত মণ্ডলের ছবি। কে বলবে, ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এত দুর্নীতির অভিযোগ? রাজধানীর তিহারে জেল খেটে এসেছেন। জলপাইগুড়ির সৈকত, ফুলবাড়ির দেবাশিসও নিশ্চয়ই এসব দেখেটেখে উদ্দীপ্ত।

মমতার হুংকারের পর মালদায় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বিএলআরওদের ধমকে ছিলেন, সরকারি জমি উদ্ধার করুন, জলাজমি ভরাট বন্ধ করুন। সেটা জুলাই। এই তিন মাসে মালদা রয়েছে মালদাতেই। কিছু হয়নি। দুই মন্ত্রী সেখানে। তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বিরুদ্ধেই তো একরাশ অভিযোগ। অভিষেক মাঝে মাঝেই গর্জন করেন দলের দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে। তবে তিনিও কিছু করতে পারেননি। তাঁর গর্জনও আধাসেদ্ধ হয়ে পড়ে। দল নিয়ে ঘোষিত বহু আলোচিত প্রকল্পগুলোও আধাসেদ্ধ, অর্ধসমাপ্ত পড়ে।

মনে মনে ভাবুন না, নবীন বনাম প্রবীণ বিতর্ক! মনে মনে ভাবুন ভাইগিরি। টালিগঞ্জে স্বরূপ, ময়দানে স্বপনের দাপট কমানোর ফর্মুলা। দল সম্পর্কে কতবার যে কত সিদ্ধান্ত পালটেছে, পিসি-ভাইপোর নিজেদেরই মনে থাকবে না। এই এক কুণাল ঘোষকেও কতবার মুখপাত্র করা হল, কতবার সরানো হল, ভেবে দেখুন না! পিছনের রোগটা সেই এক। আধাসেদ্ধ সিনড্রোম। অস্থিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা।

জমি মাফিয়াদের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উপমা ব্যবহার করে বলেছিলেন, ‘একটা কাককে মেরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। যাতে অন্য কাকরা সতর্ক হয়।’ তারপরেই শিলিগুড়ির মেয়র-ঘনিষ্ঠ দেবাশিস গ্রেপ্তার। বাস্তবে তাতে কোনও লাভ হল কি? কিছু লাভ তো দেখা গেল না। দেবাশিস আবার মুক্ত। কাকেরা আবার যথারীতি জমি, বালি, কাঠ, কয়লা নিয়ে কা-কা করছে। জনতা ছিছি করছে।

ঠিক যেভাবে সিএএ নিয়ে প্রতিবাদের সময় মমতা মঞ্চে বলতেন, ক্যা ক্যা। পাশে দাঁড়ানো অনুগত কবি-গায়ক-শিল্পীরা আরও জোরে চ্যাঁচাতেন, ছিছি!

রাত দখলের প্রতিবাদীরা ফের পথে

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : অভয়ার বিচারের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন সিবিআইয়ের ওপর চাপ বাড়াতে ফের পথে নামছে। আরজি কর নিয়ে যখন নতুন করে পথে নামার সিদ্ধান্ত হচ্ছে তখন উত্তরবঙ্গে একের পর এক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সামনে আসছে। যার মধ্যে সম্প্রতি জয়গাঁতে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনাও সামনে এসেছে। নকশালবাড়ির নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। আরজি করের ঘটনা নিয়ে যখন প্রতিবাদ ও বিচারের দাবি উঠছে তখন উত্তরবঙ্গের ঘটনা নিয়ে সবাই কেন চুপ সেই প্রশ্নও উঠেছে।

আরজি কর নিয়ে ২৬ অক্টোবর দুপুরে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিল হবে। আয়োজক 'দ্য নাইট ইজ আওয়ারস-শিলিগুড়ি'। সংগঠনের সভাপতি কোয়েল রায়ের কথায়, 'ধর্ষণের কোনও ঘটনাই একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেক ঘটনাকে সামনে রেখেই আমাদের প্রতিবাদ মিছিল হবে। তা আরজি কর হোক কিংবা উত্তরবঙ্গের কোনও ঘটনা। নারী সুরক্ষা আমাদের মূল দাবি।' তাঁর সংযোজন,'আরজি করের ঘটনাটি সামনে রাখার কারণ এর পেছনে রাজ্যের অনেক বড় মাথা যুক্ত রয়েছেন। এই ঘটনার বিচার পেলে অপরাধীদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হবে।'

প্রতিবাদ মিছিলের বিষয়ে সংগঠনের সহ সভাপতি রুকসানা খাতুনের কথায়, 'অভয়ার মতো ঘটনা ঘরে ঘরে হচ্ছে। উৎসবে ভেসে যে অভয়ার বিচারের দাবির কথা যে আমরা ভুলে গিয়েছি এমনটা যেন কেউ না ভাবেন। যতদিন না অপরাধীদের শাস্তি হচ্ছে ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।'

পেট্রোলের অবৈধ কারবার

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহর ও লাগোয়া এলাকায় অলিগলিতে অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে। পান, মুদিখানা হোক অথবা অন্য কোনও দোকান, কড়ি ফেললে সেখান থেকেই মিলছে বোতলবন্দি পেট্রোল। দীর্ঘদিন থেকে এসব অবৈধ কারবার চললেও পুলিশের তরফে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, এই প্রশ্ন উঠছে। তবে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) রাকেশ সিং বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। আইন মোতাবেক যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা করা হবে পুলিশের তরফে।'

অবৈধভাবে পেট্রোল মজুত রাখার কারণে মঙ্গলবার রাতে শান্তিনগরের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা মন্তব্য করেছিলেন, 'এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত'। বুধবার তিনি বলেছেন, 'আমার ওয়ার্ডে এসব চলতে দেওয়া হবে না।' অভিযোগ, শহরের প্রধাননগর, দার্জিলিং মোড়, শক্তিগড়, ডাবগ্রাম, হাকিমপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া শহর লাগোয়া মাটিগাড়া, ফুলবাড়ি, অম্বিকানগর, শালুগাড়া, শালবাড়ি, ইস্টার্ন বাইপাসেও একই ছবি দেখা গিয়েছে।

বাজি সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : বুধবার রাতে খাপরাইল বাজার এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক ভরত কুমারকেও গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অবশ্য তাঁকে পিআর বন্ডে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

এখনও জমেনি।। শিলিগুড়ির কাওয়াখালি মাঠে বাজির বাজারে বৃহস্পতিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পরিবেশবান্ধব বাজি নজর কাড়বে

মৌমাছির গুনগুন

দীপাবলি অসম্পূর্ণ ফুলঝুরি, তুবড়ি, তারাবাতি, চরকি ছাড়া। আর পাঁচটা বাজার কিংবা মেলার মতো শিলিগুড়িতেও এখন বসছে বাজিবাজার। শহরের অদূরে কাওয়াখালির মাঠে এই বাজার বসেছে। বাজি ব্যবসায়ীরাই এখানে আতশবাজির সম্ভার নিয়ে ৫০টি স্টল দিয়েছেন। এই বাজারে এবার নজর কাড়বে পরিবেশবান্ধব বাজির সঙ্গে মৌমাছির গুনগুন। বাজির সম্ভার নিয়ে আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

গ্রিন ক্র্যাকার

বাজি বাজারে গেলেই যে কথাটি সব থেকে শোনা যাবে তা হল গ্রিন ক্র্যাকার। এক কথায় বলতে গেলে এটি হল পরিবেশবান্ধব বাজি। এই বাজিগুলিতে বেরিয়াম নাইট্রেট থাকে না। আর এই বাজি থেকে ধোঁয়া কম বের হয়। আর এই ধোঁয়া বেশিক্ষণ বাতাসে থাকে না, দ্রুত মিলিয়ে যায়। তাই পরিবেশের পক্ষে কম ক্ষতিকারক। করোনার পর থেকেই পরিবেশবান্ধব বাজি কিংবা গ্রিন ক্র্যাকারের চাহিদা বেড়েছে। পরিবেশবান্ধব বাজিগুলির দাম সাধারণ বাজি থেকে একটু বেশি।

বাটার বি

মৌমাছির মোড়কে তৈরি এই বাজি বাচ্চাদের কাছে পছন্দের বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এগুলি মাটি থেকে খানিকটা ওপরে উঠবে। কিছু কিছু বাটার বি আকাশে উড়ার পাশাপাশি মৌমাছির মতো গুঞ্জনও করে। ১৫০ থেকে শুরু করে ৫০০ টাকার মধ্যে বিভিন্ন দামের রয়েছে।

ড্রোন, পেন্টা স্কাই

আকাশে উড়বে এমন অনেক বাজি এসেছে বাজারে। কচিকাঁচাদের মন কাড়তে পেন্টা স্কাই, হেলিকপ্টার, ড্রোন এই ধরনের বাজিগুলি দেখা যাবে। যেগুলি আকাশে উড়বে। দেখতে আলাদা ও দাম আলাদা হলেও অনেকটা একই রকমের এই বাজিগুলি। কোনওটা হেলিকপ্টারের মতো উড়ে যাবে আবার কোনওটা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠবে। ১৫০ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে বিকোচ্ছে এই বাজিগুলি।

আমব্রেলা তারাবাতি

বাজিবাজার ঘুরে দেখা নতুন বাজিগুলির মধ্যে এই আমব্রেলা তারাবাতি অন্যতম। সাধারণ তারাবাতি থেকে কিছুটা আলাদা এই তারাবাতি। আকারেও যেমন বড় তেমনই ছাতার মতো ঘুরতে থাকবে এই তারাবাতি।

আকাশে ক্রিস্টাল

এবছর এই বাজিটিও নতুন এসেছে। প্রথমে চড়কির মতো মাটিতে কিছুটা সময় জ্বলবে তারপরেও আকাশে উড়ে যাবে। ইয়াহু ফাউন্টেন, টিনি ফাউন্টেন বাজি। দাম ৪০০ থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা অবধি আছে।

ক্রিস্টাল আনার

এই বাজিটি যেমন জ্বলবে তেমনি এটি থেকে রং-ও বের হবে। নানান রংয়ের আলো দেখা যাবে এই বাজি থেকে। ৪০০ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে বিকোচ্ছে এই বাজি।

চিরদিনের বাজি

প্রতিবছর বাজারে নতুন নতুন বাজি আসে তেমনই কিছু বাজি আছে যেগুলি যেন অল টাইম ফেভারিট। যেমন তারাবাতি, চড়কি, আনার, স্কাই, লংকা বাজি। এর মধ্যে এবছর ২৪০ স্কাইশটও রয়েছে। দাম ৫ হাজার থেকে শুরু। ব্যবসায়ী মিথিলেশ শাহ বলছিলেন, 'বাজি বাজার প্রতি বছরের মতো এবছরও শুরু হয়েছে। আমরা সমস্ত ব্যবসায়ীরা বাজির সম্ভার নিয়ে এসেছি।'

নতুন মোড়কে

এবছর নতুন অনেক বাজি এসেছে। বাচ্চাদের মন কাড়তে অনেক বাজিগুলিকেই নতুন মোড়কে নেওয়া আনা হয়েছে। এবছর দাম আগের মতোই রয়েছে। আশা করছি গতবছরের মতো জমবে বাজার, বললেন বাজি ব্যবসায়ী ইন্দ্রজিৎ দুবে।

খোলাবাজারে নয়

আর কিছুদিন গেলে বাজার আরও জমবে। তবে যদি খোলা বাজারে বাজি বিক্রি বন্ধ না হয় তাহলে আমাদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। প্রশাসনের এই বিষয়ে নজর রাখা উচিত। জানালেন বাজি ব্যবসায়ী সুদীপ্ত ভৌমিক।

দীপাবলির বাজার

কালিম্পং থেকে এদিন বাজি বাজারে এসেছিলেন ঋত্বিকা গুরুং। বললেন, 'দীপাবলির বাজার করতে এসেছিলাম তাই একেবারে বাজি বাজারও করে নিয়ে যাচ্ছি।'

পরে দাম বেশি

দার্জিলিং থেকে এসেছিলেন মেঘা রায়। বলছিলেন, 'বাড়ির কচিকাঁচাদের জন্য বাজি কিনতে এসেছি। একবারেই কিনে নিয়ে চলে যাব। কারণ পরে দাম বেশি পড়বে।' এখনও শিলিগুড়ি বাজি বাজারে ক্রেতাদের ঢল দেখা না গেলেও কিছুদিন পর থেকেই বাজার জমার আশায় ব্যবসায়ীরা।

আনন্দময়ী কালীবাড়িতে নয়া অধ্যায়

মুকুন্দ দাসের মূর্তির আবরণ সরবে ৩০শে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : একশো ছুঁইছুঁই আনন্দময়ী কালীবাড়ির কালীপুজোকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে হাজারো মানুষের ভাবাবেগ। প্রতিবছর এই পুজোকে ঘিরে মন্দিরে আলাদা আমেজ তৈরি। শুধু শিলিগুড়িই নয়, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ওদলাবাড়ি সহ আশপাশের অনেক জায়গা থেকে ভক্তরা আসেন মায়ের পুজো দিতে। কিছুদিন আগেই এই মন্দিরে স্থায়ী দুর্গা ও নবগ্রহ মন্দির তৈরি হয়েছে। এতে মন্দিরের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ আরও বেড়েছে।

পুজো উপলক্ষ্যে ৩০ অক্টোবর চারণকবি মুকুন্দ দাসের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে মন্দিরে। চারণকবি মুকুন্দ দাসের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল এই মন্দিরের পথ চলা। বর্তমানে মায়ের মূর্তিটিও মুকুন্দ দাসই নিয়ে এসেছেন। এই মন্দিরে তাঁর মূর্তি স্থাপন হওয়াতে খুশি স্থানীয় মানুষ। স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজীব সরকারের কথায়, 'বাবার কথায় শুনেছি এই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে। আমরা ছোট থেকেই এই মন্দিরে পুজো দিয়েই বড় হয়েছি। তাই এই মন্দিরে পুজো দেওয়াটা আবেগ।' প্রতিবারই ওদলাবাড়ি থেকে এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন প্রীতি পাল ও তাঁর পরিবার। এদিনও তিনি মন্দিরে এসেছিলেন কীভাবে ভোগ দেবেন কখন পুজো সেই বিষয়ে জানতে। বলছিলেন, 'প্রায় ১০ বছর ধরে আমরা এই মন্দিরেই পুজো দিই। প্রতি বছর কালীপুজোটা আমাদের শিলিগুড়িতে এই কালীবাড়িতেই কাটে। এই মন্দিরের পুজোর সঙ্গে আলাদা আবেগই জড়িয়ে আছে।'

মন্দির কমিটির সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাসের কথায়, 'এ বছর আমাদের এই পুজো বিশেষ। এখানে মুকুন্দ দাসের মূর্তি আমরা স্থাপনা করছি। আশা করছি সবাই আমাদের পুজো উপভোগ করবেন।'

চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতিবিজড়িত বিগ্রহ।

মন্দিরের বিগ্রহ

- চারণকবি মুকুন্দ দাসের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল এই মন্দিরের পথ চলা
- বর্তমানে আনন্দময়ী মায়ের মূর্তিটিও মুকুন্দ দাসই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন
- তাই এই মন্দিরে পুজো দেওয়া স্থানীয় ভক্তপ্রাণ মানুষের কাছে একটা আবেগ

ছয়মাস ধরে মণ্ডপ

শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : কখনও মায়াপুরের ইসকন মন্দির, কখনও দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা- একেকবার একেক থিমে তাক লাগিয়েছে শিলিগুড়ির তরুণ সংঘ অর্থাৎ টিএস। এবছরও থাকছে চমক। ৭০তম বর্ষে তাদের বিশেষ ভাবনা 'কর্ণাটকের বিষ্ণু মন্দির'। প্রায় ছ'মাস আগে থেকে মেদিনীপুরের শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরিতে ব্যস্ত। প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার বাজেট মণ্ডপের। এছাড়া প্রতিমায় থাকছে বিশেষত্ব। যা তৈরি হবে জগন্নাথ দেবের মূর্তির আদলে। পাশাপাশি নজর কাড়বে চন্দননগরের আলোকসজ্জা।

হাজার হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে রাত জেগে টিএস-এর পুজো দেখেন শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকার মানুষ। নানা অনুষ্ঠান থেকে প্রসাদ বিতরণ- পুজো উপলক্ষ্যে রয়েছে একাধিক

কর্ণাটকের বিষ্ণু মন্দির

কর্মসূচি। ৩০ অক্টোবর উদ্বোধন। কাঠ, প্লাস্টার অফ প্যারিস সহ বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে মণ্ডপসজ্জায়। মন্দিরের ভেতরে থাকবে হরেকরকমের মডেল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম তপন সাহার কথায়, 'ফোনে মন্দিরের ছবি প্রথম দেখেছিলাম। তারপর থিমমেকারের সঙ্গে কথা হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নিই, এই মন্দিরের আদলে তৈরি হবে মণ্ডপ। আশা করছি, শহরবাসীর ভালো লাগবে আমাদের আয়োজন।'

এই পুজোর জন্য সারাবছর অপেক্ষায় থাকেন অনির্বাণ দত্ত। বলছিলেন, 'শিলিগুড়ির বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এটা। পরিবার-আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কাটে কয়েকটা দিন।' একই কথা সুরভি নন্দীর। টিএস-এর পুজো একদম তাঁর বাড়ির পাশে। তাই উচ্ছ্বাস বাকিদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

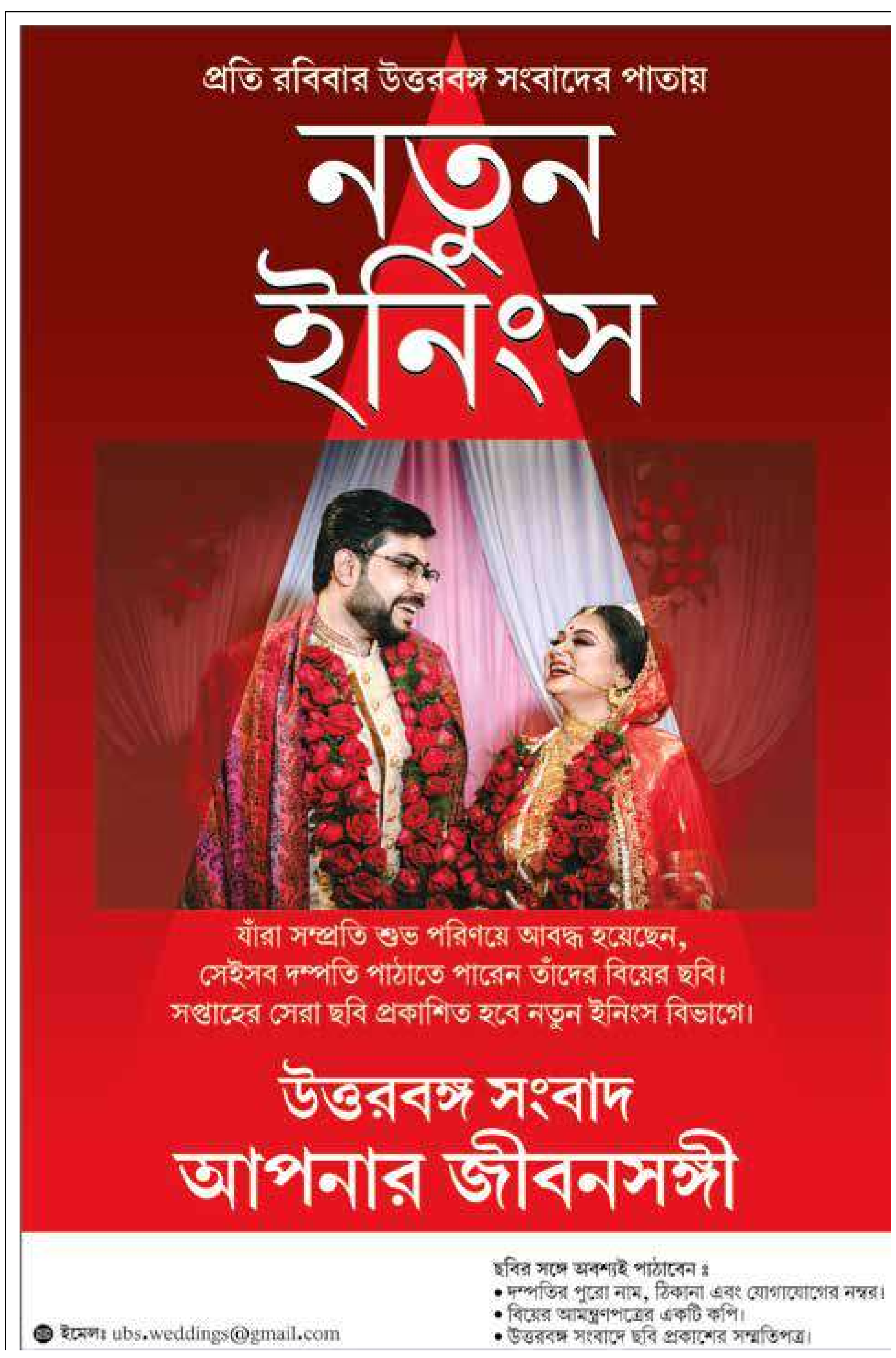

ইসলামপুর হাসপাতালে টোটো নিয়ে সমস্যা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৪ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরে টোটোর যানজট এবং অবৈধ পার্কিংয়ের বাড়বাড়ন্তে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। বাদ যাচ্ছে না ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মতো ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকাও। হাসপাতালে গেলেই চোখে পড়বে জরুরি বিভাগের বাইরে সহ গোটা চত্বরে অজস্র টোটোর অবৈধ পার্কিং। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল লক্ষ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, পুলিশও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ঘাড়েই দায় ঠেলেছে।

ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলছেন, 'হাসপাতালে কোথায় পার্কিং হবে, সেটা পুরোপুরি কর্তৃপক্ষের বিষয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আমাদের পদক্ষেপ করতে বললে আমরা অবশ্যই দেখব। কিন্তু হাসপাতালের তরফে এনিয়ে আমাদের এখনও কিছু জানানো হয়নি।'

ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে প্রতিদিন বহু রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। এছাড়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত অথবা বিভিন্ন কারণে আপৎকালীন অবস্থাতে থাকা রোগীদেরও প্রথমে এই হাসপাতালেই আনা হয়। কিন্তু হাসপাতালের ইমার্জেন্সি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোর জন্য সমস্যায় পড়তে হয় অ্যাম্বুল্যান্সচালকদেরও। মহম্মদ মুস্তাফা নামে এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক বলছেন, 'হাসপাতালের সামনে টোটোর অবৈধ পার্কিংয়ের জন্য আপৎকালীন অবস্থায় রোগীদের নিয়ে চলাচল করতে আমাদের অনেক সমস্যা হয়। হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। তারপরও কেউ এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে না। আমরা এই সমস্যা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সিকিউরিটি সুপারভাইজারকে একাধিকবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।'

বুধবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল, জরুরি বিভাগে সামনে এবং হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গায় বহু টোটো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি টোটো বেরোতে না বেরোতেই আরও কিছু টোটো সেখানে চলে এল। এভাবেই দিনভর এই প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

হাসপাতালে আসা এক রোগীর পরিজনের কথায়, 'টোটোগুলি যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে চলাচল করাই যায় না। সিকিউরিটি গার্ডরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে। আর ভুক্তভোগী হন সাধারণ মানুষ।'

প্রতিক্রিয়া জানতে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার সুরজ সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

ইসলামপুর হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে রয়েছে টোটো।

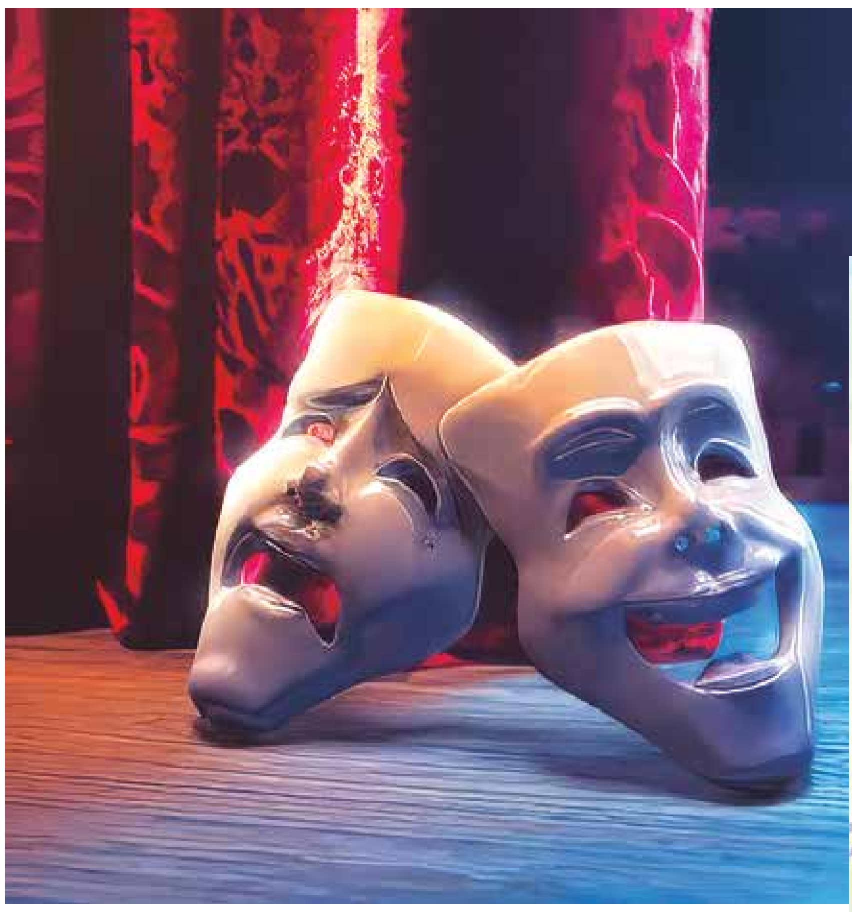

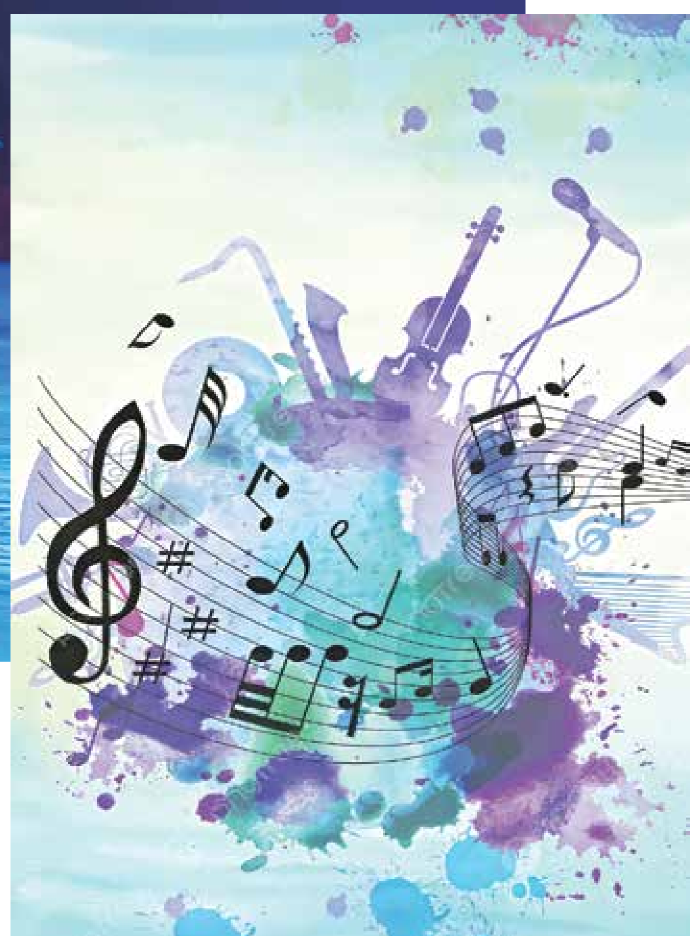

সংস্কৃতিচর্চায় ঘরছাড়া

গান, ফাইন আর্টস ও নাটকের ডিগ্রি কোর্স নেই উত্তরে

অনিমেষ দত্ত

ছোটবেলায় স্কুলে 'স্ল্যাম বুকে' একটা প্রশ্ন সবারই 'কমন' থাকে- বড় হয়ে কী হতে চাও। সেখানে মিউজিশিয়ান, পেন্টার, অভিনেতা- সর্বোপরি শিল্পের নানা ক্ষেত্রে ছাপ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন অনেকে। কিন্তু পরবর্তীতে কতজন পেরে ওঠেন?

উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের গান, নাটক কিংবা ফাইন আর্টসের নানা বিষয়ে পড়ার 'স্কোপ' কম। কারণ, আটটি জেলায় এমন কোনও সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে মিউজিক, ড্রামা, ফাইন আর্টস কিংবা পারফর্মিং আর্টসের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি একজন মানুষকে পরিপূর্ণ শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে? কিছুটা সত্যি। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিল্পীকে একটা পরিমণ্ডল দেয়।

এদিকে উত্তরের পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে জানেন না যে গান, নাটক, ফাইন আর্টস নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করা যায়। গবেষণা তো অলীক স্বপ্ন।

এর কারণ কী? এক, কোনও কলেজ না থাকা। দুই, মানসিকতার অভাব। তিন, এই বিষয়গুলি পড়ে ভবিষ্যতে কী কাজ করা যায়, তার স্পষ্ট ধারণা না থাকা। চার, ইন্ডাস্ট্রি গড়ে না ওঠা। পাঁচ, সরকারের সদিচ্ছা এবং সচেতনতা গড়ে তোলার অভাব। ছয়, ছোট থেকে পড়ুয়াদের উৎসাহ না দেওয়া।

কোর্স যে একেবারেই নেই, তা কিন্তু নয়। কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিবিইউ) সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান আর্টস অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের তত্ত্বাবধানে ছয়মাস কিংবা একবছরের ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স রয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত, রিসাইটেশনের মতো বিষয় সেখানে পড়ানো হয়। এমনকি উত্তরের লোকসংগীত ভাওয়াইয়ার কোর্সও রয়েছে। কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন, মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি করার কোনও স্কোপ নেই।

পিবিইউয়ের রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার দেবনাথ বিষয়টিকে পড়ুয়া ভর্তির নিরিখে দেখতে ইচ্ছুক। বললেন, 'যদি পড়ুয়া সংখ্যা বাড়ে, তাহলে আগামীদিনে ডিগ্রি কোর্স চালু করার প্রস্তাব দেওয়া যেতেই পারে।'

প্রশ্ন ওঠে, কোর্স চালু না করলে পড়ুয়া আসবে কোথা থেকে? আগ্রহ জন্মাবে কীভাবে? এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট।

তাহলে কি উত্তরের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশোনা করছে না? করছে। পাড়ি দিচ্ছে কলকাতায়। রবীন্দ্রভারতী, গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট কিংবা বোলপুরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেও প্রশ্ন ওঠে, সবার পক্ষে কি কলকাতায় কিংবা বোলপুরে গিয়ে চার-পাঁচ বছর থেকে পড়াশোনা করা সম্ভব?

বিশ্বভারতীর ছাত্রী আলিপুরদুয়ারের দেবারতি রায় মনে করেন, 'সবার বাড়ির আর্থিক অবস্থা একরকম নয়। আমার পরিচিত অনেকেই ছোট থেকে খুব ভালো গান গাইত। ওরা মিউজিক নিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু আলিপুরদুয়ার থেকে বিশ্বভারতীতে গিয়ে পড়ার সাধ্য তাদের ছিল না।'

দেবারতি সংগীত ভবনে স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। রবীন্দ্রসংগীতের ছাত্রী দেবারতি শোনাচ্ছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা। 'ছোটবেলা থেকে গান শিখেছি। গুরুরা আমায় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে পড়ার জন্য। প্রথমদিকে বাড়িতে বিষয়টা বোঝাতে সময় লেগেছিল। বাড়ির মেয়ে এতদূরে যাবে? একটা কিন্তু কিন্তু ছিলই।' তাঁর পরিবারে তিনিই প্রথম গানবাজনা নিয়ে পড়ছেন।

অনেক পরিবারে প্রথমদিকে 'কিন্তু কিন্তু' থাকে। শেষমেশ দেবারতির মতো খুব কম সংখ্যক পরিবার ছেলেমেয়েদের দূরে পড়তে পাঠায়। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শিলিগুড়ির অপরাজিতা চক্রবর্তীর পরিবার। স্কুলজীবন কাটানোর পর ২০১৫ সালে বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনে ভর্তি হন অপরাজিতা। তাঁরও বিষয় ছিল রবীন্দ্রসংগীত। বললেন, 'সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছি। আমার বাবা বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। বড় পিসি বরাবর গানে উৎসাহ দিয়েছেন।' তাই শিলিগুড়ি থেকে শান্তিনিকেতনের রুটটা তুলনামূলক সহজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। বর্তমানে তিনি কলকাতায় থাকেন। এসরাজশিল্পী হিসেবে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন অপরাজিতা।

কোচবিহারের দেবাদিত্য চৌধুরীর গান, নাটক, নাচ সবেতেই 'ইন্টারেস্ট'। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পারফর্মিং আর্টস পড়ানো হয়। 'বাড়ি থেকে বলেছিল, কাছাকাছি কোথাও ভর্তি হতে। কিন্তু আমাদের এদিকে কোনও ইনস্টিটিউট ছিল না।' দেবাদিত্যর কোচবিহার টু কলকাতার কাহিনী আসলে উত্তরবঙ্গের বহু ছেলেমেয়েরই।

পিবিইউতে নাটক এবং নাট্যাভিনয়ের একবছরের কোর্স রয়েছে। কিন্তু সেখানে আবার পড়ুয়াসংখ্যা কম। শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা অলকানন্দা মজুমদার ছোট থেকে থিয়েটার করেন। বলছিলেন, 'আমাকে দলের স্যর বলেছিলেন নাটক নিয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে ভাবতে পারিস। কিন্তু করোনার সময় সেভাবে আর ভাবা হয়নি। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে সোশিওলজিতে ভর্তি হই। কিন্তু ওই বিষয়ে মাস্টার্স করার ইচ্ছে ছিল না।' তারপর তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রভারতীতে ড্রামা বিভাগে ভর্তি হন।

নাটকের দলে ছিলেন বলেই ড্রামা নিয়ে যে পড়া যায়, সেটা জানতে পেরেছিলেন অলকানন্দা। বললেন, 'মফসসলে যারা থাকে তারা বিষয়টা জানেই না। জানলেও এতদূরে যেতে হবে বলে নিজের স্বপ্নটাকে সেখানেই শেষ করে দেয়। আমি এমন অনেকজনকে চিনি যাদের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু কলকাতায় থেকে পড়ার সামর্থ্য তাদের নেই।'

উত্তরবঙ্গে বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু আঁকার স্কুল চলে। কিন্তু সরকারি আর্ট কলেজ শূন্য। তাই ২০২৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক দিলেও এক বছর ড্রপ দিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে এ বছর গভর্নমেন্ট কলেজ আর্টে ভর্তি হন জলপাইগুড়ির ঈশান বণিক। বললেন, 'এক্ষেত্রে গাইডেন্সটা খুব দরকার। একটা প্রতিষ্ঠানে থাকলে পরিবেশটা মেলে। কাজ করতেও সুবিধা হয়।' এই পরিবেশটা তিনি জলপাইগুড়িতে পাননি।

সরকারি প্রতিষ্ঠান খুললে কিংবা ডিগ্রি কোর্স চালু করলে সবটা হয়ে যাবে না। কিন্তু বিষয়গুলি পড়ার ক্ষেত্রে উত্তরের ছেলেমেয়েদের ভৌগোলিক এবং মানসিক যে দূরত্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা কিছুটা ঘুচবে। গান, ফাইন আর্টস কিংবা নাটকের বিভাগ চালু হলে কর্মসংস্থান যে বাড়বে, তা কি রাজ্য সরকার বোঝে না?

প্রতিষ্ঠান না থাকা যেমন একটা সমস্যা, অন্যদিকে কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গ ভালো 'অপশন' নয় বলে মনে করেন প্রথিতযশা শিল্পী দীপঙ্কর দত্ত। বলছিলেন, 'উত্তরে প্রতিভার অভাব নেই। বহু ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। কলকাতায় যে বাজারটা রয়েছে, উত্তরবঙ্গে তা প্রায় নেই।' তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'একজন পেন্টিং নিয়ে পড়াশোনার পর কী করবে? কটা প্রদর্শনী হয় এখানে? কতজনই বা কেনে?'

কথাটা যে খুব মিথ্যে নয়, তার আন্দাজ পাওয়া যায় উত্তরে প্রদর্শনীর সংখ্যা, স্টুডিওর সংখ্যা গুনতে বসলেই। অথচ বোলপুরে বিশ্বভারতীর আশপাশে অগুনতি স্টুডিও। কলকাতায় বছরে একাধিক জায়গায় প্রদর্শনী হয়।

বিশ্বভারতীতে কলা ভবনে গ্রাফিকস অ্যান্ড প্রিন্ট মেকিং নিয়ে পড়াশোনা করছেন আলিপুরদুয়ারের কালচিনির স্নিগ্ধা সরকার। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'এমনও একটা সাবজেক্ট হয়, আমাদের এলাকায় কেউ জানে না। বাবাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, মেয়ে কী নিয়ে পড়ছে, তখন বাবার পাঁচ মিনিট সময় লাগে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে।'

অপরাজিতা, অলোকানন্দা, ঈশান, স্নিগ্ধা, দেবারতি, দেবাদিত্য সকলেই চান উত্তরবঙ্গেও এই বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ গড়ে উঠুক। ডিগ্রি কোর্স চালু হোক।

আবার তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এটাও স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গে সামগ্রিকভাবে গান, ফাইন আর্টস কিংবা নাটকের পরিবেশটা অনেক বেশি 'অ্যামেচারিস্ট'।

উত্তরে চা শিল্প সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি। তাকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে টি সায়েন্স বিভাগ। এই দিক থেকে দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। উত্তরে কোনও টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি নেই। ফিল্ম কিংবা সিরিয়ালে কাজ করতে গেলেও যেতে হবে কলকাতায়। এমনকি রাজ্যের বাইরে বড় প্রদর্শনী হয় না। ছবি বিক্রি করার সুযোগ কম। গানের অনুষ্ঠান হলেও তার পরিসর অত্যন্ত সীমিত।

প্রশাসন আইএএস, আইপিএস তৈরি করতে কোচিং সেন্টার খুলতে পারে। অথচ এই ধরনের বিষয়গুলির দিকে তাদের নজর দেওয়ার ফুরসত নেই।

এটাও ঠিক, সরকারি প্রতিষ্ঠান খুললে কিংবা ডিগ্রি কোর্স চালু করলে সবটা হয়ে যাবে না। কিন্তু এই ধরনের বিষয়গুলি পড়ার ক্ষেত্রে উত্তরের ছেলেমেয়েদের ভৌগোলিক এবং মানসিক যে দূরত্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা কিছুটা ঘুচবে।

এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষকতা এবং গবেষণা করার 'অপশন' রয়েছে। সেই দিক থেকে গান, ফাইন আর্টস কিংবা নাটকের বিভাগ চালু হলে কর্মসংস্থান যে বাড়বে, তা কি রাজ্য সরকার বোঝে না? শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজেই তো শিল্প-সংস্কৃতি জগতের।

স্কুল নিয়ে তথ্যচিত্র ইউনিসেফের

খোকন সাহা

শিলিগুড়ি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মুরালীগঞ্জ। ২০০০ সালে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে পথ চলা শুরু করে একটি জুনিয়ার হাইস্কুল। প্রথমে পার্শ্ববর্তী মুরালীগঞ্জ জুনিয়ার বেসিক স্কুলে ক্লাস চালু হলেও পরবর্তীতে তৈরি হয় নিজস্ব ভবন। ২০০০ সালে মাত্র ৬৫ জন পড়ুয়া ছিল। বেঞ্চ কম থাকায় বসার জন্য চটের বস্তা নিয়ে আসত পড়ুয়ারা। তারপর থেকে অনেক চড়াই উতরাইয়ের সাক্ষী প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৬ সালে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছবিটা বদলাতে থাকে। বহু অভিভাবক অন্য স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এখানে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে শুরু করেন। ২০১০ সালে মেলে উচ্চমাধ্যমিক সংসদের অনুমতি।

২০১৩ সালে এই বিদ্যালয়কে নিয়ে ইউনিসেফ এবং ভারত সরকার যৌথভাবে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে। যেখানে প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের বন্দোবস্ত, সৌন্দর্যায়ন, স্বাস্থ্যবিধি সহ সামগ্রিক পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছিল। কাঠমান্ডুতে আয়োজিত সম্মেলনে ওই তথ্যচিত্র দেখে স্কুলের ভূয়সী প্রশংসা করেন সার্কভুক্ত দেশের প্রতিনিধিরা। তাঁরা পরিদর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেইমতো ২০১৩ সালে ১৩টি দেশের প্রতিনিধিরা আসেন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে। একই বছরে প্রথম যামিনী রায় পুরস্কার পায় বিদ্যালয়টি। এরপর ঝুলিতে আসে শিশুমিত্র পুরস্কার। শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং হাওড়ার মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে সরকারি-বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা এই বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড এসে দেখে গিয়েছেন।

সুনাম ছড়িয়ে পড়তেই পড়ুয়া ভর্তি বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এখন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে রোজ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূর থেকেও ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। তাদের জন্য বাস পরিষেবা চালু করেছে কর্তৃপক্ষ। রয়েছে পুলকার। এছাড়া বাইরের থেকে পড়তে আসা অনেকে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছে আশপাশে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। দুটি টিনের চালার ঘর দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ৪১।

সামনে সুসজ্জিত ফুলের বাগান। বিদ্যালয় চত্বরে কিচেন গার্ডেনে হরেকরকমের সবজি ফলানো হয়। পুকুরে হয় মাছ চাষ। সামনে বিস্তৃত খেলার মাঠ। পশ্চিমবঙ্গ কুডো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রেনসি সহদেব বর্মন সপ্তাহে দু'দিন ছাত্রছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশলের প্রশিক্ষণ দেন। যার সুফল মিলেছে ইতিমধ্যে। কুডোতে জাতীয় স্তরে পদক জিতেছে বহু ছাত্রছাত্রী। এর পাশাপাশি দেওয়া হয় ক্রিকেট ও ফুটবলের কোচিং। নিরাপত্তার স্বার্থে স্কুলে বসেছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ২০১০ সালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ রাজ্যে একরকম নজির বলা যেতে পারে। কম্পিউটার, বিজ্ঞান ও ভূগোলের জন্য তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক ল্যাব। রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষায় মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছে এখানকার পড়ুয়ারা। প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের কথায়, 'শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক থেকে প্রশাসন- সকলের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের এই খ্যাতি।'

ছুটিতে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে বাড়িতে বসেও ক্লাস নিতে পারেন, সেজন্য প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে রয়েছে মনিটর। বন্যপ্রাণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে ও পরিবেশ চেনাতে মাঝেমধ্যে পড়ুয়াদের দেখানো হয় ডিসকভারি, অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেল। মেয়েদের প্রতিটি ওয়াশরুমে বসানো হয়েছে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন।

কথা হচ্ছিল ছাত্রী হিয়া নন্দীর সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'রোজ ক্লাস করতে খুব ভালো লাগে। ফুলের বাগানে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াই। এটা আমাদের স্বপ্নের স্কুল।' কালাগছ থেকে স্কুলবাসে চেপে আসে আবির দাস। সে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। বলছিল, 'স্কুলে না আসতে পারলে মন খারাপ হয়। স্যররা খুব ভালোবাসেন। বাড়ির মতো যত্ন নেওয়া হয় এখানে।'

রজত জয়ন্তী উদযাপন

মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান হল ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন জয়েন্ট ডিরেক্টর দেবাশিস সরকার, এসসিইআরটি'র (স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং) ডিরেক্টর ছন্দা রায়, এটিআই-এর (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) প্রাক্তন সিইও গৌরহরি খাড়া, অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী প্রমুখ। প্রথমদিন উত্তরবঙ্গের কৃতী শিক্ষক, লেখক এবং সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এসসিইআরটি'র ডিরেক্টর। বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'প্রথম আলো'র রজত জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন অতিথিরা। পত্রিকার পাতায় জায়গা করে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানের ২৫ বছরের ইতিহাস, প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্মৃতিচারণা, ছাত্রছাত্রীদের লেখা গল্প ও কবিতা ইত্যাদি। ২৯ তারিখ সকাল সাড়ে সাতটার সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। তাতে অংশ নেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রাক্তন ও বর্তমান পদাধিকারী, শিক্ষক, পড়ুয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

তারপর ট্যাবলো সহ স্কুলের দশটি বাস এবং একাধিক পুলকার নিয়ে আরেকটি শোভাযাত্রা হয় গোয়ালটুলি পর্যন্ত। সেখানে থাকা আদিবাসী জনজাতির মানুষের ধামসা-মাদলের সুর মানুষের মন জয় করে নেয়। পড়ুয়ারা পরিবেশন করে নাচ। ৩টা থেকে স্কুলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাতে ইন্ডিয়ান আইডলের প্রতিযোগী রাফা ইয়াসমিনের গান দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিল। ৩০ তারিখেও ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বহিরাগত শিল্পীদের পরিবেশনায় জমজমাট ছিল স্কুল চত্বর। প্রাক্তন পড়ুয়া-শিক্ষক, স্থানীয় মানুষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি- সকলেই রজত জয়ন্তী উদযাপনে আয়োজনের প্রশংসা করেন।

প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম জানিয়েছেন, রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণিকক্ষ সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। তৈরি হয়েছে স্মারক গেট। শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এখানে মডেল কম্পিটিশনে অংশ নিয়েছে। উপস্থিত দর্শকদের ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর সারাবছর ধরে নানা ধরনের কর্মসূচি চলবে।

গাছ বাঁচাতে পুজোর ছুটিতে বিদ্যালয়ে

শান্ত বর্মন

পুজোর ছুটি পড়েছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। স্কুল খুলবে সেই কালীপুজোর পর। এতদিনে জল, সার না পেয়ে গাছগুলো যে মরে যাবে! নিজেদের হাতে লাগানো গাছ বাঁচাতে তাই পুজোর ছুটির মধ্যেই স্কুলে এসেছিল নবম শ্রেণির প্রিয়াংকা রায়, পঞ্চমের জয়শ্রী বর্মন, দশমের সমীক্ষা বর্মন, ঊর্মিলা বর্মনরা। এরা সবাই গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রমোদনগর হাইস্কুলের পড়ুয়া। এদের হাত ধরে স্কুলে বেড়ে উঠছে গাছগাছালি। দশম শ্রেণির রেখা সরকার বলেন, 'গাছ লাগানো তো এখন মানুষ ছেড়ে দিয়েছে। সেটা যে পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর, সেই বার্তা দিতে চাই আমরা।'

আগে প্রমোদনগর হাইস্কুলের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ছিল না। গোরু-ছাগলের দৌরাত্ম্যে কোনও গাছপালা বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। বছরদুয়েক আগে সরকারি বরাদ্দে প্রাচীর নির্মাণ হয়। তারপরই স্কুলের চারদিকে চারা লাগানো শুরু করে পড়ুয়ারা।

চারদিকে বড় বড় গাছপালা কাটা পড়ছে। সবুজায়ন কমছে। পাখিদের থাকার জায়গা কমে গিয়েছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। স্কুলপাঠ্যের পাশাপাশি পড়ুয়ারা বাস্তব জীবন দিয়ে বুঝেছে সবটা। তাই পরিবেশ সতেজ করে তুলতে উদ্যোগী ওরা। কিন্তু পুজোর লম্বা ছুটিতে যত্ন না পেয়ে গাছগুলো তো মরে যেতে পারে।

সেই ভাবনা থেকে সবাই মিলে স্কুলে আসা। দেখভাল চলল দিনভর। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া মাম্পি রায় বলল, 'নিজের হাতে রোপণ করা চারাকে বড় করে সবুজায়নের বার্তা দিতে চাইছি।'

প্রমোদনগরে লক্ষ্মীপুর চা বাগানের ধারে স্কুলটি অবস্থিত। সংস্কৃতিচর্চায় বেশ সুনাম অর্জন করেছে এখানকার ছেলেমেয়েরা। পরপর দু'বার পড়ুয়াদের ওয়ান টেক শটে নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়োয়। স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক তনয় দত্তর কথায়, 'আমরা প্রত্যেক পড়ুয়াকে সাংস্কৃতিক চর্চা এবং গঠনমূলক শিক্ষা দিই।'

আগে শিক্ষক-শিক্ষিকার ঘাটতি থাকলেও এখন আর তা নেই। বর্তমানে স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন এবং পার্শ্বশিক্ষক চারজন। পড়ুয়া সংখ্যা ৫০০। দুই বছর আগে মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয় স্কুলটি। তবে এখনও শুধু আর্টস বিভাগে পঠনপাঠন হয়। সীমানা প্রাচীরের পাশাপাশি স্কুলে তৈরি করা হয়েছে কিচেন শেড। পড়ুয়ারা ডাইনিং হলে বসে রোজ মিড-ডে মিল খায়।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সান্যালের ব্যাখ্যায়, 'আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো পঠনপাঠন এবং সাংস্কৃতিক চর্চা হয় আমাদের স্কুলে। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

মাঠে ময়দানে

লায়োনকে টপকে জোড়া নজির অশ্বীনের

সুন্দর বোলিংয়ে উজ্জ্বল ভারত

৩ বছর পর টেস্টে প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনেই ৭ উইকেট নিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। পুনেতে বৃহস্পতিবার।

নিউজিল্যান্ড-২৫৯
ভারত-১৬/১

পুনে, ২৪ অক্টোবর : ভারতের প্রথম একাদশ দেখে ভ্রূ কুঁচকেছিলেন অনেকেই।

কুলদীপ যাদবের বদলে কেন ওয়াশিংটন সুন্দর? রবিচন্দ্রন অশ্বীন থাকতে কেন দ্বিতীয় অফস্পিনার? প্রশ্ন তুলেছিলেন সুনীল গাভাসকার-রবি শাস্ত্রীরা। যদিও দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে নায়ক সুন্দরই।

স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনে সমালোচকদের চুপ করিয়ে ভরসা জোগালেন দলকে। চাপে রাখলেন প্রতিপক্ষক নিউজিল্যান্ডকে। নিজের প্রথম চার টেস্টে ঝোলায় হাফডজন উইকেট। এদিন ২৩.১ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৮ রানে সাত শিকার!

২০২১ সালে আহমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। গত সাড়ে তিন বছরে সাদা বলের ক্রিকেটারের তকমা গায়ে সেঁটে গিয়েছিল। এমসিএ স্টেডিয়ামের কালো মাটির বাইশ গজে যে তকমা ঝেড়ে ফেলে টেস্টেও বাজিমাত সুন্দরের।

তৃতীয় স্পেলে সুন্দরের হাতে যখন বল তুলে দেন রোহিত শর্মা, নিউজিল্যান্ড ১৯৭/৩। রাচিন রবীন্দ্রের ক্রমশ চওড়া ব্যাটে আশঙ্কার মেঘ। কিন্তু ৬১ বলের নিজের শেষ স্পেলে সাত-সাতটি উইকেট সুন্দরের। পাঁচজনই বোল্ড। খরচ করলেন মাত্র ২৮ রান। সবমিলিয়ে ৫৮ রানে ৭ শিকার, চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে যা সেরা বোলিং। যার ধাক্কায় ২৫৯-এ গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড।

জবাবে ভারতের স্কোর ১৬/১। যশস্বী জয়সওয়ালের (৬) সঙ্গে ক্রিজে ঘাড়ের চোট কাটিয়ে ফেরা শুভমান গিল (১০)। খাতা খোলার আগেই আউট রোহিত। লাল বলের ক্রিকেটে চলতি অফফর্মের তালিকা দীর্ঘ করে বোল্ড। কৃতিত্বটা অবশ্য টিম সাউদির প্রাপ্য। কিউয়ি পেসারের সিম মুভমেন্টে ভেঙে খানখান রোহিতের রক্ষণ।

শুভমানের পাশাপাশি দলে ওয়াশিংটন, আকাশ দীপ। বাদ লোকেশ রাহুল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ।

ক্রিকেট আর প্রকৃতি- পুনে স্টেডিয়ামে জোড়া হাতছানি। স্টেডিয়ামের কোল ঘেঁষে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সবুজ পাহাড়ের সারি। আবহাওয়াতেও ক্রিকেট-উৎসবের রসদ। কালো মাটির মন্থর টার্নিং পিচে টসে হারায় প্রথমে ব্যাটিংয়ের আশা অবশ্য মেলেনি রোহিতের।

চাপ বাড়ায় নতুন বলে জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশদের উইকেটহীন থাকা। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের হাত ধরে ম্যাচে ফেরা। নিজের পঞ্চম বলেই রাস্তা দেখান টম ল্যাথামকে (১৫)। উইল ইয়ংয়ের (১৮) লম্বা ইনিংসে প্রত্যাশাতেও জল ঢালেন। এক্ষেত্রে সরফরাজ খানের জোরাজুরিতেই রিভিউ নেন রোহিত। উইকেট প্রাপ্তি। দেখা যায় ইয়ংয়ের ব্যাটে লেগে ঋষভ পন্থের হাতে ক্যাচ গিয়েছে।

রাচিন রবীন্দ্র-ডেভন কনওয়ে অবশ্য ভালো এগোচ্ছিলেন। বেঙ্গালুরু টেস্টে স্পিনের বিরুদ্ধে রাচিন প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেছিলেন। এদিন যেন সেখান থেকেই শুরু। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন অশ্বীনই। খেলার বিপরীতে আউট কনওয়ে (৭৬)। বাইরের বল খেলতে গিয়ে কানায় লাগিয়ে বসেন। বাকি কাজ সারেন ঋষভ। হাঁটুর চোট কাটিয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল।

কনওয়ের উইকেট নিয়ে জোড়া নজিরও অশ্বীনের। নাথান লায়োনকে (৫৩০) পিছনে ফেলে উইকেটশিকারির তালিকায় সাতে পৌঁছে গেলেন অশ্বীন (৫৩১)। ভাঙলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে লায়োনেরই সর্বাধিক ১৮৭ উইকেটের রেকর্ডও।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে শুরুতেই ড্যারিল মিচেলকেও ঝোলায় পুরতে পারতেন অশ্বীন। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, স্পিনের সামনে অস্বস্তিতে কাটালেন মিচেল। জমে যাওয়া রাচিনকে (৬৫) ফিরিয়ে 'খেল' শুরুর পর মিচেলের (১৮) অস্বস্তিও দূর করে দেন সুন্দর।

টম ব্লান্ডেল (৩), গ্লেন ফিলিপস (৯), টিম সাউদি (৫), আজাজ প্যাটেল (৪), মিচেল স্যান্টনারও (৩৩) একে একে ফিরলেন তামিলনাড়ুর সুন্দরের স্পিন-জাল ভেদ করতে না পেরে। পুরস্কারস্বরূপ প্রথম শ্রেণির কেরিয়ারে সেরা বোলিং। সতীর্থদের কুর্নিশ আর লাল বল হাতে সাজঘরে ফেরা। সুন্দরকে খেলানোর সিদ্ধান্ত মিলে যাওয়ার উচ্ছ্বাস গৌতম গম্ভীরের চোখেমুখে।

সাতের মধ্যে সেরা হিসেবে রাচিনের উইকেট বেছে নিয়ে সুন্দর বলেছেন, 'খুব ভালো খেলছিল। স্পিন বরাবরই ভালো খেলে। রাচিনের উইকেটকে এগিয়ে রাখব। পাশাপাশি মিচেলকে আউট করেও খুশি।' জুটিতে লুটি। সিনিয়ার সতীর্থ অশ্বীনের কথাও সুন্দরের মুখে। জানালেন, অশ্বীনের উপস্থিতি তাঁকে সাহায্য করেছে। আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে রনজি ট্রফির সাম্প্রতিক সাফল্য।

শুক্রবার দায়িত্ব ব্যাটারদের। প্রথম লক্ষ্য ২৫৯ অতিক্রম করে লিড নেওয়া। পড়ন্ত বিকেলে এদিন যার প্রস্তুতিতে বেশ কিছুক্ষণ থ্রোডাউন নিলেন বিরাট কোহলি। তার মাঝেই গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে হাসিঠাট্টা। ব্যাটিং অনুশীলনে আকাশরাও। প্রয়োজনে টেলএন্ডারদেরও হাল ধরতে হবে। বার্তা পরিষ্কার।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্টে সেরা বোলিং

বোলিং ফিগার	বোলার	স্থান	সাল
৭২/৮	এস ভেঙ্কটরাঘবন	নয়াদিল্লি	১৯৬৫
৭৬/৮	এরাপল্লি প্রসন্ন	অকল্যান্ড	১৯৭৫
৫৯/৭	রবিচন্দ্রন অশ্বীন	ইন্দোর	২০১৭
৫৯/৭	ওয়াশিংটন সুন্দর	পুনে	২০২৪

নজরে পরিসংখ্যান

১ টেস্টে প্রথমবার ভারতের দুই ডানহাতি অফস্পিনার (রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও ওয়াশিংটন সুন্দর) মিলে কোনও ইনিংসে বিপক্ষের ১০টি উইকেটই নিলেন। বিশ্ব ক্রিকেটে ১৯৫৬ সালের পর থেকে এই ঘটনা চারবার হয়েছে।

৬১ সাত উইকেট নিতে ওয়াশিংটনের বলের সংখ্যা। ভারতীয় হিসেবে ৭ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে বলের নিরিখে ওয়াশিংটনের চেয়ে একমাত্র এগিয়ে রয়েছে অনিল কুম্বলে (৬০ বল, ২০০০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে)।

৫৯/৭ ওয়াশিংটনের বোলিং ফিগার পুনেতে ভারতীদের মধ্যে যুগ্ম তৃতীয় সেরা।

৫ নিউজিল্যান্ডের পাঁচজন ব্যাটারকে বোল্ড করেছেন ওয়াশিংটন। যা ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে কোনও ইনিংসে যুগ্ম সর্বাধিক।

৫৩১ টেস্টে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের উইকেটের সংখ্যা। নাথান লায়োনকে টপকে সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় সাতে উঠে এলেন অশ্বীন।

রোহিত-গম্ভীরের কাছে কৃতজ্ঞ ওয়াশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে সাধারণত এমনটা হয়ে থাকে!

চলচ্চিত্রের সেই চিত্রনাট্য প্রবলভাবে বাস্তব ওয়াশিংটন সুন্দরের জীবনে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি টেস্ট সিরিজের দলে তিনি ছিলেন না শুরুতে। বেঙ্গালুরু টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার হারের পরই ছবিটা বদলে যায়।

ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ গৌতম গম্ভীরের উদ্যোগে তাঁকে পুনে টেস্টের স্কোয়াডে নেওয়া হয়। চমকপ্রদভাবে তিনি দলের প্রথম একাদশেও ঢুকে পড়েন। আর তারপরই চমক। সুযোগ পেয়েই নিউজিল্যান্ড ইনিংসে ধস নামানোর পাশে সাত উইকেট নেওয়া। পুনে টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ওয়াশিংটনই ভারতীয় ক্রিকেটের 'সুন্দর'। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিনের খেলার শেষে সাত উইকেট নিয়ে কিউয়ি ইনিংসে ত্রাস সঞ্চার করা ওয়াশিংটন আবেগে ভেসেছেন। কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিতের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ওয়াশিংটন বলেছেন, 'অধিনায়ক ও কোচকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। চলতি সিরিজের শুরুতে ভারতীয় টেস্ট দলে ছিলাম না আমি। পুনে টেস্টের আগে আমায় সুযোগ দেওয়া হয়। তাই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আজ। যা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়। খেলার অবশ্য এখনও অনেক বাকি। কিন্তু আমি দলের স্বার্থে সেরাটা দিতে তৈরি।'

প্রথম দিনের নায়ক ওয়াশিংটন সুন্দরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন রোহিত শর্মা।

কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে বহু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই সকালে টসের পর ওয়াশিংটনকে প্রথম একাদশে দেখে অবাক হয়েছিলেন। কেন কুলদীপ যাদব নেই, প্রশ্নও তুলেছিলেন। সবাইকে দিনের শেষে ভুল প্রমাণ করেছেন ওয়াশি (টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ওয়াশিংটন সুন্দরের আদরের নাম)। তাঁর 'সুন্দর' স্পিনের জালে কিউয়ি ব্যাটাররা ধরাশায়ী হওয়ার পর ওয়াশিংটন বলেছেন, 'পরিকল্পনা করেই অভ্রান্ত নিশানায় বল করতে চেয়েছিলাম। সেটাই করেছি। চেষ্টা করেছি, নিজের বোলিং বৈচিত্র্য ধরে রাখার। বাকিটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।' প্রথম ইনিংসে মোট সাতটি উইকেট পেয়েছেন সুন্দর। যার মধ্যে রয়েছে ভয়ংকর হয়ে ওঠা রাচিন রবীন্দ্রর উইকেটও। কোন উইকেটটা সেরা? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র ওয়াশিংটনের জবাব, 'সাতটি উইকেটের মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়া সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, রাচিনের উইকেটটা পরিস্থিতি অনুযায়ী খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ড্যারিল মিচেলের উইকেটের কথাও বলতে হবে।' পুনে টেস্টে সাত উইকেট দখলের সঙ্গেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির স্কোয়াডে ঢুকে পড়ার জোরদার দাবিও তুলেছেন ওয়াশিংটন। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ওয়াশিংটন অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছেন। কোচ গম্ভীর তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ওয়াশিংটনের। ভারতের সিরিজ জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকাও ছিল তাঁর। এবারও ওয়াশিংটনকে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন গম্ভীর।

ভেস্তে গেল বাংলার অনুশীলন

জন্মদিন পালন ঋদ্ধিমানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : মেঘে ঢাকা আকাশ। সকাল থেকেই বৃষ্টি। কখনও ঝমঝমিয়ে। কখনও আবার হালকা।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র প্রভাবে সারাদিনই কলকাতার আকাশের এমন ছবি। নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের বৃষ্টির কারণেই আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ভেস্তে গেল বাংলা দলের অনুশীলন। শনিবার থেকে কেরল ম্যাচের আগে আর অনুশীলনের সুযোগই থাকছে না অনুষ্টুপ মজুমদারদের জন্য। কারণ, আগামীকালও সারাদিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতায়। পরশু ম্যাচের প্রথম দিনও খেলা হওয়ার সম্ভাবনা কম। ঘূর্ণিঝড়ের চোখরাঙানির হতাশা থেকে বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বৃষ্টি হলে কারও কিছুই করার থাকবে না। তার মধ্যেই আমরা যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছি। দেখা যাক নিম্নচাপের বৃষ্টির কারণে আমাদের খেলা শুরু হতে কতটা সময় অপেক্ষা করতে হয়।'

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আজ বাংলার অনুশীলন ভেস্তে গেলেও হাজির ছিলেন সব ক্রিকেটারই। বাংলার সাজঘরে বৃষ্টির হতাশার মধ্যেই ঋদ্ধিমান সাহার জন্মদিন পালন হয়েছে আজ। ৪০ বছরে পা দেওয়া পাপালিকে ঘিরে বাংলার ক্রিকেট সংসারে আবেগও দেখা গিয়েছে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও আজ হাজির ছিলেন বাংলার সাজঘরে। কেরল ম্যাচের জন্য পুরো দলকে তিনি উৎসাহ দেন। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কেরল ম্যাচে ওপেনার হিসেবে অভিষেক হচ্ছে শুভম দে-র। তাঁর হাতে আজ নতুন একটি ব্যাটও তুলে দেন সিএবি সভাপতি। ঋদ্ধিকেও জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। জীবনের বিশেষ দিনে পাপালি বলেছেন, 'শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এভাবে সতীর্থদের সঙ্গে কেক কাটার মজাই আলাদা।'

রাওয়ালপিন্ডিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে বাবর আজমের ব্যাটিং দেখার জন্য স্কুল কামাই করে মাঠে এসেছিল পাকিস্তানের এক তরুণী। তার ব্যানার সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যা দেখে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ফ্যান গ্রুপ বার্মি আর্মি বাবরকে খোঁচা দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কমেন্ট করে, 'বেমানান'।

১১ বছর পর ফাইনালে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। সেমিফাইনালে আজ ছত্তিশগড়কে ১৩১ রানে উড়িয়ে দিল বাংলা। দলের জয়ে বড় ভূমিকা নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিশাল ভাটি। তাঁর অলরাউন্ড পারফরমেন্সের কোনও জবাব ছিল না ছত্তিশগড়ের সামনে। শনিবার ফাইনালে গুজরাটের মুখোমুখি হতে চলেছে টিম বাংলা। ১১ বছর পর ফাইনালে পৌঁছাল বাংলা।

শেষ কয়েক বছর ধরেই সর্বভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্য নেই বাংলা ক্রিকেট দলের। সেই ছবিটা বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির কোচ সৌরাশিস লাহিড়ির বাংলা। রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৮৫/৮ করেছিল বাংলা। জবাবে ১৫৪ রানে শেষ ছত্তিশগড়ের ইনিংস। ব্যাট হাতে ১১৭ বলে ১১১ করার পরে বল হাতে ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বাংলার জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন বিশাল। তিনিই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৩ সালের পর ফের অনূর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফির ফাইনালে পৌঁছানোর পর বাংলার কোচ সৌরাশিসও আবেগে ভেসেছেন। পুরো দলকে সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন, 'সাফল্যের কৃতিত্ব পুরো দলের। আলাদাভাবে বিশাল, অঙ্কিত ও আশুতোষের কথা বলব। বিশেষ করে বিশাল। নিয়মিতভাবে বিশাল দলের পারফরমেন্সে অবদান রাখছে। ফাইনালে গুজরাট ম্যাচেও একই ইনটেন্ট নিয়ে মাঠে নামতে হবে আমাদের।'

অনূর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফি

স্পিন দাপটেও চাপে পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডি, ২৪ অক্টোবর : দ্বিতীয় টেস্টের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনেও বল হাতে দাপট দেখালেন পাকিস্তানের দুই স্পিনার সাজিদ খান (১২৮/৬) ও নোমান আলি (৮৮/৩)। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের বাকি উইকেটটি গিয়েছে লেগ স্পিনার জাহিদ মাহমুদের (৪৪/১) দখলে। যার সামনে শেষদিকে জেমি স্মিথ (৮৯) ও শুরুতে বেন ডাকেট (৫২) ছাড়া কিছুটা প্রতিরোধ গাস অ্যাটকিনসনের (৩৯)। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৬৭ রানে। তারপরও দিনের শেষে চাপে পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান তুলতেই ফিরে গিয়েছেন তিন ব্যাটার। যার মধ্যে রয়েছেন গত টেস্টে অভিষেক ঘটানো কামরান গুলাম (৩)। ক্রিজে অধিনায়ক শান মাসুদ (১৬) ও সাউদ শাকিল (১৬)।

ওডিআইয়ে শীর্ষে ভারত

সেরা দশে কুলদীপ, বুমরাহ ও সিরাজ

দুবাই, ২৪ অক্টোবর : ওডিআই বোলিং ক্রমতালিকায় সেরা দশে তিন ভারতীয় বোলার। কেশব মহারাজ, রশিদ খানের পর তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কুলদীপ যাদব। ভারতের চায়নাম্যান বোলার ছাড়া প্রথম দশে বাকি দুই ভারতীয় হলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৮) ও মহম্মদ সিরাজ (৯)।

মহম্মদ সামি রয়েছেন দ্বাদশ স্থানে। অজি বোলারদের মধ্যে অ্যাডাম জাম্পা ও জোশ হ্যাজেলউড প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন। জাম্পা চতুর্থ ও হ্যাজেলউড রয়েছেন পঞ্চম স্থানে।

পুনেতেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং বুমরাহর।

ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে বাবর আজম (৮২৪ পয়েন্ট)। পাকিস্তান ক্রিকেটমহলে বাবরকে নিয়ে ঝড় বইলেও আইসিসি ওডিআই ক্রমতালিকায় শীর্ষে পাক ব্যাটার। দ্বিতীয় স্থানে রোহিত শর্মা (৭৬৫)। পরের দুইটি স্থানে দুই ভারতীয় তারকা শুভমান গিল (৭৬৩) ও বিরাট কোহলি (৭৪৬)।

দলগত বিভাগে শীর্ষে ভারতই। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার (১১৪) চেয়ে পয়েন্টে এগিয়ে রোহিত শর্মা ব্রিগেড। পরের তিন স্থানে যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। দুইবারের ওডিআই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ রয়েছে দশ নম্বরে।

শচীন-বিরাটের ভিডিও দেখে অস্ট্রেলিয়ায় অভি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন তিনি। শতরান করাটা অভ্যাসে পরিণত করেছেন। নতুনভাবে তৈরি করা সেই অভ্যাস নিয়েই আজ ভারতীয় 'এ' দলের প্রতিনিধি হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাড়ি দিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

গতকালই কলকাতা থেকে মুম্বই পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সেখান থেকেই ভারতীয় 'এ' দলের সহ অধিনায়ক তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে স্যর ডনের দেশে রওনা হয়ে গেলেন। তার আগে অভিমন্যু বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ, পিচ সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে। সেই ধারণার সঙ্গে ওখানে পৌঁছানোর পর কয়েকদিন অনুশীলনের সুযোগও পাব আমরা। তার মধ্যেই সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে নামতে হবে। অজি সফরের চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি।' ভারতীয় উপমহাদেশের বাইশ গজের একেবারে বিপরীত অস্ট্রেলিয়ার পিচ। কীভাবে সেখানে নিজেকে মানিয়ে নেবেন?

ভারতীয় 'এ' দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

অভিমন্যুর কথায়, 'অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারই অতীতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফল হয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলির নামও। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওঁদের ব্যাটিংয়ের ভিডিয়ো দেখেছি আমি। সেই অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগবে অস্ট্রেলিয়ায়।'

স্যর ডনের দেশে ভারতীয় 'এ' দলের সহ অধিনায়কত্বের দায়িত্বও রয়েছে অভিমন্যুর। তিনি কি তৈরি এমন চ্যালেঞ্জের জন্য? অভিমন্যু বলছেন, 'নেতৃত্ব বা টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার জন্য নতুন নয়। অতীতে বাংলার অধিনায়কত্বও করেছি আমি। আর ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে যে দায়িত্ব রয়েছে আমার, সেটা অতিরিক্ত চাপের বিষয় নয়। বরং আমার জন্য এটা চ্যালেঞ্জ। তার জন্য মানসিকভাবে তৈরিও আমি।' অভিমন্যুর সঙ্গে বাংলার মুকেশ কুমার ও অভিষেক পোড়েলও আজ একই বিমানে অস্ট্রেলিয়া উড়ে গেলেন।

ওয়ার্নার কি মজা করছে? প্রশ্ন প্রাক্তন সতীর্থ লাবুশেনের

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : দলের প্রয়োজনে অবসর ভেঙে ফিরতে প্রস্তুত আমি।

অস্ট্রেলিয়া দলের টেস্ট ওপেনার নিয়ে চাপানউতোর প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগে এমনই কথা শোনা গিয়েছিল ডেভিড ওয়ার্নারে গলায়। প্রাক্তন সতীর্থের যে মন্তব্য মজা নাকি সত্যি, যা নিয়ে ধন্দে স্বয়ং মার্নাস লাবুশেন। বলেছেন, 'জানি না ও সিরিয়াস নাকি মজা করছে। বলা খুব কঠিন। এর অর্থ কী, আমি জানি না। তবে স্পেশালিস্ট ওপেনারকেই ব্যবহার করা উচিত।'

ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথ ওপেন করেছেন। যদিও চূড়ান্ত ফ্লপ। ভারত সিরিজে চার নম্বরে খেলবেন বলে জানিয়েছেন। সেই মতকে সমর্থন লাবুশেনেরও। বলেও দিলেন, অজি ব্যাটিংয়ের বড় ভরসার জায়গা স্টিভেন স্মিথ। আর স্মিথের পছন্দের জায়গা চার নম্বর। সেখানেই সবথেকে বেশি সফল। তাই চার নম্বরেই স্মিথকে খেলানো সঠিক সিদ্ধান্ত।

বিশেষজ্ঞ ওপেনারের পরামর্শ ক্লার্কের

লাবুশেনের যুক্তি, ক্যামেরন গ্রিন চোটের জন্য বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে নেই। ফলে মিডলঅর্ডারে এমনিতেই শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। স্মিথকে মিডল অর্ডারে ফেরানো তাই সঠিক। প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কও মনে করেন, স্মিথকে দিয়ে ওপেন করানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। বলেছেন, 'একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। বিশেষজ্ঞ ওপেনার দরকার। দেখতে হবে, যার মধ্যে নতুন বল সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে কিনা।'

কিন্তু ওপেনিংয়ে উসমান খোয়াজার সঙ্গী কে হবেন, প্রশ্নের উত্তর নেই। লাবুশেন বিশেষজ্ঞ ওপেনারের কথা তোলার পাশাপাশি দলের প্রয়োজনে গুরুভার নিতে রাজি বলেও জানিয়ে রাখলেন। এদিন বলেছেন, 'যেখানে বলা হবে সেখানেই খেলতে প্রস্তুত আমি। বর্তমানে তিনে নম্বরে খেলে আমি সফল। তবে দল চাইলে আমি প্রস্তুত। কে বলতে পারে, আমি হয়তো ওখানে আরও বেশি সাফল্য পাব। নির্বাচকরা যদি মনে করেন, দলের স্বার্থে এটাই ঠিক, আমার কোনও সমস্যা নেই।'

জোশ হ্যাজেলউডের চিন্তায় আবার ৫ ম্যাচের লম্বা সিরিজ। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্সের সঙ্গে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। কিন্তু পাঁচ ম্যাচের ধকল নেওয়া কঠিন, মানছেন হ্যাজেলউড। সঠিক পরিকল্পনার ওপর জোর দিচ্ছেন। বলেন, 'টি২০ বা ওডিআই ম্যাচ নয়। ৪ বা ১০ ওভার করে দিলাম, হয়ে গেল। টেস্টে দিনে ২৫ ওভারও করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ফিটনেস গুরুত্বপূর্ণ। ১০০ ভাগ ফিট থাকলে তবে খেলা। নাহলে বিশ্রাম-বাস্তব মেনে এগোতে হবে আমাদের।'

হাল্যান্ডের অবিশ্বাস্য গোলে বিস্মিত পেপ

রাফিনহার তিনে শাপমোচন বার্সার

বার্সেলোনা, ২৪ অক্টোবর : দীর্ঘ নয় বছর পর চাকা ঘুরল হ্যান্সি ফ্লিকের হাত ধরেই। বুধবার রাতে অবশেষে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে বহু কাঙ্ক্ষিত জয়ের দেখা পেল বার্সেলোনা। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে রাফিনহার হ্যাটট্রিকে ৪-১ গোলে স্বস্তির জয় কাতালান জায়েন্টদের। অন্যদিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পাঁচ তারা জয়ের দিনে চর্চায় আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের অবিশ্বাস্য গোল।

শনিবার লা লিগায় এল ক্লাসিকো। আগের রাতে রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ জেতে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে। হ্যাটট্রিক করে মহারণের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে হ্যাটট্রিক আরও এক ব্রাজিলিয়ানের। এল ক্লাসিকোর আগে এ যেন বার্সা শিবির থেকে পালটা হুংকার। বার্সেলোনার জার্সিতে শততম ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম মিনিটেই গোল করেন রাফিনহা। ৭৫ মিনিটে যখন কোচ তাঁকে তুলে নেন, ততক্ষণে তাঁর হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার বাকি দুইটি গোল করেন ৪৫ ও ৫৬ মিনিটে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটিই তাঁর প্রথম হ্যাটট্রিক। ফ্লিকের দলের হয়ে ৩৬ মিনিটে আরেকটি গোল রবার্ট নেওয়ানডস্কির। উলটোদিকে চার গোল হজমের পর বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি একাধিক পরিবর্তন করে কৌশল বদলালেও লাভ হয়নি কিছুই। জার্মান ক্লাবটির হয়ে ১৮ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন হ্যারি কেন।

প্রতিশোধের ম্যাচ জিতে রাফিনহা বলেছেন, 'সমর্থকদের কাছে এটা প্রতিশোধ। আমরা অতীতের দিকে তাকাই না, লক্ষ্য থাকে পরের ম্যাচে।' নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'বার্সেলোনায় সই করার পর থেকে এমন রাতের স্বপ্নই দেখেছি।' এদিকে এখনই ফেভারিটের তকমা গায়ে মাখতে নারাজ বার্সা কোচ। এই জয়টা গুরুত্বপূর্ণ মেনে নিয়েও ফ্লিকের মন্তব্য, 'মরশুম সবে শুরু। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সামনে লম্বা পথ।'

দুরন্ত ছন্দে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। এদিন রাতে স্পার্টা প্রাহাকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল সিটিজেনরা। জোড়া গোল হাল্যান্ডের। এছাড়া গোল করেন ফিল ফোডেন জন স্টোনস ও ম্যাথিয়াস নুনেজ। ম্যাচে হাল্যান্ডের করা দ্বিতীয় গোলটি অবিশ্বাস্য। স্যাভিনহোর ভাসানো বল শূন্যে লাফিয়ে ব্যাকহিল ভলি করেন তিনি। যা দেখে বিস্মিত সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও।

বলেছেন, 'একজন মানুষের পক্ষে এমন গোল স্বাভাবিক নয়।' এদিকে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আরবি লিপজিগকে ১-০ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে ম্যাচের একমাত্র গোলটি ডারউইন নুনেজের।

হ্যাটট্রিকের পর সেলিব্রেশন বার্সেলোনার রাফিনহার। - এএফপি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফল

বার্সেলোনা	৪-১	বায়ার্ন মিউনিখ
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি	৫-০	স্পার্টা প্রাহা
আরবি লিপজিগ	০-১	লিভারপুল
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	১-৩	লিলে
আরবি সলজবার্গ	০-২	ডায়নামো জাগ্রেব
বেনফিকা	১-৩	ফেনুর্দ
ইয়ং বয়েজ	০-১	ইন্টার মিলান
ব্রেস্ট	১-১	বেয়ার লেভারকুসেন
আটালান্টা	০-০	সেল্টিক

থিম্পুতে অ্যাক্টিভেশন সেশনে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : শুধু প্রতিপক্ষই নয়, থিম্পুর ঠান্ডা ও উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ভালো খেলাও এখন চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের।

এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ খেলতে এদিন কলকাতা থেকে থিম্পু গিয়ে পৌঁছায় অস্কার ব্রুজোঁ ও তাঁর দলবল। আইএসএলের শেষ ম্যাচে ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে যাঁরা খেলেছেন তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে রিজার্ভ থেকে নেওয়া হয়েছে দলে। দুই গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল ও দেবজিৎ মজুমদারের সঙ্গে দলে সুযোগ পেয়েছেন কলকাতা লিগে ভালো খেলা আদিত্য পাত্রও। এছাড়া মনোতোষ চাকলাদার, নসিব রহমানরাও সুযোগ পেয়েছেন এএফসি-র দলে। গত ম্যাচে খেলতে না পারলেও নাওরেম মহেশ সিংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে ডার্বিতে চোট পাওয়া মার্ক জোথাংপুইয়ার চোট এখন কতদিনে সারবে তা পরিষ্কার নয়। ফলে সাইডব্যাক পজিশন নিয়ে চিন্তা থেকেই গেল ব্রুজোঁর।

এদিন কলকাতা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পারোর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকে থিম্পুর হোটেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল ৪টা বেজে যায়। জানা গেল, পারো থেকে ছোট ছোট ট্রাভেলার্স গাড়িতে করে থিম্পুর হোটেলে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি সময় লেগেছে। হোটেলে পৌঁছেই মিনিট দশেক বিশ্রাম করিয়ে কোচ গোটা দলকে নিয়ে যান 'অ্যাক্টিভেশন সেশনে।' যেহেতু ওখানে দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসে এবং বিকেলের পর থেকেই প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে ও উচ্চতাও অনেক বেশি, তাই স্থানীয় আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াকেই এই অ্যাক্টিভেশন সেশন বলা হচ্ছে। পরে হোটেলে ফিরে রাতের দিকে ফুটবলারদের ক্লাসও নেন কোচ। পাহাড়ি রাস্তায় খানিক হাঁটাহাঁটির পর হোটেলে ফেরে গোটা দল। দিনের বেলায় আবহাওয়া মনোরম। এছাড়া উড়ান নামার সময় থেকেই ভুটানের পাহাড়ি সৌন্দর্যেও মুগ্ধ ফুটবলাররা।

যদিও নিজেদের আসল লক্ষ্য ভুলছেন না তাঁরা। কোচ অস্কার আগেই বলেছেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যেহেতু আর এএফসি-তে নেই, তাই আমাদের উপরেই ভারতের সম্মানরক্ষার দায়। সেদিকে খেলায় রেখেই আমাদের খেলতে হবে।' ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ শনিবার স্থানীয় পারো এফসি-র বিরুদ্ধে। এই গ্রুপে আছে লেবাননের নেজমে এসসি। শেষ ম্যাচে ১ নভেম্বর তাদের বিরুদ্ধে খেলা। এই দুই ম্যাচই স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে। আর ২৯ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ খেলতে হবে ওখানকার রাত সাড়ে ৮টা থেকে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় যা সহজ হবে না। প্রসঙ্গত, ভুটানের সময় ভারতের থেকে আধঘণ্টা এগিয়ে।

থিম্পু পৌঁছে সমর্থকদের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার।

বিশ্রামে হরমন, জেতালেন দীপ্তি

আহমেদাবাদ, ২৪ অক্টোবর : হালকা চোটের জন্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে নিয়মিত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরকে বিশ্রাম দিয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতি ব্যাটে-বল অলরাউন্ড পারফরমেন্স করে দলকে ৫৯ রানে জয় এনে দিলেন দীপ্তি শর্মা। প্রথমে ভারত ৪৪.৩ ওভারে ২২৭ রানে অল আউট হয়। তেজাল হাসাবনিস ৪২, দীপ্তি ৪১ ও রিচা ঘোষের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পাওয়া ইয়াস্তিকা ভাটিয়া ৩৭ রান করেন। নেতৃত্ব দিতে নামা স্মৃতি মান্ধানা (৫) এদিনও ব্যর্থ হয়েছেন। জবাবে নিউজিল্যান্ড ৪০.৪ ওভারে ১৬৮ রানে সব উইকেট হারায়। রাধা যাদব ৩৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। নিয়ন্ত্রিত বোলিং এসেছে দীপ্তির (৩৫/১) থেকে।

প্রয়াত কাজল

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার কাজল চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ১৯৮০ ফেডারেশন কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের সদস্য ছিলেন। কাজলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ইস্টবেঙ্গল।

১০ বছর পর এশিয়াতে টেস্ট জয় আফ্রিকার

মিরপুর, ২৪ অক্টোবর : হার পিছালেও এড়ানো গেল না। বুধবার মেহেদি হাসান মিরাজের ব্যাটে ইনিংসে বাঁচিয়েছিল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম সেশনেই ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৫ ম্যাচ পর এশিয়াতে টেস্ট জিতল তারা। শেষ জয় এসেছিল ২০১৪ সালে গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

আফ্রিকার জয়ের দুই নায়ক- শতরানকারী কাইল ভেরেইনি (১১৪) এবং দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নেওয়া কাগিসো রাবাদা। ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়ে ভেরেইনির মন্তব্য, 'উপমহাদেশে এটাই আমার প্রথম ম্যাচ। নতুন চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেছি। তবে প্রথম ইনিংসে ৩০০ রান করাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

সকালে মাত্র ৪.৫ ওভারেই বাংলাদেশের বাকি ৩ উইকেট ফেলে দেয় আফ্রিকা। নাইম হাসানকে ফিরিয়ে শুরুটা করেন রাবাদা (৪৬/৬)। তিনি মিরাজকেও (৯৭) সাজঘরের রাস্তা দেখান। আফ্রিকার জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ১০৬ রান। সেই রান লাঞ্চের আগেই ২২ ওভারের মধ্যে তুলে নেন ট্রিস্টান স্টাবসরা (অপরাজিত ৩০)।

ম্যাচ জিতে আফ্রিকা অধিনায়ক আইডেন মার্করাম (২০) বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসের পর ২০৬ রানের লিড নেওয়াটাই ম্যাচ জেতাল।' অন্যদিকে, ব্যাটারদের দুষে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর বক্তব্য, 'নতুন বলে ব্যাটারদের দায়িত্ব নিতে হবে।'

দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে ফিরছেন ট্রিস্টান স্টাবস ও রায়ান রিকলটন।

জিতেও হার ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানির বিরুদ্ধে গতকালের হারের ধাক্কা সামলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতীয় হকি দলের। তারপরও দুই ম্যাচের সিরিজে হরমনপ্রীত সিংদের হেরে ফিরতে হল। এদিনও ৭ মিনিটে এলিয়ান মাজকৌরের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানরা। এরপরই হরমনপ্রীত ও সুখজিৎ সিংয়ের জোড়া গোলে ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে ভারতীয় দল। অভিষেক করেন একটি গোল। শেষদিকে জার্মানি দুইটি গোল ফেরালেও ৩-৫ ব্যবধানে হার আটকাতে পারেনি। কিন্তু সিরিজ ১-১ হয়ে যাওয়ার পর পেনাল্টি শুটআউটে ভারত ছন্দ হারায়। হরমনপ্রীত, অভিষেক ও মহম্মদ রাহিল পেনাল্টি মিস করায় জার্মানরা শুটআউটে ৩-১ গোলে জয় তুলে নেয়।

অবসরে রানি

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : হকি থেকে অবসর নিলেন ভারতের মহিলা দলের তারকা রানি রামপাল। ১৬ বছর দেশের হয়ে খেলেছেন তিনি। বলেছেন, 'কখনও ভাবিনি ভারতের হয়ে এত বছর খেলব। ছোটবেলায় প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি। তখন থেকে একটাই লক্ষ্য ছিল দেশের হয়ে খেলা।'